# সত্যের আলো

শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পূষন্নেকর্ষে ! যম ! সূর্য্য ! প্রাজাপত্য !
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥
ঈশোপনিষদ ॥১৫॥১৬॥

ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস
১১নং মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# সত্যের আলো

শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রং

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পূষন্নেকর্ষে! যম! সূর্য্য! প্রাজাপত্য!
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

ঈশোপনিষদ ॥১৫॥১৬॥

ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস
১১নং মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# ভূমিকা

বৈদিকযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত। তৎকালীন সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও সামাজিক কৃষ্টির ধারা অবলম্বনে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

আর্য্যরা সত্যনিষ্ঠ, উদার, জ্ঞানপিপাসু, শৌর্য্যশীল, বিলাসপ্রিয়, স্বজাতিপ্রেমিক ও বিজাতিবিদ্বেষী ছিলেন। মোক্ষধর্ম্মের মূলনীতি অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্ভবতঃ তাঁহারা ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। আর্য্যপূর্ব্ব ভারতে বন্য-জাতি হইতে সন্ন্যাসবাদী পর্য্যন্ত বহু প্রকারের মানব ছিলেন। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ আর্য্যরা স্থানীয় অনার্য্য অপেক্ষা সহজেই নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহারাই পরবর্ত্তী সাংখ্য, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মোক্ষ সম্প্রদায়দিগের আদি প্রবর্ত্তক।

নাটক সম্বন্ধে ইহা একটি কাল্পনিক চিত্র। কাল্পনিক উপাখ্যানা-লম্বনে এক মহিমময় জাতির গৌরবময় যুগের চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছি। ব্রহ্ম ও আত্মা বিষয়ক আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় চেষ্টাও করা হয় নাই। তাহার ফলে "সত্যের আলো" ভাবটী স্বতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

লোকসংগ্রহার্থ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। যুগে যুগে ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনে ঋষিদিগের জয়গানে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধারা বহিয়া চলিয়াছে, আমি আমার ভগ্নবীণার একটি সুর তাহাতে মিশাইয়া দিলাম।

ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ।

পল্লীমঙ্গল পাঠাগার
বহিরগাছি, নদীয়া
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ১৩৪৭

গ্রন্থকার

# চরিত্র পরিচিতি

## পুরুষ

| | |
|---|---|
| আদিত্যকীর্ত্তি | আর্য্যাবর্ত্তাধীপ |
| সত্যকীর্ত্তি | ঐ ভ্রাতা |
| বেদজ্যোতি | আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য |
| সত্যকাম | ঐ শিষ্য, পরবর্ত্তী আচার্য্য |
| সোমদত্ত | সত্যকামের বাল্যবন্ধু |
| সোমপ্রকাশ | গ্রাম্য আচার্য্য |
| সত্যদাস | ঐ অনার্য্য শিষ্য |
| ভট্টরাজ | রাজপুরের যাজক ব্রাহ্মণ |
| দণ্ডক | অনার্য্যদেশীয় অধিনায়ক |
| রুদ্রক | ঐ পুত্র |

সৈন্যগণ, শূদ্রগণ, ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, প্রতিহারি
শৌণ্ডিক, নগরপাল, বিন্ধ্যবাসী সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

## স্ত্রী

| | |
|---|---|
| পুরশ্রী | আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী |
| সোমশ্রী | সত্যকীর্ত্তির স্ত্রী |
| মঞ্জুশ্রী | ঐ কন্যা |
| বেদশ্রী | সত্যকামের মাতা |
| নন্দা | দণ্ডকের কন্যা |
| কল্যাণী (মঞ্জুলা) | রাজপুরের প্রধানা নর্ত্তকী |

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, ভট্টগৃহিণী ইত্যাদি

# অবতরণিকা

আর্য্যদের এদেশে আগমনের পর দ্বিতীয় শতাব্দীর
কোন এক মাঘীপূর্ণিমার উষা

## পর্ব্বতশিখর

### বেদজ্যোতি ও সত্যকাম

বেদজ্যোতি। বৎস, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ঋষিঋণরূপে তোমার পিতার কাছে যে বিদ্যা আমি লাভ করেছিলাম তা তোমার মত মেধাবী শিষ্যকে অর্পণ করে, আজ আমি ঋণমুক্ত। পিতার যোগ্য পুত্র তুমি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বিদ্যা কল্যাণময় হোক।

সত্যকাম। ভগবন্, অপরিমিত স্নেহ, অসীম করুণা ও আনন্দের ধারা দিয়ে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন। শিশুকাল থেকে পিতাকে দেখিনি, পিতার স্নেহ যে কি তা জানি না। আপনার স্নেহই আমার সমস্ত অভাব মোচন করেছে, প্রভু।

বেদজ্যোতি। বৎস, তোমার পিতাকে কি মনে পড়ে?

সত্যকাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই অল্পদিনের। মাতামহের মুখে শুনেছিলাম যে আমার জন্মের পূর্ব্বেই তিনি পিতৃভূমি ত্যাগ করে তাঁর কর্ম্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তে ফিরে যান। দ্বাদশ বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন সংস্কারকালে আমি তাঁর দর্শন পাই। মাত্র সপ্তাহকাল তিনি আমাদের কাছে ছিলেন। কয়দিন তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

ক্ষণকালের জন্যও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। আমিও তাঁর সঙ্গ ছাড়তে পারতাম না।

বেদজ্যোতি। তারপর?

সত্যকাম। সপ্তাহের শেষে একদিন তিনি আমায় নিভৃতে ডেকে বল্লেন, বৎস, তুমি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবিদ্যা লাভই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বহু যত্ন ব্যতিরেকে সে মহান সত্যকে লাভ করা যায় না। সেই সত্যকে লাভ করবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর। আমার জীবনের সমস্ত সাধনা, সমস্ত তপস্যা তোমার সাধনার পথে সহায় হোক। তাঁর কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। হৃদয়ে কেমন একটা ভীতি ও ঔদাস্যের ভাব দেখা দিল। কোন উত্তর দিতে পাল্লাম না।

বেদজ্যোতি। তারপর?

সত্যকাম। তারপর, শান্ত সুন্দর প্রসন্ন বদনে তিনি আমায় অভয় দিয়ে বল্লেন, বৎস, তোমার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছি। তুমি শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হৃদয়ে বল সঞ্চয় কর। যদি কামনাসিদ্ধির জন্য তোমার প্রবল ইচ্ছা হয় তবে সপ্তাহকাল পরে ছ'মাসের মধ্যে যে কোন দিন একাকী দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা ক'রো। পথিমধ্যে পান্থশালায় কোন ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে এই পত্র দিও। তিনি তোমাকে তোমার আচার্য্যের কাছে পৌছে দেবেন। পরদিন তিনি পরিব্রাজকের বেশে উত্তরাভিমুখে চলে যান।

বেদজ্যোতি। আর বোধ হয় তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় নি।

সত্যকাম। না, কিন্তু তাঁর সেই বাণী আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে আমার সমস্ত ভয় চলে যায়, হৃদয়ে আনন্দ ও কৌতূহল বাড়তে থাকে। পরিশেষে তাঁরই আদেশমত বহু

পর্ব্বত, অরণ্য অতিক্রম করে আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হই। আমার জীবনে সে এক অপূর্ব্ব স্মরণীয় দিন।

বেদজ্যোতি। সে আমারও জীবনের পরম শুভদিন, বৎস। সাক্ষাৎ আদিত্যের ন্যায় তোমার সেই সুন্দর সুকুমার মুখে আমি আমার আচার্য্য-দেবেরই প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম। পিতৃভূমি গমনকালে তিনি আমায় তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যান। আজ আমার জীবনের সে ব্রত সমাপ্ত। এইবার আমি বিশ্রামের জন্য নির্ব্বিবাদে পিতৃভূমি যাত্রা করব।

সত্যকাম। সেকি পিতা, আপনি আমায় ত্যাগ করে যাবেন?

বেদজ্যোতি। তোমায় শিক্ষাদান যে আমার সম্পূর্ণ হয়েছে, বৎস!

সত্যকাম। কিন্তু এখনও ত' আমি সত্যের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করি নি, পিতা?

বেদজ্যোতি। সত্যের স্বরূপ ত' শিক্ষার দ্বারা লভ্য নয়, বৎস। সত্যের পথে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির নিকট সত্য স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।

সত্যকাম। শিক্ষার দ্বারা লভ্য নয়! তবে কিসের জন্যে এত আকুলতা নিয়ে আজ দশ বৎসর এখানে বসে আছি!

বেদজ্যোতি। শান্ত হও, বৎস। দুঃখ করো না। সত্যের যথার্থ রূপ তোমারই নিকট প্রকাশিত হবে। আমার আচার্য্যের বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না।

[ তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। সত্যকাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা তিনি উঠিয়া গিয়া আচার্য্যের পথ অবরোধ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। ]

সত্যকাম। মার্জ্জনা করুন, দেব। আমায় এভাবে ত্যাগ করে যাবেন না।

বেদজ্যোতি। সেকি, বৎস! এত অল্পে তুমি এত অধীর! তুমি না সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, স্বজন স্বদেশের মমতা কাটিয়ে, দুর্গম পথে অসীম দুঃখকে বরণ করে এখানে এসেছিলে? দ্বাদশ বৎসরের বালকের সে বীর্য্য আজ তোমার কোথায়? মোহ ত্যাগ কর, বৎস। তোমার পিতার সকল সাধনা, আমার প্রাণের সমস্ত আশা ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্যে ব্যর্থ করে দিও না।

[ ধীরে ধীরে পর্ব্বতের নিম্নদিকে কয়েক পদ গেলেন এবং পরক্ষণেই হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া শিষ্যের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন। ]

ভয় নেই, বৎস। তোমার পশ্চাতে বহু তপস্বীর তপস্যার বল আছে।

( দ্রুত প্রস্থান। )

[ সত্যকাম একদৃষ্টে তাঁহার যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে তিনি পর্ব্বতের শীর্ষদেশে শীলার উপরে উপবেশন করিলেন। ]

সত্যকাম। আজ আমি একা, সম্পূর্ণ একা। বন্ধনের শেষসূত্রটিও আজ ছিন্ন হয়ে গেল।

[ প্রভাতের স্নিগ্ধ জ্যোতি ও মৃদু পবন তাঁহার চিত্তে প্রসন্নতা আনিয়া দিল। পাশ ফিরিয়া তিনি দেখিলেন বালসূর্য্যের উদয় হইতেছে। সানন্দে তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ]

হে জগৎপতে! হে লোকপাল! হে একর্ষে! আজ আমিও তোমারই মত একক। সকলে আমায় ত্যাগ করে গেছে, তাই তুমি সহস্র করে

আমায় আলিঙ্গন করতে আমার কাছে ছুটে আসছ। অপূর্ব্ব তোমার এই প্রীতি। না, না আমি প্রীতি চাই না, তার চেয়ে সত্য ভাল। আমি সত্যকেই চাই। হে সত্যের পরম নিধান! প্রীতির আবরণে তুমি সত্যকে ঢেকে রেখেছ। হে পরমপুরুষ! সত্যপথের পথিক আমি, আমার সামনে থেকে ঐ সোনার আবরণটি সরিয়ে নাও।

[ সহসা সূর্য্যের উপরিস্থিত হিরন্ময় আবরণ অপসারিত হইল। শুভ্র, উজ্জ্বল অথচ দুঃসহ তীব্র রশ্মিসকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে তীব্রজ্বালা অনুভব করিয়া সত্যকাম অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া চক্ষু ঢাকিলেন। দূরে মধুর স্বরে অভয় সঙ্গীত শোনা গেল। পর্ব্বতের নিম্নদেশে আচার্য্যের সৌম্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। তিনি অলক্ষ্যে গাহিতেছিলেন।

নাহি ভয়।

সত্য যে চিররুদ্র কঠোর,<br>
তাই প্রিয় এত প্রিয় মধুময়।<br>
হীনজন যারা অতীব কৃপণ,<br>
সুখময় প্রেম করে অন্বেষণ।<br>
সুখ নাহি পায় কাঁদিয়া বেড়ায়<br>
দুঃখ অনলে গাহি সত্যের জয়॥<br>
সত্যের বুকে যে প্রেম জেগে রয়,<br>
তাহারে বরিলে নাহি থাকে ভয়।<br>
পরম সুন্দর, পরম নির্ভর,<br>
পরম কল্যাণ নাহি তার লয়॥ ]

এই দুঃসহ তেজ সংবরণ কর, প্রভো। কল্যাণময় আমি, আমায় তোমার কল্যাণতম রূপটী দেখাও, বিভো।

[ তীব্র রশ্মিজাল সংযত হইয়া গেল। আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দৃষ্ট হইল। সানন্দে তিনি দেখিলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল। ]

সত্যকাম। এযে আমি।

বেদজ্যোতি। হাঁ তুমি। তুমিই সেই সর্ব্বভূতাত্মা পরমপুরুষ।

সত্যকাম। আচার্য্য!

বেদজ্যোতি। প্রিয়তম।

[ বেদজ্যোতি প্রিয় শিষ্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। ]

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পূর্ণিমা দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগ, আর্য্যাবর্ত্তের রাজান্তঃপুর।

আদিত্যকীর্ত্তি, বেদজ্যোতি ও সত্যকামের প্রবেশ।

আদিত্যকীর্ত্তি। আশ্চর্য্য বন্ধু, এত বড় একটা আনন্দের কথা তুমি দশ বৎসর আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল!

বেদজ্যোতি। কি করবো, মহারাজ, আচার্য্যদেবের এইরূপই যে আদেশ ছিল। তিনি যে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন বা তাঁর যে পুত্র ছিল একথা তিনি আমাদের জানান নি। তিনি যখন শেষবার এখান থেকে চলে যান তখন আমাকে বলেন যে তাঁর পুত্র আছে। তিনি তার শিক্ষার ভার দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দেন যে, এ-বিষয় যেন কারো কাছে প্রকাশ না হয়। শিক্ষান্তে শুভ দিনে আমি যেন আপনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিই। আজ সেই শুভদিন।

আদিত্যকীর্ত্তি। আজ পরম শুভদিন। জীবনে এমন শুভ দিন কখনও আসতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি নি। বন্ধু, মনে পড়ে

বাল্য ও কৈশোরের সেই সুন্দর দিনগুলি! যখন তুমি, আমি ও আচার্য্য-পুত্র একসঙ্গে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করি। সর্ব্ব বিদ্যায় আমাদের সুনিপুণ করে তুলতে কি কঠোর পরিশ্রমই না তিনি করেছিলেন। আর পূজনীয়া আচার্য্যানীর স্নেহ। সে আজ প্রায় ত্রিশ বছরের কথা হবে।

বেদজ্যোতি। খুব মনে পড়ে।

আদিত্যকীর্ত্তি। তারপর সেই চাঁদের হাট যেদিন ভেঙ্গে গেল। যেদিন আমার প্রিয়তম বন্ধু আমারই সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে আমাকে বাঁচাতে অনার্য্য আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলে। একমাত্র পুত্রের শোকে আচার্য্য-দম্পতীর সেই করুণ আর্ত্তনাদ!

বেদজ্যোতি। চুপ কর, বন্ধু! চুপ কর। এ আনন্দের দিনে সে করুণ স্মৃতিকে টেনে এনে দুঃখ বাড়িও না।

আদিত্যকীর্ত্তি। না, আজ এ আনন্দের দিনে আমায় সে মর্ম্মবিদারী শোকের কথা বলতে দাও। নইলে আমি আজ এ আনন্দ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারব না। বর্ব্বর নরপশুর হাতে প্রিয় বন্ধুর সেই নিষ্ঠুর হত্যা আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর্য্যাবর্ত্তের সিংহাসন, পৃথিবীতে আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার, সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যের মাঝে আমার যে অভাব রয়েছে তার পূরণ যে কোন দিনই হয়নি। আমার জীবন শূন্য হয়ে যেত, আমি হয়ত বাঁচতেই পারতাম না। কিন্তু আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু তারই সেই বাণী। সেই সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে শতাধিক বন্য রাক্ষসের সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, বন্ধু, তুমি পালাও, আমি এদের পথ রোধ করে আছি। যে আশার স্বপ্ন আমরা দেখে এসেছি তার বাস্তব রূপ দিতে হবে, সমস্ত পৃথিবীতে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করে। আমি গেলেও তোমরা দুজন রইলে। সেদিন থেকে আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন

সুরু হলো। ক্ষাত্রধর্ম্ম ছাড়া সমস্ত বিষয় জলাঞ্জলী দিয়ে অনার্য্যদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে আর্য্য সভ্যতাকে দৃঢ় কর্ব্বার মহান ব্রত নিলাম।

বেদজ্যোতি। সে ব্রত ত তুমি সিংহাসন লাভের পর থেকে পূর্ণভাবে পালন করে এসেছো। আর্য্যাবর্ত্ত আজ বহুদুর বিস্তৃত।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু বন্ধু, দশবৎসর এমন করে লুকিয়ে না রেখে যদি আমায় এ কথা বলতে,—সত্যনিষ্ঠ তুমি, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেছ কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর।

বেদজ্যোতি। সত্যই আমি হৃদয়হীনের কার্য্য করেছি। যে আনন্দ আমি নিজে উপভোগ করে এসেছি তা থেকে তোমায় বঞ্চিত রেখেছিলাম, অথচ তোমার চেয়ে আমার প্রিয় কে?

আদিত্যকীর্ত্তি। না, তুমি চিরদিন আমার হৃদয়ে শান্তিধারা ঢেলে এসেছ। আর আজ যে আনন্দ তুমি আমায় দিলে,—কুমার!

সত্যকাম। মহারাজ।

আদিত্যকীর্ত্তি। মহারাজ কেন? তুমি আমার ভাই, আমার সর্ব্বস্ব। প্রিয়তম, তুমি জান না তুমি আমাদের কত আপনার। এই রাজ্যের প্রতি অণুপরমাণুতে তোমার পিতার স্নেহ মাখানো রয়েছে।

সত্যকাম। মহারাজ, আমি আমার জীবনের রহস্যের কথা আচার্য্য-দেবের কাছে সবই শুনেছি। অপূর্ব্ব আনন্দে আমার হৃদয় অভিষিক্ত হয়ে গেছে। রাজপুত্র হয়ে ভিখারীর ন্যায় দশ বৎসর পিতৃধন ভিক্ষা করেছি—রাজভ্রাতা হয়ে আজ পরের মতন ভ্রাতার কাছে এসেছি—

আদিত্যকীর্ত্তি। ভিক্ষা কত্তে, কেমন? ( সস্নেহে তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিলেন। ) ভিক্ষুক! তোমায় ভিক্ষা দেব, দাঁড়াও। ( দ্রুতপদে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। )—[ নেপথ্যে—রাজ্ঞি, রাজপুরে এক ভিক্ষুক

এসেছে। এস, ভিক্ষা দেবে এস। (রাণীর হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন।) এই দেখ, সেই ভিখারী। এস সস্ত্রীক ঋষি কুমারকে ভিক্ষা দেব।]

পুরশ্রী। কে এই ঋষিকুমার প্রভু ?

আদিত্যকীর্ত্তি। আমার আচার্য্যপুত্র। এঁর যথাবিধি অর্চ্চনা কর—ভিক্ষা দিতে হবে।

পুরশ্রী। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন দেব।

সত্যকাম। দেবি! আমি ভিক্ষুক নই, রাজভ্রাতা। আচার্য্য, একি আপনার মায়া! চারি দিক থেকে আমায় অমৃত রসে সিক্ত করে এ কোথায় নিয়ে এলে, প্রভু।

বেদজ্যোতি। বৎস, এ সব তোমার পিতৃধন। ইনি তোমার ভ্রাতা আর ইনি তোমার আর্য্যা। এদের অভিবাদন কর, রাজানুগত্য স্বীকার কর।

[ সত্যকাম নতজানু হইয়া রাজা ও রাণীর সম্মুখে বসিলেন।
রাণী সভয়ে পিছাইয়া গেলেন। রাজা
সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। কে আত্মীয় বন্ধু ? আর্য্যাবর্ত্তের রাজসমীপে ভিখারী ব্রাহ্মণ ভিক্ষা নিতে এসেছে। আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ভিক্ষাই দেবে। (রাণীর হাত ধরিয়া অগ্নিকোণে গেলেন। তথায় পবিত্র হোমাগ্নি ছিল।) এস ভিক্ষুক (সত্যকাম অগ্নির অপর পার্শ্বে তাঁহারে সম্মুখে দাঁড়াইলেন) রাজ ভিখারী, অঞ্চল পাত। বল। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি।

সত্যকাম। (মুগ্ধের ন্যায়) ভবান্ ভিক্ষাং দেহি।

আদিত্যকীর্ত্তি। বল, ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

সত্যকাম। ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

[ রাজা মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া লইয়া রাণীর হস্ত একত্রে লইয়া তাঁহার অঞ্চলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। ]

সত্যকাম। একি কল্লেন, মহারাজ। তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি, আজও আমার ব্রত পূর্ণ হয়নি।

আদিত্যকীর্ত্তি। ঠিকই করেছি। বল ব্রাহ্মণ, স্বস্তি।

বেদজ্যোতি। স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

সত্যকাম। আমায় প্রলোভনে ফেলবেন না, মহারাজ।

আদিত্যকীর্ত্তি। প্রলোভন নয় ভাই, এ বন্ধন। কর্ত্তব্যের কঠিন বন্ধন। স্নেহের বাঁধন ছিঁড়তে তোমাদের দেরী হয় না। তোমরা ত্যাগী, ঋষি, কিন্তু কর্ত্তব্যের বাঁধন তোমরা ছিঁড়তে পার না।

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ণিমা রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ।

আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানীর নৃত্যশালা।

[ রমণীয় কক্ষ। সম্মুখস্থ আসনে দর্শকগণ, তাঁহাদের অধিকাংশ সৈনিক ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। অনেকে সুরাপান করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কলরব হইতেছিল। দৃশ্যপটে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছিল ]

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সহিত সোমদত্তের প্রবেশ।

প্রৌঢ়। আপনি বহু দেশ পর্য্যটন করেছেন। বহুবিধ সমাজে বিচরণ করে বহু জ্ঞানার্জ্জন করেছেন। আর্য্যাবর্ত্তে আমরা আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা কচ্ছি। ( এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। )

সোমদত্ত। দেশ পর্য্যটন করেছি সত্য, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নয়। এই সুখময় পৃথিবীতে সুখ ও আনন্দ আহরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। ওহে শৌণ্ডিক, আনন্দসুধা পরিবেশন কর।

শৌণ্ডিক। যথা আদেশ ভদ্র, আমি স্বয়ং আনয়ন করছি।

সোমদত্ত। তুমি! এ্যাঁ, তুমি! সুশীতল ভৃঙ্গার থেকে সুন্দর রঙীন সুরা আমার পাত্রে ঢেলে দেবে, তুমি! না ভদ্র, রঙীন সুরার মতই রক্তিম করে আমার পাত্র পূর্ণ করে দিতে হবে। নইলে আমার হৃদয় রঙীন হবে না।

প্রৌঢ়। দেখ, নৃত্যশালার শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীকে এই মাননীয় অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োগ কর!

শৌণ্ডিক। আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর প্রবলপ্রতাপ মহারাজ আদিত্য-কীর্ত্তির অদ্য এই নৃত্যশালায় আগমনের কথা ছিল। মহারাজের সম্বর্দ্ধনার জন্য রাজপুরের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী এইখানেই উপস্থিত আছেন। যদি ভদ্র—

সোমদত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধানা নর্ত্তকী! তাঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য কি ছাড়া যায়? কি বলেন, ভদ্র?

প্রৌঢ়। নিশ্চয়! তা কি যায়।

শৌণ্ডিক। কিন্তু মহারাজ যদি সহসা এসে পড়েন।

প্রৌঢ়। সে জন্যে চিন্তা নেই। এত রাত্রে মহারাজ নিশ্চয়ই আসবেন না। তুমি তাঁকেই নিয়ে এস। আর (নৃত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কোলাহল বন্ধ কর।

শৌণ্ডিক। কিন্তু তিনিই বা এখানে আসবেন কেন? আর আমারই বা সত্য থাকে কিসে?

প্রৌঢ়। তাঁকে বলবে রাজ অতিথি এসেছেন, আর তোমার সত্য?

( স্বর্ণ প্রদান ও হাস্য। শৌণ্ডিকের সানন্দে প্রস্থান।) আপনি সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দর আর্য্যাবর্ত্ত তার রূপে আপনাকে আনন্দ দেবে। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। বন্ধু, নারীর সৌন্দর্য্য—

সোমদত্ত। সুন্দরকে আমি ভালবাসি। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্য! বন্ধু, আমি দেবভূমি পিতৃভূমি পর্য্যটন কালে বহু সুন্দরীর সাহচর্য্য লাভ করেছি কিন্তু—

প্রৌঢ়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটল না।

সোমদত্ত। সৌন্দর্য্যের পিপাসা জাগলই না তা মিটবে। তবে ক্ষণিকের জন্য তারা আমার হৃদয়ে মত্ততা নিয়ে আসে। ক্ষণিকের সেই চমকই আমার লাভ। হৃদয় পূর্ণ না হোক, আমার কাব্যের খাতা পূর্ণ হয়।

প্রৌঢ়। তাহলে তুমি কবি।

সোমদত্ত। না বন্ধু, কবির প্রতিভা আমার নেই। সে প্রতিভা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, দেবতাদের বন্দনা, দিগ্বিজয়ী রাজার যশোগাথা ও মহানুভব ঋষির চরিত্র বর্ণনা করে মধুর সৌরভ বিতরণ করে। কবি ধন্য হয়, জগৎও পবিত্র হয়। বন্ধু, আমি হাল্‌কা লোক। সুরার আবেশে, সুন্দরীর হাবভাবে আমার হৃদয়ে ক্ষণিকের যে চপল উদ্দীপনা জাগে তাই আমি ছন্দে ছন্দে লিখে যাই। এস সুন্দরি, পানপাত্র পূর্ণ কর। ( নর্ত্তকী পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, হাতে লইয়া ) বন্ধু, কবি হতে আমার ভয়ও হয়। মহত্বের জন্য যদি আকাঙ্ক্ষা জাগে, কি দিয়ে তা পূর্ণ করবো ? ( নর্ত্তকীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, নর্ত্তকী মুখ অবনত করিল। ) এই সুরা তোমার ওষ্ঠযুগলের মতই সুন্দর, মোহময়। ( পান করিয়া, ) সমান

প্রৌঢ়। (স্বহস্তে পাত্রে সুরা ঢালিয়া পান করিলেন।) এই নৃত্যশালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবভোগ্য সুরা নিয়ে এস আর তোমার সব চেয়ে সুন্দর বেশে এই বিদেশী অতিথির যোগ্য সম্বর্দ্ধনা কর। ( নর্ত্তকীর প্রস্থান )

সোমদত্ত। বন্ধু, তুমি ঠিক ধরেছ। নারীর সৌন্দর্য্য তার মনে নয়, দেহেও নয়। তার রূপ শুধু সজ্জায়।

প্রৌঢ়। ( সহাস্যে ) তুমি শুধু কবি নও—দেখছি কবি, দার্শনিক ও প্রেমিক।

সোমদত্ত। ( উচ্চহাস্যে ) বন্ধু, আমি কবি বা দার্শনিক হলেও হতে পারি, কিন্তু প্রেমিক নই। ভাল আমি বাসতেই পারি না—ভালও লাগে না।

প্রৌঢ়। শিখতে হয়, বন্ধু, নইলে ভাল লাগে না। ওটাও যে একটা বিদ্যা। আচ্ছা, একটা সত্য কথা বলবে ?

সোমদত্ত। তুমি সহৃদয়, তোমায় কাছে মিথ্যা বলব না। আর আমি ত সত্যই বলতে চাই, সত্য বলবার জন্য আমার প্রাণ ছটফট্ করে। কিন্তু সত্য ত কেউ শুনতে চায়না। সবাই চায় ভদ্রতা, মর্য্যাদা, মধুর কথার সমাবেশ। প্রাণ যখন হাঁফিয়ে ওঠে, এসে আশ্রয় নিই সুরা আর নর্ত্তকীর, সহজ সত্যের মাঝখানে। বল বন্ধু, কি তুমি জানতে চাও !

প্রৌঢ়। তুমি কি ক্ষত্রিয়, সৈনিক ?

সোমদত্ত। তোমার সন্দেহ হয় ?

প্রৌঢ়। হ্যাঁ, তুমি ক্ষত্রিয় নও, ব্রাহ্মণ।

সোমদত্ত। তোমার অনুমান সত্য। আমি ব্রাহ্মণ।

প্রৌঢ়। ব্রাহ্মণ ! এই নৃত্যশালায় ?

সোমদত্ত। হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণ, এই হীন নৃত্যশালায়, ঘৃণা হয়? বেশ তবে বিদায়। ( উঠিলেন )

প্রৌঢ়। না বন্ধু আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমার হৃদয় উচ্চ।

সোমদত্ত। ( উচ্চ হাস্য করিয়া বসিলেন ) হৃদয় উচ্চ, শ্রদ্ধা কর! ( পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিলেন ) বন্ধু, তুমি বিচক্ষণ! তবু আমি ব্রাহ্মণ তোমায় উপদেশ দিতে পারি। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের পিয়াসী, স্বভাবতঃ সরল আর ক্ষত্রিয় ক্ষমতার পিয়াসী—স্বভাবতঃ কুটীল। উভয়ে তেজস্বী, নির্ভীক, উদার, মর্য্যাদাপ্রিয়। জ্ঞান যদি শক্তির আশ্রয় পায় আর শক্তি যদি জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে তবেই উভয়ের পুষ্টি হয়। কিন্তু যদি সংঘর্ষ বাধে, তবে প্রথমেই পতন হয় জ্ঞানের, তারপর জ্ঞানের অভাবে শক্তির ধ্বংস হয়। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের অনুগত না হয়ে দম্ভে তার সরলতাকে অমর্য্যাদা করে তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে রাজার সভায় বসে চাটুবাদ করার চেয়ে ক্ষমতাকে আয়ত্ত করে রাজসৈন্যের উপর কর্তৃত্ব করাই কি ভাল নয়? তার উপর আমার মাতৃকুল ক্ষত্রিয়। তাঁরাও চান যশ, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—জ্ঞানের পথে যা অন্তরায়। একটা ছাড়তে হয়। আমি জ্ঞানের পিপাসাই ছাড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এল ক্ষমতার পিপাসা আর ( পাত্র দেখাইয়া ) এই অনর্থ। ( পান করিয়া ) অনর্থই বা কি? জ্ঞানের পিপাসাই যদি না মেটে তবে যজ্ঞের জন্য ব্রত উপবাসের কঠোর দুঃখ সহ্য করে, মরণের পর স্বর্গসুখ।

প্রৌঢ়। যজ্ঞাদি কর্ম্মফলে মরণের পর স্বর্গভোগ ঋষিবাক্য, আচার্য্যমুখে শুনেছি।

সোমদত্ত। কিন্তু এও ত শুনেছি, বন্ধু যে স্বর্গভোগের পরও নরকের ভোগের ভয় থাকে। তার চেয়ে জীবনের স্বর্গ, সুরা ও নর্ত্তকী,—ভোগ

করা যাক। মরণের পর না হয় নরকই ভোগ করা যাবে। তবু এক সময়ে স্বর্গভোগেরও আশা থাকবে।

প্রৌঢ়। আমায় মার্জ্জনা কর বন্ধু, তুমি আমাদের দেশে কিছুদিন থাক, আমরা তোমার দুর্লভ সঙ্গ কামনা করি।

সোমদত্ত। তোমার কল্যাণ হোক। আমি এদেশের সৌন্দর্য্যের মধ্যে বেশ একটা স্নিগ্ধতা অনুভব কচ্ছি। আমি ঋষি নই বন্ধু, প্রবৃত্তি দমনে শক্তি নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে তার মধ্যেই ডুবিয়ে দিয়েছি। পারিবারিক শান্তিওত প্রয়োজন।

প্রৌঢ়া। আমি তোমার দোষ দিই না।

সোমদত্ত। আমি প্রশংসার যোগ্য নই, বন্ধু, দোষই দাও।

প্রৌঢ়। কিন্তু পারিবারিক শান্তি কি তুমি পেয়েছ, বন্ধু ?

সোমদত্ত। আমার এই পদমর্য্যদায় রাজপুরুষোচিত ব্যবহারে রাজসভায় প্রতিপত্তিতে তাঁরা সুখী। কিন্তু—

প্রৌঢ়। কিন্তু রাজপুরুষোচিত গোপন চালচলনটা। ( হাস্য )

সোমদত্ত। তাঁরা যে কি চান বুঝতে পারিনা।

প্রৌঢ়া। তা তাঁরাও জানেন না।

সোমদত্ত। সময়ে সময়ে মনে হয় এই অসার আনন্দ ত্যাগ করে কুটীরবাসী হয়ে একসঙ্গে গার্হস্থ্য ও জ্ঞানার্জ্জন সুখ অনুভব করি অথবা মহর্ষি সিদ্ধকামের মত গার্হস্থ্য সুখের মোহও ত্যাগ করে শান্ত তপোবনে চলে যাই।

প্রৌঢ়। ( সচকিতে ) মহর্ষি সিদ্ধকাম ! তুমি কি তাঁকে জান ?

সোমদত্ত। বিশেষ কিছু জানিনা। তবে তাঁর পুত্র আমার বাল্যবন্ধু,

বহুদিন দেশত্যাগী, সম্প্রতি সংবাদ পেয়েছি তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বিত্তালাভার্থ বাস কচ্ছেন।

প্রৌঢ়। তাই বুঝি তুমি বন্ধুর উদ্দেশে এখানে এসেছ।

সোমদত্ত। হ্যাঁ প্রধান উদ্দেশ্য তাই, তবে আর্য্যাবর্ত্তের সুন্দরী শ্রেষ্ঠদের সঙ্গও আমার কাম্য। বন্ধু, এখানে আমি অপরিচিত। তুমি যদি আমায় সাহায্য কর।

প্রৌঢ়। অবশ্যই করব। কিন্তু কোন্ বিষয়ে? বন্ধুর সন্ধানে, না—

সোমদত্ত। উভয় বিষয়েই, তবে বন্ধুর সন্ধানই প্রধান।

প্রৌঢ়। বেশ, এখন গৌণ উদ্দেশ্যই সাধন কর। অভিসারিকা আসছেন। তবে আসি বন্ধু।

( নর্ত্তকীর প্রবেশ। )

সোমদত্ত। এত শীঘ্র কেন? রাত্রি ত' বেশী হয়নি। [ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কক্ষস্থ অন্য সকলে কখন চলিয়া গিয়াছেন বাহিরে রাজপথ, ভিতরে গৃহ নির্জ্জন। ] বিশ্বাসঘাতক, সুরা ও রমণীর প্রলোভনে আমায় নির্জ্জন কক্ষে এনে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কত্তে চাও? কিন্তু আমিও নিরস্ত্র বা দুর্ব্বল নই জেনো। [ ছোরা বাহির করিলেন, নর্ত্তকী সভয়ে পিছাইয়া গেল। ]

প্রৌঢ়। (সহাস্যে) বন্ধু, তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। তুমি এখানে নির্ভয়ে থাকো। এই অঙ্গুরিয় নাও। এ দেখালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। সকলে ভৃত্যের মত তোমার আদেশ পালন করবে। কাল রাজপ্রাসাদে তোমার বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ পাবে।

সোমদত্ত। সে কি! কে তুমি?

প্রৌঢ়। আমি আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর—তোমার বন্ধু।

[ নর্ত্তকী সভয়ে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। ] এই রাজ অতিথির সমাদরের ভার তোমার উপর। দেখো, যেন এর অমর্য্যাদা না হয়।

( প্রস্থান। )

সোমদত্ত। ( ছোরা বক্ষে রাখিয়া রাজার গমন পথে চাহিয়া ) যাও, তোমাদের এই কপটতাকে আমি ঘৃণা করি—এই সুরা আর নর্ত্তকীকে তোমরা যা কর তার চেয়েও। ( নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যে ) দাও, পাত্র পূর্ণ করে দাও। ( নর্ত্তকী নীরবে পাত্রপূর্ণ করিয়া দিল, পান করিয়া ) সুন্দরী, তোমার মোহিণী রূপে, মধুর সঙ্গীতে আমার অবসাদ দূর করে হৃদয় আনন্দে ভ'রে দাও। শুধু রাত্রিটুকুর জন্য, রজণী প্রভাত হলে চলে যেও তোমার আনন্দের মাঝে। ফিরে চেওনা।

নর্ত্তকী। কেন ?

সোমদত্ত। যদি যেতে না পার! যদি দুর্ব্বলতা আসে। ঘৃণা কত্তে ভুলে যেতেও পার—এই তোমার পুরস্কার। [ কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া রাখিলেন। ]

নর্ত্তকী। কেন, আমরা কি ভালবাসি না ?

সোমদত্ত। ভালবাসা! ( উচ্চহাস্য ) তোমরা ভালবাসো সুন্দর দেহ আর ঐশ্বর্য্য। না সুন্দরী, আমি ভালবাসা চাই না, সেটা নিজের জন্যই রেখে দিও। আমি চাই আনন্দ, হাসি, উন্মাদনা। এই মধুময়ী রজনী মুহূর্ত্তে শেষ হয়ে যাবে। তোমার আরও আসবে আমার জন্যে এমন রাত্রি আর নাও আসতে পারে। মধুর হাস্যে, চটুল কটাক্ষে, রঙ্গীন সুরার সাথে আজ রাত্রে আমায় ভুলিয়ে দাও যে আমার বংশমর্য্যাদা আছে, সমাজ আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে। এই মধুর পূর্ণিমা রাতে সব ভুলে

আমি জানব যে আমি মানুষ—ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, শুধু মানুষ,—সুন্দর সবল প্রেমিক যুবক—আর তুমি সুন্দরী যুবতী আমারই প্রিয়া। একি তুমি কাঁদছ—না, তোমার হৃদয় আছে। তুমি ফিরে যাও। হ্যাঁ, আমার পানপাত্র পূর্ণ করে দিয়ে চলে যাও।

নর্ত্তকী। না।

সোমদত্ত। না?

নর্ত্তকী। না কখনও না।

সোমদত্ত। কখনও না! কবিতায় এ মনোহর,—

"যেতে বলি তবু নাহি যেতে চায়
করুণ নয়নে ফিরে ফিরে চায়"—

কিন্তু আজ এ রাত্রি কবিতার জন্য নয়, আনন্দ চাই, হাসি চাই—অশ্রু নয়। না না, তুমি যাও।

নর্ত্তকী। না।

সোমদত্ত। তবু না।

নর্ত্তকী। তুমি বড় নিষ্ঠুর, নিজের দুঃখ বোঝ না তাই পরকে আঘাত কর। নিজেকে তুমি দুঃখ দিতে পার কিন্তু আমি যে তা সইতে পারি না। ( ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। )

সোমদত্ত। আমার দুঃখ আমি বুঝি না, তুমি বোঝ। যে দুঃখ আমি বুঝতেই পারলাম না, তুমি তা সইতে পারনা। কিন্তু ঐ অশ্রু! আমার দুঃখে তোমার চখে অশ্রু। এত সুন্দর, যেন হাসির চেয়েও সুন্দর। আমি কি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালাম তোমার ঐ সুন্দর চোখের দুফোঁটা অশ্রুর জন্য। দেখছি জগতে এমনও একজন আছে যে আমার দুঃখ সহ্য কত্তে পারে না। আর সে সুন্দরী রমণী। ( ভৃঙ্গার নিঃশেষ করিয়া পান করিলেন। )

[ নর্ত্তকী পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মধুর হাসিল। ]

নর্ত্তকী। তোমার এ রাত্রি আমি বৃথা যেতে দেবো না। আমার সঙ্গে এস আমি তোমায় সব ভুলিয়ে হাসির রাজ্যে নিয়ে যাব।

## তৃতীয় দৃশ্য।

কৃষ্ণা প্রতিপদ—দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগ।

### আর্য্যাবর্ত্তের রাজসভা।

অমাত্যগণ।

১ম অমাত্য। এবারকার যুদ্ধের সংবাদ কি?

২য়। কোন সংবাদ নেই। তবে যুবরাজ স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা সংবাদ নিয়ে আসবেন। আমি জানি তিনি বলে গিয়েছেন যে, দশ যোজন পর্য্যন্ত যত জনপদ আছে সমস্ত অধিকার করে আর্য্য বসতির যোগ্য করে তবে ফিরবেন।

৩য়। কিন্তু প্রায় একমাসে তিনি দশখানি গ্রামও জয় কত্তে পারেন নি।

১ম। সে কি! তিনি ত' অনেক গ্রাম জয় করেছিলেন।

৩য়। করেছিলেন, কিন্তু রাখতে পারেন নি। সমস্ত সৈন্য নিয়ে তিনি অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। এদিকে পিছন থেকে শত্রুরা এসে তাঁদের ঘিরে ফেল্লে। তিনি আর ফিরতে পারলেন না।

২য়। ফিরতে পারলেন না! কেন, সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরবার আদেশ কল্লেই পাত্তেন। সমস্ত রাজসৈন্য রাজধানীতে ফিরে আসত।

৩য়। আরে মূর্খ, পিছনে যে শত্রু সৈন্য।

২য়। পিছনে শত্রু সৈন্য! তাহ'লে তারা চক্রান্ত করেছিল বল। ( সকলের হাস্য। )

৩য়। অরণ্যে খাদ্যাভাবে সৈন্যাধ্যক্ষ যখন বিপর্য্যস্ত, বৃদ্ধ অনার্য্যরাজ তাঁদের খাদ্য দিয়ে আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্তে রেখে যেতে চাইলেন। যুবরাজ সমস্ত রাজসৈন্য তাঁর সহকারীর সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের সুশিক্ষিত দুই সহস্র সৈন্য নিয়ে আরও দক্ষিণে চলে গেলেন রাজধানীতে ফিরলেন না।

২য়। তা ফেরেন কি ক'রে। বর্ব্বর অনার্য্যহস্তে পরাজয়, লজ্জা হয় ত'। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি তিনি যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসবেন।

১ম। ফিরে আসাই তাঁর উচিত ছিল। অত সৈন্য নিয়ে অরণ্য-পথে অনিশ্চিতের পিছনে গিয়ে শেষে তিনি বন্দী হতে পারেন। মহারাজ এ সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছেন বোধ হয়।

৩য়। মহারাজ নির্ব্বিকার। ভাবে বোধ হল যে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বোধ হয় এবার স্বয়ং যুদ্ধে গিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

৩য়। তা'ত নেবেনই। বর্ব্বর জাতি, যারা আমাদের দাসত্ব কর্ব্বার জন্যেই জন্মেছে তাদের হাতে এ অপমান অসহ্য।

৪র্থ। তুমি রাজধানীতে বসে এত সংবাদ পেলে কি করে? যুদ্ধ-ক্ষেত্রের গোপন সংবাদ।

১ম। নিশ্চয়ই, যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক সংবাদ রাজাই পান না তা অন্যে!

৩য়। আমি কিন্তু সঠিক সংবাদ পেয়েছি। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে। ( হাস্য। )

৪র্থ। প্রত্যক্ষদর্শীটি কে?

৩য়। সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষের বন্ধু। তিনিও যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি আবার আমার শ্যালকের বন্ধু।

১ম। তাহ'লে সম্পর্কটা দাঁড়াল—সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষের বন্ধুর বন্ধু তোমার—

৩য়। শ্যালক,—গৃহিণীর ভ্রাতা।

২য়। অতি নিকট সম্বন্ধ, পরমাত্মীয়।

৩য়। আমার গৃহিণী তাঁর ভ্রাতার কাছ থেকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। জান ত' তাঁর মত বিদুষী মহিলা আর্য্যাবর্ত্তে আর নেই। তিনি এক বৎসর রাজধানীর বিদ্যাশ্রমে ছিলেন। কিন্তু আসল সংবাদ ত' জান না—অতি গোপনীয়।

২য়। কি! কি!

৩য়। বড় গোপনীয়, সাবধান যেন প্রকাশ না হয়।

সকলে। না, না।

৩য়। খাদ্যাভাবেই যে যুবরাজ রাজসৈন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন তা নয়—খাদ্য তিনি সংগ্রহ কত্তে পাত্তেন। আসল কারণ, তাঁর সোমরস ফুরিয়ে গিয়েছিল। (হাস্য।)

১ম। চুপ! মহারাজ আসছেন।

(আদিত্যকীর্ত্তি, বেদজ্যোতি ও সত্যকামের প্রবেশ। সকলের অভিবাদন।)

আদিত্যকীর্ত্তি। ইনি আমার আচার্য্যপুত্র, বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। আচার্য্যের অভিমত যে এমন মেধাবী ও নির্ম্মলচরিত্র আর্য্যাবর্ত্তের ছাত্রসমাজে আর নেই।

২য়। পরম সুন্দর, সুকুমার যুবক। চেহারাতেই বোঝা যায়, তার উপর আচার্য্য যখন বলেছেন।

৩য়। পূর্ব্ব আচার্য্যের যে কোন পুত্র ছিল তা'ত আমরা শুনিনি।

আদিত্যকীর্ত্তি। আমিও পূর্ব্বে জানতাম না। স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগের পর তিনি পিতৃভূমিতে চলে যান। সেখানে দার পরিগ্রহ করেন। কুমার যখন মাতৃগর্ভে তখন তিনি আর্য্যাবর্ত্তে ফিরে আসেন। সেখানকার অসার সুখভোগ তাঁর ভাল লাগেনি।

আদিত্যকীর্ত্তি। এ সংবাদ কেবল আমি ও স্বর্গীয় মহারাজ জানতাম।

১ম। পরম আনন্দের কথা—কি বলেন।

সকলে। নিশ্চয়!

আদিত্যকীর্ত্তি। ইনি আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম, সমাজ এবং বিদ্যাবিভাগের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক। আচার্য্য শীঘ্রই অবসর নিয়ে পিতৃভূমি যেতে চান।

সত্যকাম। মহারাজ, আমি সুকুমার মতি। আমাপেক্ষা আচার্য্য-দেবের অনেক যোগ্য শিষ্য আছে।

২য়। কুমার ন্যায্য কথাই বলেছেন। উনি শিশু, এ বয়সে এত বড় গুরুভার। আমি ত' এ বয়সে খেলা করেই বেড়িয়েছি। আচার্য্যের ভয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে থাকতাম।

১ম। এখনও তাই। তবে অনার্য্য ভয়ে গৃহিণীর অঞ্চল কোণে।

আদিত্যকীর্ত্তি। যোগ্যতা বিচারের ক্ষমতা তোমার চেয়ে তোমার আচার্য্যের বোধ হয় বেশী আছে, কুমার। তবে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য আচার্য্যদের অভিমত নেওয়া হবে।

৩য়। কিন্তু মহারাজ, আর্য্যাবর্ত্তের এই দুর্দ্দিনে প্রধান আচার্য্যের আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ বোধ হয় সঙ্গত হবে না।

সত্যকাম। মহারাজ, আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি আর আচার্য্যদেবের সঙ্গ ছাড়া আমি থাকতে পারিনা।

বেদজ্যোতি। আমি চির-অবসর গ্রহণ কচ্ছিনা, বৎস। কিছুদিনের জন্য পিতৃভূমি যাব। সেখানকার আচার্য্যদের কাছে জ্ঞানার্জ্জন করাই আমার উদ্দেশ্য। আচার্য্যের জীবন শিক্ষাময়, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁদের জ্ঞানার্জ্জন কত্তে হয় আর সে জ্ঞান দেশের কল্যাণের পথে চালিত কত্তে তপস্যা কত্তে হয়। দীর্ঘকাল আর্য্যবর্ত্তেই আছি, পিতৃভূমিতে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। বৎস, মহারাজ তোমাকে আমার চেয়েও স্নেহে ও যত্নে রাখবেন।

৩য় অমাত্য। মহারাজ! গুরুতর কর্ত্তব্য সম্মুখে রয়েছে—রাজ-সৈন্যসহ সৈন্যাধ্যক্ষ যুবরাজের কোন সংবাদ নেই।

আদিত্যকীর্ত্তি। সে সংবাদ আমি পেয়েছি—আমিও নিশ্চিন্ত নই। রাজ্যভার গ্রহণ করার পর থেকে এই যুদ্ধ সমস্যাই আমার বড় সমস্যা। পৃথিবীতে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারকল্পে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ বারবার আমি দক্ষিণদিকে অভিযান করেছি। কখন অকৃতকার্য্য হইনি, কিন্তু এবার এক স্বার্থপর, বিলাসী যুবকের হাতে ভারার্পণ করে যে বলক্ষয় হ'ল,—

বেদজ্যোতি। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। যুবরাজের এতে অপরাধ কি ?

৩য় অমাত্য। বিশেষত তাঁর কোন সংবাদই নেই। তিনি বন্দী হতে পারেন।

আদিত্যকীর্ত্তি। অত সৈন্য নিয়ে তিনি বন্দী হতে পারেন না—তিনি বিদ্রোহ করেছেন।

বেদজ্যোতি। বিদ্রোহ! মহারাজ, আর্য্যসৈন্যের অধিনায়ক এমন হীন চক্রান্ত কত্তে পারেন না।

আদিত্যকীর্ত্তি। বিপদ বুঝে যে নিজের সৈন্যদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত

করে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এবার আমি নিজে যাব। এই পরাজয়ের কথা প্রচার হবার আগেই আমি সেই বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা আর অনার্য্য অধিনায়ককে এই রাজধানীতেই আনতে চাই। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যসভ্যতা রক্ষা ও সুদূর দাক্ষিণাবর্ত্তে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হবে।

সত্যকাম। মহারাজ, আমার কিছু বলবার আছে।

আদিত্যকীর্ত্তি। অসঙ্কোচে বল কুমার। আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ভবিষ্যতে তুমিই আমার প্রধান সহায় হবে। বল, তোমার কি বলবার আছে।

সত্যকাম। আপনার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু কর্ম্মপন্থা আমার অভিমত নয়।

[ রাজা বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিলেন—অমাত্যগণ বিরক্তভাবে দেখাইলেন। ]

বারবার সমরাভিজান ক'রে আপনি অতি অল্পস্থানই জয় করেছেন। পরস্পর বিগ্রহে বিদ্বেষই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের দেশে তারা নিজেদের মতেই থাকতে চায়, আমরাও যেমন চাই। ক্রমাগত আক্রমণে আপনি তাদের সেই ইচ্ছাকেই প্রবল করে তুলেছেন। তারাও ক্রমশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ফলে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পরিবর্ত্তে অস্ত্রবিদ্যা আর সমরকৌশল শিক্ষারই বিস্তার হচ্ছে। প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। শক্তি ও সমরকৌশলে আপনি অনার্য্যদের ধ্বংশ কত্তে পারেন, কিন্তু তাতে কল্যাণ হবে না।

আদিত্যকীর্ত্তি। তোমার কথায় যুক্তি আছে। আমাদের ভুল হতে পারে ; তা তোমার বিবেচনায় উপস্থিত কর্ত্তব্য কি ?

সত্যকাম। যুদ্ধ অতি নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য। সময় সময় তারও প্রয়োজন

হয়, কিন্তু এখানে সে প্রয়োজন হয়ত আদৌ নেই। আর্য্যরা যেমন আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার দেবতাদের প্রিয় কার্য্য ভাবেন, তারাও তেমনি তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা মহৎ কার্য্য মনে করে অথচ বিদ্বেষে উভয়েরই মহত্ত্ব ধ্বংস হচ্ছে। উভয়ের মনোমালিন্য দূর করাই আমার ইচ্ছা। মহারাজ, পৃথিবীতে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার আমারও কল্পনা তবে অনার্য্যকে পৃথিবী থেকে লোপ করে নয়, তাদের আর্য্য করে।

আদিত্যকীর্ত্তি। সুন্দর কল্পনা, তবে অলীক। তুমি তাদের দেখলে বুঝতে যে এ হতে পারে না।

সত্যকাম। যদি অভিমত হয়, তবে আমি তাদের দেখতে যাব।

আদিত্যকীর্ত্তি। তুমি যাবে? তা বেশ, আমার সঙ্গে চল।

সত্যকাম। না মহারাজ আমি একাকী যাব। সৈন্য বা অস্ত্র নিয়ে নয়, আমার এ কল্পনাকে রূপ দিতে আমিই যাব একাকী, নিরস্ত্র।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু একাকী নিরস্ত্র কেন?

সত্যকাম। নইলে তারা আমায় ভালবাসবে কেন, মহারাজ?

আদিত্যকীর্ত্তি। যদি তারা তোমায় পীড়ন করে?

সত্যকাম। আমায় হিংস্র পশুও পীড়ন কর্ব্বে না, তারা ত' মানুষ।

আদিত্যকীর্ত্তি। না কুমার, যদি তোমার কোন অমঙ্গল হয়, না থাক।

সত্যকাম। মহারাজ, অমঙ্গলই যদি হয়, তবে শত শত নর-নারীর অমঙ্গলের সঙ্গে আরও একজনের না হয় হবে। আমায় একবার চেষ্টা কর্ত্তে দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।

২য় অমাত্য। কুমার সঙ্গত কথাই বলেছেন, মহারাজ। হবেনা,

পিতার উপযুক্ত পুত্র ত'। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? একজনের জীবনের বিনিময়ে—

আদিত্যকীর্ত্তি। চুপ কর চাটুকার। তাই হবে, কুমার তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের কঠোরতার পর তোমারও দেহ-মনের বিশ্রামের প্রয়োজন। সপ্তাহকাল রাজপুরে আনন্দোৎসব কর। অমাত্যগণ, রাজপুরে আনন্দোৎসবের আয়োজন করুন। নগরে ঘোষণা করে দিন সপ্তাহকাল নগরে শুধু আনন্দোৎসব চলবে। নগরবাসী সকলে যেন উৎসব করে। ( অমাত্যগণের প্রস্থান। )

কি বল বন্ধু?

বেদজ্যোতি। রাজপুরের আনন্দোৎসব ছাত্রজীবনে অপ্রয়োজনীয় অন্যায় হলেও কর্ম্মজীবনে উৎসাহবর্দ্ধক। কঠোর কর্ত্তব্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে কুমারের তা বিশেষ প্রয়োজন। বন্ধু, তাহ'লে কুমারের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমারই পিতৃভূমি যাওয়া স্থগিত থাক।

( প্রস্থান। )

আদিত্যকীর্ত্তি। কুমার, এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর সোমরস, নারী-কণ্ঠে মধুর বন্দনা গীতি। রাজভ্রাতা তুমি, সুন্দর যুবক। কর্ত্তব্য ত' আছেই, ভাই। এস, সপ্তাহকাল আনন্দের হিল্লোলে চিত্ত পূর্ণ কর। সপ্তাহকাল রাজপুরী আনন্দরসে ভরে উঠুক। তারপর তুমি চলে গেলে—না, কুমার তোমার যাত্রা শুভ হোক। আমরা সানন্দে তোমায় বিদায় দেব, সাগ্রহে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চেয়ে থাকব।

## চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণা প্রতিপদ—দিবা দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যভাগ।

### আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ শূদ্রপল্লী।

কয়েকজন শূদ্র মণ্ডলী করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। কেহ কেহ সুরাপান করিতেছিল। একজন যুবক গান গাহিতেছিল। অন্যে মাঝে মাঝে ধূয়া ধরিতেছিল।

আজ মোদের ছুটী।
কাজের তাড়া নাইক' রে আজ
আয়রে মজা লুটি।
ভবের হাটে সবাই বলে
দেয়া নেয়া খাঁটি
দিতে মোদের সবই হয় রে
পাই ধোকার টাটী॥
সকাল থেকে সাঁজের বেলা
মাটি নিয়ে খাটি।
ফসল কিন্তু আমার নয় ভাই
পরেই যে খায় লুটি॥

( বর্ষা হস্তে:মৃত হরিণ স্কন্ধে সত্যদাসের প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সুরাভাণ্ড লুকাইতে লাগিল। কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে লাগিল। )

১ম শূদ্র। আরে, তুমি কখন এলে?

২য়। এতদিন ছিলে কোথায়?

৩য়। ভাল ছিলে ত'?

৪র্থ। যাক্ বাঁচা গেল।

[ সত্যদাস তাহাদের দিকে ঘৃণাভরে দৃষ্টিপাত করিয়া হরিণটি নামাইলেন ও যুবকের পিঠে মৃদু আঘাত করিলেন। ]

সত্যদাস। এই ত' চাই। এমনি করে বুকের ভেতর দুঃখের আগুন জ্বালিয়ে রাখ্‌বি। দেখিস্ যেন নিভে না যায়। ভুলেও মনে করিস নি যে সুখে আছি। দেখ্‌বি একদিন না একদিন এ দুঃখের অবসান হবেই। এখন এই হরিণটা নিয়ে যা, তোদের ভোজে লাগবে। এটা কিন্তু ধোকার টাটী নয়, একেবারে খাঁটি। ( যুবকদের আনন্দ প্রকাশ ও প্রস্থান। )

নগরে আজ এত উৎসব কিসের রে ?

১ম। নগরে এত উৎসব কিসের। আমরা মচ্ছি ওর জন্যে ভেবে, বলা নেই কওয়া নেই, একমাস কোথায় উধাও, তা সে কথার জবাব নেই উনি নগরের উৎসবের ভাবনা ভেবে মলেন।

সত্যদাস। তোদের আবার কথা। দেখছিস্ এই এলাম, চেহারাও তাজা, হাতে বর্ষা, গিয়াছিলাম বনে শিকার কত্তে। কাজের কথার জবাব দে।

১ম। উৎসব ত' লেগেই আছে। কেন—কে জানে ? রাজা বোধ হয় জিতেছে।

সত্যদাস। তোরা কিছুই জানিসনি। এ যুদ্ধের জন্য নয়—অন্য কিছু।

২য়। তা যে জন্যই হোক। তোরই বা কি, আমারি বা কি ! রাজা জিতুক বা হারুক আমাদের ত' আর কিছু লাভ হবে না।

সত্যদাস। রাজা জিতলে আমার লাভ নেই, হারলে লাভ আছে।

১ম। কি লাভ ! ভেবেছিস নিজের দেশে ফিরে যাবি। তাতে তোর কি লাভ হবে। কেমন সুখে আছিস্ বল্ দিকি ? ভাবনা নেই, চিন্তা

নেই, কেমন চলে যাচ্ছে। মনিবের মন জুগিয়ে চলতে পারলে কত উন্নতি বল দেখি? আর নিজের দেশে সারাদিন খেটে দুটো খেতে পাওয়া যায় না। তারপর কত আমোদ! একটা না একটা ব্যাপার লেগেই আছে। এসব সুখ ছেড়ে সেই বুনো দেশে, ছোঃ।

সত্যদাস। থাম্, আমার কেউ খোঁজ করেছিল?

২য়। করেছিল বৈকি! তোর মনিব। তোকে কিন্তু খুব ভালবাসে। অমন মনিব আর হয়না। তুই ত' বাবা অর্দ্ধেক দিনই কাজ করিস না। তবু তোর জন্যে মরে। আর আমাদের—

সত্যদাস। সে আমি জানি। অন্য কেউ এসেছিল কি?

২য়। না আর কেউ আসে নি।

সত্যদাস। দেখ্ কেউ যদি আসে তবে বলিস্ আমি বনে শিকারে গেছি।

১ম। আবার বেরুবি কেন? এমন আমোদের দিনে কোথায় আমোদ করে বেড়াবি, এক আধ ভাঁড় খাবি—হ্যাঁ শুনেছিস, রাজা আজ সাতদিন ছুটি দিয়েছে। কাউকে খাটতে হবেনা। সুধু খাও দাও আর মজা কর। এ রাজার রাজ্যে আমরা বেশ সুখেই আছি বলতে হবে।

সকলে। নিশ্চয়ই রাজার জয় হোক্।

( সোমপ্রকাশের প্রবেশ। )

১ম। আসুন ঠাকুর! প্রাতঃপ্রণাম।

সোমপ্রকাশ। কল্যাণ হোক বাবা, তোমাদের।

২য়। আপনার দাস ফিরে এসেছে।

সোমপ্রকাশ। এসেছে! কই বাবা কই।

[সত্যদাস সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।]

সত্যদাস। এইমাত্র আসছি পিতা। আপনার কোন অসুবিধা হয়নি ত' ?

সোমপ্রকাশ। না, অসুবিধা কিছু হয়নি। তবে যুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলে, ভাবনা হয়ত—কোন বিপদ হয়নি ত' ?

সত্যদাস। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার বিপদ হয় না।

সোমপ্রকাশ। দেখ বাবা, একে একে সবাই ত' গেল, বুড়ো মানুষ, আর ক'দিন। তুমি আর এ ক'দিন কোথাও যেও না।

২য়। আমরাও তাই বলছিলাম, ঠাকুর মশাই। অমন মনিব আর হয়না। খাটুনি ত' নেইই। বন থেকে দুটো কাঠ ভাঙ্গা, গরুটা দেখা। তাও কি শুনবে। শিকারে ওর যাওয়া চাই। আমাদের মনিব হলে, রক্ষে থাকত না।

১ম। বে-থা কর, ঘর সংসার হলে কাজে মন বসবে। তা নয়!

সোম প্রকাশ। না না তা কি হয় ? দেশে আমার মা রয়েছেন, তা হলে মায়ের উপর অবিচার হয়। তোমরা ওকে চেন না, ও বড় ভাল। তা বাবা, তুমি দেরী করো না। একটু বিশ্রাম করে নাও। তুমি গেলে—

সত্যদাস। আপনি অনাহারে আছেন পিতা! আমি স্নানাদি করেই যাচ্ছি। আপনি আগেই যান।

সোমপ্রকাশ। আচ্ছা বাবা, তুমি কিন্তু দেরী করো না যেন।

( প্রস্থান। )

১ম। দেখ্‌লি বুড়োর অহঙ্কারটা। আমাদের গেরাহ্যির মধ্যেই আনলে না। বুড়ো মনে করে ও একটি মস্ত লোক। ওরে বাবা, অমন ঢের দেখেছি।

২য়। ফলও হয়েছে তেমনি। বুড়ো বয়সে তিনকুলে কেউ নেই যে একটু জল দেয়। আমরা তোদের এত কল্লাম আর আমাদেরই অগ্রাহ্যি।

সত্যদাস। তা ঠিক! সরল দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোদের কাছে মন্দ। আর যারা তোদের ঘৃণা করে, জুতো মেরে এক টুকরো মাংস দেয়, তারাই তোদের কাছে খুব ভাল।

১ম। কে, কে আমাদের কুকুরের মত জুতো মারে?

সত্যদাস। কেন রাজা, আর তার মতন সভ্য সুরাপায়ী আর্য্য মহোদয়রা। (প্রস্থান।)

১ম। দেখ্‌লি, অপমান করে গেল। আমি আমার মনিবকে বলে ওর আর ওর বামুনের সর্ব্বনাশ না করিত' দেখিস।

(নেপথ্যে উচ্চহাস্য)

৪র্থ। চ চ, ওর কথা ছেড়ে দে, ও একটা মানুষ? আজকের আমোদটাই মাটি কল্লে।

২য়। আমোদ মাটি করে কে? এমনি আমোদ কচ্চি, রাজার হুকুমে কচ্ছি।

৩য়। নিশ্চয়, রাজার হুকুমে আমোদ কচ্ছি। কে কি বলে?

১ম। ব্যাভারটা দেখ্‌লি ত'? আমায় বলে কিনা কুকুর!

২য়। আর নিজে কি? মনিবের পায়ের ওপর মাথা দিয়ে পড়ল! চাকরী করি বটে, তা বলে মাথার ওর পা তুলে নেব।

৩য়। পা-ও না হয় মাথার উপর তুলে নিলাম।

২য়। পা তুলে নেব! মাথার ওপর! চাকরী করি বলে মান নেই!

৩য়। আহা ধরে নে। মনিব ঠাণ্ডা ত' জাগৎ ঠাণ্ডা।

১ম। ঠিক। মনিব ঠাণ্ডা ত জগৎ ঠাণ্ডা! আচ্ছা, মাথার উপর পা তুলে নেব।

[ একজন মত্ত শূদ্র ২য়ের পদতলে সুরাভাণ্ড রাখিয়া বলিল, 'ধরে নাও।' ২য় তাহার সুরাভাণ্ড লইয়া নিঃশেষ করিয়া পান করিল। ]

২য়। আচ্ছা, ধরে নিলাম।

৩য়। তা বলে বাপ বল্‌বো। ছোঃ। ছোঃ।

৪র্থ ব্যতীত সকলে। ছোঃ। ছোঃ।

৪র্থ। দেখ, ওকে চটালে চলবে না; ওর কাছে অনেক কিছু পাওয়া যায়। দেখ দেখি একটা হরিণ নিয়ে এল। ওর ত বামুন বাড়ীর ভাত। হরিণটা ত আমাদের। লোকটা রাগী হলেও বোকা আছে রে—বোকা আছে। [ সকলের হাস্য ও প্রস্থান। মত্ত শূদ্র সুরাভাণ্ড পরীক্ষা করিল। ]

মত্ত। একেবারে খালি। আচ্ছা মাথায়ই নিলাম। দেখি, বাপ বল্লে ভরে কিনা। ( মস্তকে ভাণ্ড লইয়া প্রস্থান। )

## পঞ্চম দৃশ্য

কৃষ্ণা প্রতিপদ রাত্রি প্রথম প্রহরের শেষ ভাগ।

### আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরের প্রমোদকক্ষ।

সত্যকাম ও রাজ-বয়স্যগণের প্রবেশ।

১ম বয়স্য। আসুন ঋষিকুমার! এই আপনার জন্য সুসজ্জিত কক্ষ, স্নিগ্ধ চন্দ্রতাপ। এই সুকোমল আসন, উপবেশন করুন। এই দেবভোগ্য পবিত্র সোমরস, পান করুন।

২য়। আর কোথায় গো, এস ঋষির বন্দনা গাও।

( নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও গীত )

এই প্রভাতে আজ আলোর সাথে
কে তুমি এলে মোর জীবন পথে।
তোমার বাণীর মাঝে কি সুর শুনিতে পাই
তোমার চলার পথে কি যেন দেখিতে পাই
একি আলোর খেলা, একি প্রাণের মেলা—
একি হাসিয়া চলা আজি বিষম পথে।
ঝঞ্চার সাথে আসে রুদ্র লীলা,
নাচিয়া নাচিয়া গেলে মরণ খেলা
তালে তালে ধায় দু'হাতে ছড়ায়
জরা মরণ ব্যাধি শোক আর ভয়।
তার মাঝে প্রিয় একি গো অমিয়
আশার দীপটি নিয়েছ হাতে।
সবার চলার পথে আমিও চলিতে চাই,
সকলের সুখ দুখে হাসিতে কাঁদিতে চাই,
মাঝখানে প্রিয় দাঁড়ায়ে রহিও
জাগাতে অভয় আঁধার রাতে।

[ সুরাপানে ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণে রাজবয়স্যগণ চঞ্চল হইলেন, সত্যকাম মুগ্ধ হইলেন। ]

১ম বয়স্য। বাঃ চমৎকার !

সত্যকাম। সুন্দর ! রমণীয় ! তোমরা ধন্য।

২য় বয়স্য। ওহে, ইনি বেশ রসিক। আর কি ? তোমাদের স্বর্গদ্বার অবারিত, ঋষি প্রশংসা কচ্ছেন।

[ প্রধানা নর্ত্তকী গম্ভীর হইল। অন্যদের মধ্যে মৃদুহাস্যের গুঞ্জন বহিয়া গেল। ]

১মা নর্ত্তকী। আমাদের সৌভাগ্য, যে আপনি প্রীত হয়েছেন। কিন্তু আমরা পণ্যক্রীতা হীনা নর্ত্তকী, উপহাস কর্ব্বেন না।

সত্যকাম। তোমাদের অন্তরে আমি কোথাও হীনতা দেখছি না। তোমরা অমৃতের কন্যা, অমৃতের বন্দনা কচ্ছ, এতে উপহাসের কি আছে?

১ম বয়স্য। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে অমৃত। চোখে, মুখে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, অধরে, সর্ব্বাঙ্গে অমৃত—শুধু অমৃত।

২য় বয়স্য। হে, মানব। পান কর, ধন্য হও।

৩য় বয়স্য। এখন তোমার নৃত্য। [ সত্যকামের প্রতি ] কুমার, ইনি রাজপুরের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী। এঁর চরণামৃত—

৪র্থ বয়স্য। আহা, রাগ কর কেন—পুরস্কার পাবে।

[ ১মা নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। দ্বারপ্রান্তে পরিচারিকা দৃষ্ট হইল। নৃত্য শেষ হইলে সে একটী স্বর্ণথালি সত্যকামের সম্মুখে রাখিল। ]

পরিচারিকা। প্রভু, এই নর্ত্তকীদের পুরস্কার—রাজ্ঞী পাঠিয়েছেন।

[ সত্যকাম প্রত্যেককে স্বর্ণহার দিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তিনি প্রত্যেকের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে পরিচারিকা বয়স্যদের সম্মুখে আসিল। ]

পরিচারিকা। অভদ্র, ইনি পরিহাসের পাত্র নন, মহারাজের আচার্য্যপুত্র। প্রস্থান।

১ম বয়স্য। ওহে, গতিক ভাল নয়, বেসুরো হয়ে গেছে। কুমার, আপনি তাহলে বিশ্রাম করুন, আমরা এখন আসি।

[ বয়স্যগণের প্রস্থান। প্রধানা নর্ত্তকী নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ]

সত্যকাম। তোমার পুরস্কার নিলে না?

[ নর্ত্তকী ধীরে ধীরে তাঁহার আসনতলে আসিয়া বসিল। ]

নর্ত্তকী। পুরস্কার পেয়েছি, স্বর্ণ চাই না।

সত্যকাম। স্বর্ণ চাও না, তবে কি চাও ?

নর্ত্তকী। আপনি আমাদের ঘৃণা করেন না, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি চাইব।

সত্যকাম। তুমি কল্যাণী, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক।

[ দ্বারপ্রান্তে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি দেখা গেল, তিনি সহাস্যে ডাকিলেন, "কুমার!" নর্ত্তকী সভয়ে পিছাইয়া গেল। সত্যকাম সানন্দে অভিবাদন করিলেন, "আর্য্যে!" ]

পুরশ্রী। পুরস্কার বিতরণ শেষ হল ?

সত্যকাম। হ্যাঁ, কিন্তু এত আপনিই পাঠিয়েছেন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আপনি কেমন করে জানলেন।

পুরশ্রী। রাজপুরে মজার খবর পেতে দেরী হয় না। দান কল্লে তুমি, ধন যোগাতে হল আমাকে। না পাঠিয়ে কি করি ? শেষে যদি ওরা তোমাকেই চেয়ে বসত !

সত্যকাম। সেকি ! ওরা আমায় নিয়ে কি কর্ব্বে ?

নর্ত্তকী। দেবি !

পুরশ্রী। চুপ কর। গান শোনাবে, পদসেবা করে পুণ্য সঞ্চয়ও কত্তে পার।

সত্যকাম। আর্য্যে, আমি ব্রহ্মচারী— ( প্রস্থানোদ্যত। )

পুরশ্রী। কিন্তু কুমার, আমার পুরস্কার ?

[ সত্যকাম ফিরিলেন। ]

সত্যকাম। আপনি আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী, আপনি আমার কাছে প্রার্থী ! বেশ, বলুন আপনার কি প্রার্থনা ?

পুরশ্রী। আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, ভাই।

সত্যকাম। দেবি, জননীর স্নেহে আপনি আমার হৃদয় জয় করেছেন। আপনার স্নেহের প্রার্থনা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না। কিন্তু আচার্য্যের অনুমতি।

পুরশ্রী। সে আমি পূর্ব্বেই নিয়েছি।

সত্যকাম। আপনি কল্যাণময়ী।

পুরশ্রী। শুনে সুখী হলাম। কিন্তু কুমার, রাজপুরে এত সরল আচরণ ভাল নয়। হৃদয়ের ভাব গোপন করাই এখানকার সভ্যতা।

সত্যকাম। হৃদয়ের ভাব গোপন করার অভ্যাস আমার নেই। আর তার প্রয়োজনও আর হবে না, শীঘ্রই রাজধানী ত্যাগ করে যাচ্ছি।

পুরশ্রী। সে কি! কোথায় যাবে?

সত্যকাম। দক্ষিণে, অনার্য্যদেশে।

পুরশ্রী। অনার্য্যদেশে! যুদ্ধ কত্তে নাকি?

সত্যকাম। না, যুদ্ধের অবসান কত্তে। মহারাজ ও আচার্য্যদেবের অনুমতি পেয়েছি, এখন আর্য্যার সম্মতি।

পুরশ্রী। আমার সম্মতি! কুমার, এ কাল যুদ্ধের কি অবসান হবে? যে দিন থেকে আর্য্যপুত্র সিংহাসনে বসেছেন, সে দিন থেকে আমার জীবনের সব সুখ শান্তি চলে গেছে। রাজরাণী আমি, রাজ্যের দীনতমা রমণী যে সুখ পায়, আমার তা নেই। স্বামীর হৃদয় জুড়ে আছে তাঁর দেশ, আর্য্যগৌরব, আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পরিকল্পনা, আমার জন্য সেখানে এতটুকু স্থান নেই। সমস্ত দিন রাজকার্য্য, শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। রাত্রেও বিশ্রাম নেই, নূতন নূতন কল্পনা। যার মুখে এতটুকু হাসি দেখতে আমি জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি—কুমার, আমি তাঁকে বিন্দুমাত্র সুখী কত্তে পারি নি।

যেদিন তুমি এখানে আস কেবল সেইদিন আমি প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখি। এ যুদ্ধের যদি অবসান হয়!

সত্যকাম। আমি সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব। কিন্তু দেবি, বীরপত্নী হবার যোগ্যতা দুঃখের মধ্যেই অর্জ্জন কত্তে হয়। আমি বুঝতে পেরেছি যে মহারাজের এই অভিযান আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের জন্য নয়, প্রিয় বন্ধুর অনার্য্যহস্তে হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহাই এর কারণ; তাই যুদ্ধের ফলে শান্তি আসেনি। কিন্তু আপনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কর্ব্বেন না। এখন তাঁর চিত্ত অতি নির্ম্মল. আপনারা শান্তি লাভ করুন।

পুরশ্রী। বন্ধুর শোক তিনি তোমায় পেয়ে ভুলেছেন। কুমার, তুমি আমাদের গৃহের সমস্ত দুঃখ দূর করেছ। এই যুদ্ধের অবসান করে তুমি যেন সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ দূর কত্তে পার।

সত্যকাম। কল্যাণময়ীর এই শুভেচ্ছা আমার কর্ত্তব্য পথে সহায় হবে। কিন্তু আর্য্যে, এই কল্যাণীরও কোন অপরাধ নেই।

পুরশ্রী। নিশ্চয় নেই, থাকতেই পারে না। মধুর নৃত্যে যখন ঋষির মনোহরণ করেছ, তখন অপরাধ কোথায়? [ নর্ত্তকীর দিকে চাহিলেন। ] তুমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলে?

নর্ত্তকী। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আশাতীত পুরস্কার পেয়েছি।

পুরশ্রী। বটে, খোল তোমার নূপুর। [ নর্ত্তকী নূপুর খুলিল। ] শোন, আজ থেকে তুমি নর্ত্তকী নও, তুমি আমার ভগ্নী।

নর্ত্তকী। দেবি, আমি হীনা, পতিতা নর্ত্তকী।

পুরশ্রী। তুমি কল্যাণী, ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়। আজ থেকে তুমি মুক্ত, আর্য্যকন্যাদের মতই স্বাধীনা। ইচ্ছা হয়, আমার ভগ্নীর মত রাজপুরে থাক, না হয় অন্যত্র যেতে পার।

নর্ত্তকী। আমি মুক্ত! স্বাধীন! ক্রীতা নর্ত্তকী নই! আর্য্যকন্যার সম্মান, গৌরব আমি পাব। দেবি, এযে স্বপ্নের অগোচর। আপনি—

পুরশ্রী। তোমায় মুক্তি দিয়েছেন ঋষি; আমি না। তিনি আজ আমাদের অতিথি। চল, অতিথি সেবায় আমায় সাহায্য কর্ব্বে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

( আদিত্যকীর্ত্তির প্রবেশ। )

আদিত্যকীর্ত্তি। দাঁড়াও রাজ্ঞী, আজ আমারও বড় আনন্দের দিন। পিতৃভূমি থেকে একজন মহানুভব অতিথি এসেছেন, আমি তাঁকে এখানেই আন্‌তে বলে এসেছি।

পুরশ্রী। এখানে, এই প্রমোদ কক্ষে!

আদিত্যকীর্ত্তি। তিনি কুমারের বাল্যবন্ধু, কুমারের মাতামহ রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রমোদকক্ষই তাঁর সম্বর্দ্ধনার পক্ষে প্রশস্ত।

পুরশ্রী। বেশ, আমি অতিথি সেবার আয়োজন করিগে।

[ তিনি অগ্রসর হইলে নর্ত্তকী তাঁহার অনুগমন করিল। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। দাঁড়াও, তুমি এ কক্ষের শোভা, মান্য অতিথির সম্বর্দ্ধনার ভার যে তোমার উপর।

পুরশ্রী। আমি একে মুক্তি দিয়েছি, এ আর মহারাজের প্রমোদ-কক্ষের শোভাবর্দ্ধন বা মান্য অতিথির মনোরঞ্জন কর্ব্বে না। এ আমার ভগ্নী, একে আমার ভগ্নীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হবে।

আদিত্যকীর্ত্তি। তা বেশ। রাজ্ঞীর ভগ্নী তাঁর উপযুক্ত মর্য্যাদায় অতিথির সম্বর্দ্ধনা করুন। অতিথিও উচ্চদেশবাসী, আর্য্য, ( নর্ত্তকীর দিকে

চাহিয়া) কবি, প্রেমিক। রাজ্ঞীর ভগ্নীর মর্য্যাদা আমাদের চেয়ে বেশীই বোঝেন।

পুরশ্রী। বেশ, আমি তা'হলে যেতে পারি।

আদিত্যকীর্ত্তি। সেকি, অতিথির সম্বর্দ্ধনা না করে—

পুরশ্রী। মহারাজ, কুমার আজ আমার অতিথি। আমি তার জন্য স্বহস্তে অন্ন প্রস্তুত কর্ব্ব। রাজ্ঞীর কাজ না হয়, মহারাজ আজ রাজ্ঞীর ভগ্নীকে দিয়েই করুন। আপত্তি নেই ত?

আদিত্যকীর্ত্তি। কিছু না, এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। তবে যৌবন যে গতপ্রায়।

পুরশ্রী। ফিরেও পেতে পারেন। (প্রস্থান।)

সত্যকাম। আমার বাল্যবন্ধু!

আদিত্যকীর্ত্তি। হ্যাঁ, কুমার এখানেই আসছেন। অতি সুন্দর লোক তিনি।

সত্যকাম। শৈশবের বন্ধু! মহৎ কর্ত্তব্যের জন্য যাত্রার পূর্ব্বে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এই অভাবনীয় সাক্ষাৎ!

আদিত্যকীর্ত্তি। তোমার দক্ষিণ যাত্রা কিছু দিন স্থগিত থাক না। বাল্যবন্ধুর সঙ্গ—

সত্যকাম। না মহারাজ, কর্ত্তব্য স্থির করার পর আর কোন কারণেই তা স্থগিত রাখা চলে না, সত্যভ্রষ্ট হতে পারি।

আদিত্যকীর্ত্তি। বেশ, আমি তোমার আচার্য্যের কাছে আমার স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্র দিয়ে দেব। আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি যাবে। তোমার প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ, তার বিকাশে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যেন তোমার জয়গান করে।

( প্রতিহারীর সহিত সোমদত্তের প্রবেশ। )

এস বন্ধু, আজ আমার পরমসৌভাগ্য। ইনিই তোমার বাল্যবন্ধু, যার জন্য তুমি সুখময় পিতৃভূমি ছেড়ে সুদূর আর্য্যাবর্ত্তে ছুটে এসেছ। ইনি আমার আচার্য্যপুত্র।

সোমদত্ত। বন্ধু, তুমি! [ দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। ] আমায় চিন্তে পার, ভাই।

সত্যকাম। চিন্তে পারি না, আজ দশ বৎসর তোমাদের কথাই যে আমার মন জুড়ে আছে।

সোমদত্ত। কতদিন পরে, ভাই, কতদিন পরে!

[ আনন্দের উচ্ছ্বাসে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন, রাজার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিল। ধীরে ধীরে তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। বন্ধু, তুমি আমার অতিথি। এখন আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। কুমার, তোমার বন্ধুর ভার এখন আমার উপরই থাক।

সত্যকাম। আমি আচার্য্যকে এ সংবাদ দিয়ে শীঘ্রই আসছি।

( প্রস্থান। )

আদিত্যকীর্ত্তি। বন্ধু, তুমি ক্লান্ত। গত রাত্রির মধুর উৎসবের পর অবসাদের চিহ্ন তোমার চোখে মুখে ফুটে রয়েছে। অবসাদ দূর কর। সুসজ্জিত নির্জ্জন কক্ষ, সুন্দর সোমরস, তোমার মনোমত সুন্দরী নারী। ছিঃ বন্ধু, তুমি অতি লোভী, নির্লজ্জ। আর তুমিও—সুন্দর! হ্যাঁ, দেখ আজ রাত্রের মত ইনি আর্য্যাবর্ত্তের রাণী। না, না, ইনি সত্যই রাজ্ঞী নন, রাজ্ঞীর ভগ্নী, প্রতিনিধি মাত্র। রাজঅতিথির সম্বর্দ্ধনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, মাত্র এক রাত্রির জন্য। কি বল? তারপর, কাল

স্বদেশে ফিরে যাবে, সুন্দর পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর কলতানের সঙ্গে তোমার মধুর সঙ্গীত মিশিয়ে দেবে। বড় আনন্দ, কি বল?

নর্ত্তকী। না মহারাজ, আমি স্বদেশে ফিরে যাব না, এখানেই—

আদিত্যকীর্ত্তি। তুমি স্বদেশে যেতে চাও না! এর মধ্যে তোমার মতের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল? তা, তুমি মুক্ত, স্বাধীন, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারি না। তবে আজ রাত্রের মত অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা কর, সোমপাত্র পূর্ণ করে দাও।

সোমদত্ত। মহারাজ, পাত্র আমি নিজেই পূর্ণ করে নেব।

আদিত্যকীর্ত্তি। কেন বন্ধু, আমায় অবিশ্বাস হয়। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।

সোমদত্ত। বিশ্বাস কেমন করে করি, মহারাজ। আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানীতে আমার চুরি হয়ে গিয়েছে।

আদিত্যকীর্ত্তি। চুরি হয়েছে? আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানীতে!

সোমদত্ত। হ্যাঁ, মহারাজ।

আদিত্যকীর্ত্তি। আমি এখনই নগরপালকে সন্ধানের জন্য আদেশ কচ্ছি। কিন্তু রাজধানীর কোথায় চুরি হ'ল?

সোমদত্ত। নৃত্যশালায়। বিদেশী অতিথি যখন সুরায় আচ্ছন্ন, কৌশলী চোর সেই অবসরে তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছে। [ নর্ত্তকীর দিকে চাহিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। সে কক্ষেত আর কেউ ছিল না, এ অভিযোগ—[ তীব্রদৃষ্টিতে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিলেন। ]

নর্ত্তকী। মহারাজ, আমি—

সোমদত্ত। প্রমাণত তাই হয়।

আদিত্যকীর্ত্তি। হ্যাঁ। কিন্তু কি তোমার চুরি হয়েছে?

সোমদত্ত। আমার সর্ব্বস্ব—কবিতার খাতা।

আদিত্যকীর্ত্তি। কবিতার খাতা! সত্যই এ ভয়ানক অপরাধ। বিদেশী কবির কাব্যের খাতা চুরি! আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্ঞীর ভগ্নী। তোমার এই হীন বৃত্তি! কিন্তু বন্ধু, কবিতার খাতাই কি শুধু চুরি গেছে, আরও কিছু যাইনি ত?

সোমদত্ত। আমি এত অসাবধান নই, মহারাজ। আর কবিতার খাতা ছাড়া মূল্যবান সম্পত্তিও আমার কিছু নেই।

আদিত্যকীর্ত্তি। আমি কবি নই, কবিতার মূল্যও বুঝিনা যে বিচার কর্ব্ব। অপরাধিনী তোমার সম্মুখেই আছেন, তুমিই বিচার করো। এ অকবির স্থান নয়। (প্রস্থান।)

[ সোমদত্ত পাত্র হইতে সোমরস ঢালিয়া পান করিলেন। কল্যাণী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ]

কল্যাণী। আমি তোমার কবিতার খাতা চুরি করেছি?

সোমদত্ত। চোর ধত্তে আমার কোন দিনই ভুল হয় নি?

কল্যাণী। তাহলে এই প্রথম চুরি নয়?

সোমদত্ত। না, আরও বহুবার আমার কবিতা চুরি হয়েছে কিন্তু কেউ রাখতে পারে নি, ফিরিয়ে দিয়েছে।

কল্যাণী। আমি যদি ফিরিয়ে না দিই।

সোমদত্ত। তাহলে আমি ফিরে চাইব না।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য।

কৃষ্ণাপঞ্চমীর অপরাহ্ণ।

সোমপ্রকাশের কুটীর। তিনি একখানি গ্রন্থ নকল করিতেছিলেন।

সোমপ্রকাশ। অসৎ থেকে জগৎ হয়েছে, কিন্তু অসৎ কোথা থেকে এল।

[ বৃহৎ কাষ্ঠভার লইয়া সত্যদাসের প্রবেশ। তিনি অতি সন্তর্পণে তাহা একপার্শে রাখিয়া আচার্য্যের পাদমূলে বসিলেন, সোমপ্রকাশ গ্রন্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ]

"হে সৌম্য, অসৎ কোথা থেকে এল ?"

সত্যদাস। পিতা, অসৎ কখন ছিল না, আসতেও পারে না।

সোমপ্রকাশ। ঠিক বলেছ বৎস, ঋষিও তাই বলেছেন—"অসতের ভাবই নাই, অতএব আদিতে সৎই ছিল। তাহা হইতেই এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।"

সত্যদাস। নূতন গ্রন্থ বুঝি, পিতৃভূমি থেকে পেয়েছেন ?

সোমপ্রকাশ। না বৎস, আর্য্যাবর্ত্তের এক তরুণ ঋষি সত্যের আলো দেখেছেন।

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্তের ঋষি ?

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ, আমাদের আর্য্যাবর্ত্তেরই ঋষি, রাজধানীর আশ্রমে থাকেন। শুনলাম, অতি সুকুমার, তোমারই মত অল্প বয়স।

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্তের তরুণ ঋষি! কই, তাঁর কথা ত শুনিনি। রাজধানীতে প্রত্যহ যাই, দেখিনি ত!

সোমপ্রকাশ। কেউই দেখেনি—জানেও না। শৈশব থেকে অতি গোপনে আচার্য্যের কাছে তিনি বিদ্যার সাধনা করে এসেছেন। গভীর তন্ময়তার মধ্যে তিনি সত্যের যে রূপ দেখেছেন তা আচার্য্যের কাছে প্রকাশ করেন। সেই সংবাদই এই গ্রন্থে প্রকাশ—"নিত্য অবিকারী সতের বিকার কোথায়? বিকারশীল জগতের মূল কারণ বিকারী পদার্থই হইবে।" সুন্দর যুক্তি!

সত্যদাস। জগতের মূলে ঋষি কি কোন অনাত্ম বস্তু দেখেছেন, পিতা?

সোমপ্রকাশ। তোমার অনুমান সত্য, ঋষি তারই আভাষ দিয়েছেন, তাকেই মূল কারণ বলেন। তারই বিকারে সমস্ত জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়। এঁর কাযা অতি সুন্দর তাই ইনি প্রকৃতি।

সত্যদাস। সুন্দর কার্য্য! কি ইনি করেন?

সোমপ্রকাশ। এই সুন্দর জগৎ। অনু হতে ব্রহ্ম সবই এঁর কার্য্য। কার্য্যই বা কেন? ইনি নিজেই সব হয়ে আছেন। ইনিই ব্রহ্ম ইনিই জীব।

সত্যদাস। অচেতন পদার্থ জগৎ কারণ! ঋষি কি আত্মাকে অস্বীকার করেন?

সোমপ্রকাশ। আত্মাকে অস্বীকার! না না তা কি হয়? আত্মা আছেন। কিন্তু তিনি কার্য্যও নন, কারণও নন। তিনি শুধু দেখেন। আত্মা আছেন বলেই জড়া প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। হ্যাঁ, তত্ত্বত জড়া হলেও সর্ব্বকালেই আত্মাও আছেন, প্রকৃতিও আছেন; তাই সর্ব্বকালেই প্রকৃতি পরের

চেতনায় চৈতন্যময়ী। প্রলয়ে তাঁর কার্য্য থাকেনা, স্বর্গকালে ফুটে ওঠে। যেন নিদ্রা আর জাগরণ। এই তাঁর সংসার। মোক্ষে তিনিও আত্মারই মত হয়ে যান। তখন কার্য্যের সম্ভাবনাটুকুও থাকেনা, থাকে শুধু উভয়ের পানে উভয়ের চেয়ে থাকা।

সত্যদাস। এই ঋষির কোন পরিচয় পেয়েছেন, পিতা। তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য কি হতে পারে?

সোমপ্রকাশ। কাল রাজধানীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। তিনি তখন রাজপুরে ছিলেন, দেখা হয়নি। আশ্রম থেকেই এ গ্রন্থ এনেছি। আর্য্যাবর্ত্তে তিনি অপরিচিত নন। তিনি পূর্ব্ব আচার্য্যের পুত্র। তাঁর সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না। শুনলাম, তিনি আর্য্য অনার্য্যের মিলনের জন্য দক্ষিণে যাবেন।

সত্যদাস। আর্য্য অনার্য্যের মিলন! এ তাঁর অতি মহৎ সঙ্কল্প, পিতা।

সোমপ্রকাশ। সকলেই তাঁর এ মহৎ সঙ্কল্পের প্রশংসা কচ্ছে। আর্য্যাবর্ত্ত তাঁকে ঋষি বলে মেনে নিয়েছে, স্থির হয়েছে তাঁর কার্য্য সফল হলে বর্ত্তমান আচার্য্যের পর তাঁকেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান আচার্য্য করা হবে।

সত্যদাস। দেখুন পিতা, ইচ্ছা হচ্ছে একবার দক্ষিণে স্বদেশে যাই।

সোমপ্রকাশ। দেশে যাবে! এতো আনন্দের কথা। কিন্তু দেশে যাওয়া ত সহজ নয়। জানত, কোন শূদ্রের রাজ্যের বাইরে যাবার যো নেই, চারিদিকে রাজসৈন্য।

সত্যদাস। তার জন্য ভাবি না—কিন্তু আপনার যে অসুবিধা হবে।

সোমপ্রকাশ। আমার ত কোন অসুবিধা হয়না বাবা, তোমার প্রতিবেশীরা আমার সব কাজ করে।

সত্যদাস। আমি আর তাদের বিশ্বাস করিনা, পিতা। তারা অতি নীচ, আমার উপর ঈর্ষায় তারা আপনারও অনিষ্ট করে।

সোমপ্রকাশ। ওদের উপর কি রাগ করে? তাতে নিজেরই ক্ষতি। দেখ, শিক্ষিত আর্য্যরাই পরস্পরের ঈর্ষা করে—তা ওরা ত মূর্খ। না, আমি তাদের মন্দ বলি না। শিক্ষা পেলে ওরা ও বুঝবে যে স্বজাতির অনিষ্ট কল্লে নিজেরই দুঃখ বাড়ে।

সত্যদাস। এ শিক্ষাহীনতার দোষ নয়। এ দোষ তাদের অলসতার, তাদের আত্মমর্য্যাদা না থাকার। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অনার্য্য নিজের দেশে বেশ সুখে বাস করে। কঠোর পরিশ্রম করেও তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে স্বচ্ছলভাবে থাকতে পারেনা। স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে বালক হতে বৃদ্ধ সকলকেই পরিশ্রম কত্তে হয়, কেউই অলস থাকতে পারে না। অল্প যেটুকু সময় বিশ্রাম পায়, তারা অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়ার প্রকৃতির কোলে নির্ম্মল আনন্দে কাটিয়ে দেয়। ঈর্ষার কারণ থাকলেও তা পোষণ করার অবসর নেই। কিন্তু আমি এ দেশের কল্যাণ দেখছি না, পিতা। আর্য্যেরা বুদ্ধিবলে সমস্ত দেশ জয় করে নেবে, দেশের আরণ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। এই শান্ত কুটীরবহুল পল্লীর স্থানে মানুষের বুদ্ধিবলে বিশাল নগরী গড়ে উঠবে, খাদ্য হবে সুলভ আর অলস বিলাসী নরনারী পরস্পরের ঈর্ষায় পরস্পরকে ধ্বংশই কত্তে থাকবে। কিন্তু আপনার গ্রন্থ ত লেখা হলনা, পিতা।

সোমপ্রকাশ। হবে বাবা, হবে—আজ না হয় কাল হবে। দেখ, এবার দেশে গিয়ে আর ফিরে এসনা। শিক্ষাকাল ত শেষ হল। এবার বিবাহ ক'রে—

সত্যদাস। শিক্ষাকাল শেষ হতে ত এখনও দু'বৎসর বাকী, পিতা।

সোমপ্রকাশ। তা হোক! বাগদত্তা কুমারী, বিবাহে বিলম্ব করা উচিৎ নয়। সে কন্যা যদি অপরকে বরণ করে,—না না শেষে কি সত্যভ্রষ্ট হবে?

সত্যদাস। সে আশঙ্কা নেই। আমাদের দেশের নারী আর্য্যকন্যাদের মত স্বাধীনা নয়। তবে, আপনি যখন আদেশ কচ্ছেন—

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ আমার ইচ্ছা এবার দেশে গিয়ে গৃহধর্ম্ম পালন কর, আর্য্যাবর্ত্তে ফিরে এস না। তবে রাজ অনুমতি, সে আমি মহারাজের কাছে গিয়ে পরেই নেব। তুমি আর এসনা। তবে সুবিধা হলে মাকে একবার এনে দেখিও, কিন্তু।

সত্যদাস। তা দেখাব, কিন্তু এখানে নয়। আপনাকে আমি সেখানে নিয়ে যাবো। স্নিগ্ধ বনচ্ছায়ায় তপোবন গড়ে সেখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করব। তারপর আমার গৃহধর্ম্ম। ততদিনে আমার ব্রতকালও পূর্ণ হবে।

সোমপ্রকাশ। বিদ্যাপ্রচারে তোমার বেশ আগ্রহ আছে, দেখছি। বেশ বাবা, বেশ।

সত্যদাস। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে এল, দেখি গরুটা ফিরল কি না।

( প্রস্থান। )

সোমপ্রকাশ। আমারও সন্ধ্যা হয়ে এল—যাই, দেখি কুণ্ডে অগ্নি আছে, না নিবল। ( প্রস্থান। )

[ অতি সন্তর্পণে একপার্শ্বে একজন শূদ্রের প্রবেশ। ]

শূদ্র। আমরা বড় হীন, না। রও বেটা, তোমার দেশে যাবার খবরটা মনিবের কাছে দিতে হচ্ছে। ধরিয়ে দিতে পাল্লে বেশ কিছু মিলবে।

( প্রস্থান। )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৃষ্ণা ষষ্ঠী দিবা প্রথম প্রহরের শেষ ভাগ।

[ রাজধানীর প্রান্তে সোমদত্তের গৃহ। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। সোমদত্ত একমনে একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন। তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চিত্রের সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা বাড়িতেছিল। তিনি মাঝে মাঝে গান গাহিতেছিলেন। ]

( কল্যাণীর প্রবেশ। )

কল্যাণী। চিত্র শেষ হল ?

সোমদত্ত। কে, মঞ্জুলে ? হ্যাঁ, হ'ল।

কল্যাণী। মঞ্জুলা মরে গেছে, আমি কল্যাণী।

সোমদত্ত। মরে গেছে ?

কল্যাণী। হ্যাঁ মরে গেছে। ঋষির আশীর্ব্বাদে তার মৃতদেহের ভেতর থেকে কল্যাণী জেগে উঠেছে।

সোমদত্ত। না, মঞ্জুলা মরেনি, ঘুমিয়ে আছে। আমি তাকে জাগাব।

কল্যাণী। তুমি কল্যাণীকে চাও না ?

সোমদত্ত। না, কল্যাণীকে নিয়ে আমি কি করবো। মঞ্জুলাকেই আমার চাই। সে আমার কবিতার সখী। দেখবে ?

কল্যাণী। কি ?

সোমদত্ত। আমার কবিতা-সখী। ( চিত্র দেখাইলেন। )

কল্যাণী। এ যে আমারই ছবি কিন্তু এ কি চাউনি, কি রকম বেশ।

সোমদত্ত। অভিসারিকার বেশ।

কল্যাণী। অভিসারিকার বেশ! ছি ছি, ফেলে দাও—ছিঁড়ে ফেল।

সোমদত্ত। অভিসারিকা, প্রিয়তমের উদ্দেশে চলেছে। চরণে নূপুর, আকাশের নীলিমাকে বিদ্রূপ করে নীল সজ্জা, চোখে সুরার মোহন আবেশ। চঞ্চল গতির লীলায়িত মধুর ছন্দ চিত্রের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে। সুন্দর, অতি সুন্দর! কল্যাণী, এ আমারই সৃষ্টি। এ চিত্র আমি এই কক্ষে সাজিয়ে রাখবো।

কল্যাণী। এই কক্ষে? না, না। আমায় দাও, আমি তোমার শয়ন কক্ষে সাজিয়ে রেখে দেবো। এখানে মহারাজ, রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত আচার্য্যেরা আসেন, ছি।

সোমদত্ত। তাহ'লে এ চিত্র ছি নয়, এই কক্ষে এ চিত্র ছি। আমার কিন্তু যত ছি ঐ অন্তপুরে।

কল্যাণী। কল্যাণীকে আমি চাই, তুমি চাও না। বেশ, আমি না হয় কল্যাণী হব না। কিন্তু ছবিখানা আমায় দাও। এখনি তোমার অতিথি এসে পড়বেন।

সোমদত্ত। বড় সুন্দর তোমার এই সভয় দৃষ্টি। মনে হয় আমি বুঝি এই কল্যাণীকেই চাই। কিন্তু—ভয় নেই, কল্যাণী, তোমার এ চিত্র দেখে মুখে না বললেও মনে মনে সবাই খুসীই হবেন।

কল্যাণী। আমি আমার জন্য বলি না। আমি গন্ধর্ব্বকন্যা—কিন্তু তুমি মহৎ, সম্ভ্রান্ত, আর্য্য। তোমায় লোকে হীনচক্ষে দেখবে—

সোমদত্ত। তাই ভয় হয়! [ কল্যাণী নীরব রহিলেন, সোমদত্ত হাসিলেন। ] ঘৃণা হয় না'ত?

কল্যাণী। আমি তোমায় পূজা করি—যে যাই বলুক, আমি জানি তুমি মহান। সত্যই তুমি তাই।

সোমদত্ত। তবে আর ভয় কি? কল্যাণী, তোমার হৃদয় তোমায় মিথ্যা বলেনি। আর তাই ত আমি এ চিত্র এখানে রাখতে চাই। আর্য্যাবর্ত্তের রাজা, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, মহামান্য পুরবাসীরা এসে দেখেই যান আমার এ অধঃপতন। কপটতাকে আমি ঘৃণা করি—অন্তরের কামনার আগুন যারা ভদ্রতার আবরণে ঢেকে রাখে তারা এ চিত্র পবিত্র চোখে দেখে না, তোমাকেও না—বোধ হয় কোন নারীকেই না।

কল্যাণী। আমরা গন্ধর্ব্বকন্যা, নৃত্য গীত আমাদের উপজীবিকা। আমাদের তাঁরা অপমান কত্তে পারেন, ঘৃণাও করেন কিন্তু সকলে ত আমাদের মত নয়। আর্য্যকন্যাদের তাঁরা সম্মান করেন।

সোমদত্ত। নিশ্চয়ই। আর্য্যকন্যাদের তারা সম্মান করে, স্তুতি করে মধুর ভদ্র সম্ভাষণ করে। কিন্তু সেটা সামনে, নিজেকে ভদ্র বলে প্রমাণ কত্তে। একটু আড়াল হলেই তাদের ভদ্রতার আবরণ খসে যায়। আর ভিতর থেকে পশুটা বেরিয়ে এসে তখন যে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেয়, অপরের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা সম্বন্ধে যে ভাব তারা ছড়ায়—তা সম্মানই বটে। আর তোমাদের তারা সামনে ঘৃণা করে, সেটি ভয়ে; পাছে দুর্ণাম হয়। কিন্তু গোপনে তারা তোমাদের অন্তরের সঙ্গে পূজা করে। সম্মান তারা তোমাদেব কোথাও করেনা, সে সাহস তাদের নেই।

কল্যাণী। কিন্তু তুমি?

সোমদত্ত। আমি আর্য্যকন্যাদের পূজাও করিনা, ঘৃণাও করিনা। দূর থেকে প্রণাম করে পথ ছেড়ে দিই। হয়ত ভয় করি।

কল্যাণী। আর আমাদের?

সোমদত্ত। আমার কবিতার খাতার পাতায় পাতায় সে কথা লেখা আছে। আমি তোমাদের প্রকাশ্যেই স্তুতি করি।

কল্যাণী। তুমি ঋষি।

সোমদত্ত। না কল্যাণী, আমি যুদ্ধব্যবসায়ী, সুরাপায়ী, নর্ত্তকীর স্তুতিপর ক্ষুদ্র কবি। কিন্তু আমি ঋষি হতে পারি, যদি তুমি এক কাজ কর।

কল্যাণী। আমি! বল, কি করবো?

সোমদত্ত। সুরাপাত্র আমার হাতে দিয়ে, সামনে বসে শুধু যদি গান গেয়ে যাও। যদি তুমি শুধু মঞ্জুলা হও।

কল্যাণী। আমি আর কল্যাণী হব না। তোমার কাছে আমি মঞ্জুলাই থাকবো।

( নেপথ্যে—কল্যাণী। )

ঋষি আসছেন। ছবিখানা লুকিয়ে ফেল। [ সহাস্যে সোমদত্ত ছবিখানি মুড়িয়া রাখিলেন। ] দেখ, মঞ্জুলা নয়, কল্যাণী।

[ সত্যকামের প্রবেশ। ]

সোমদত্ত। এস, বন্ধু। [ অগ্রসর হইয়া গৃহমধ্যে আনিলেন। ] প্রভাতে সৌম্যমুর্ত্তি ব্রাহ্মণের দর্শন—

সত্যকাম। বন্ধু—রাজপুরে, রাজধানীতে সর্ব্বত্র মর্য্যাদা আর ভদ্রতা। তুমি বাল্যবন্ধু, প্রাণের টানে তোমার কাছে এসেছি, এমন স্তুতিবাক্য দিয়ে দূরে সরিয়ে দিও না।

সোমদত্ত। তুমি ভদ্রতা চাওনা, সম্মান চাওনা, হৃদয় চাও—তুমি আমার বন্ধু, শুধু বন্ধু।

[ উন্মাদ আবেগে তাঁহাকে টানিতে টানিতে আনিয়া নিজের আসনে বসাইলেন। ]

সত্যকাম। কল্যাণী, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, অন্নের আয়োজন কর।

কল্যাণী। পরম সৌভাগ্য, প্রভু! আমি পাদ্য নিয়ে আসি।

সত্যকাম। পাদ্য-অর্ঘের প্রয়োজন নেই। ক্ষুধার্ত্তের কাছে অন্নই অমৃত। [ কল্যাণী দ্বারপ্রান্তে গেলেন। ]

সোমদত্ত। পুরাতন অতিথির কথা যেন ভুলে যেও না। তা'হলে সেই চিত্র—

( বক্রকটাক্ষে কল্যাণীর প্রস্থান। )

সত্যকাম। কি চিত্র, ভাই ?

সোমদত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের এক নর্ত্তকীর চিত্র, আমারই আঁকা।

সত্যকাম। তোমার আঁকা, দেখি।

সোমদত্ত। কল্যাণীর নিষেধ আছে।

সত্যকাম। তবে থাক, সে রাগ কত্তে পারে।

সোমদত্ত। যেই রাগ করুক, আমি সে চিত্র লুকিয়ে রাখবো না। [ চিত্র খুলিয়া দেখাইলেন। ]

সত্যকাম। রমণীয় চিত্র! দেখছি, তুমি নিপুণ শিল্পী।

সোমদত্ত। তুমি রসজ্ঞ। কিন্তু প্রশংসাটা একটু বেশী হচ্ছে, বন্ধু।

সত্যকাম। অন্যায় প্রশংসা করিনি। এ সাধারণ শিল্পীর আঁকা চিত্র নয়। ধ্যানমগ্ন যোগী তাঁর ধ্যানের সমস্ত রস চিত্রে ঢেলে দিয়েছেন তাই চিত্রটিও ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতই হয়েছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হয়ে স্বীয় অন্তরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

সোমদত্ত। খেয়ালের মুখে এঁকেছি, এতে অত কিছু নেই। রজনীর নিস্তব্ধতা বোধ হয় চিত্রে কিছু ফুটে থাকবে। কিন্তু চিত্র থাক—আর্য্যা-

বর্ত্তে ত অনেকদিন থাকা গেল, তোমাকেও পেলাম। এখন চল দেশে ফেরা যাক।

সত্যকাম। আমি ত আর্য্যাবর্ত্ত ছেড়ে যেতে পারি না, এ যে আমার কর্ম্মভূমি।

সোমদত্ত। সেকি! তোমার মাতা যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

সত্যকাম। কি করবো, বন্ধু, আমি সত্যবদ্ধ। আচার্য্য, রাজা, সভাসদ সকলের কাছে আমি দক্ষিণে যাবার কথা বলেছি। কাল যাবার কথা—এখন সেখানে না গিয়ে মায়ের কাছে গেলে—

সোমদত্ত। লোকে নিন্দা করবে, বলবে কাপুরুষ। কিন্তু মা'ও তোমার পিতৃভূমি ছেড়ে আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্তে গন্ধর্ব্বদেশে পুত্রের আশায় অধীর হয়ে বসে আছেন। তুমি যদি না যাও, তবে কি বলে তাঁকে প্রবোধ দেবো?

সত্যকাম। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো। আমার ব্রত উদযাপনের আর দু' বৎসর মাত্র বাকী।

সোমদত্ত। আমি কেন? তোমার আচার্য্যকে দিয়েই কাজটি সেরো। সুপণ্ডিত তুমি, সুন্দর বাক্যবিন্যাস কত্তে জান। জগতের দুঃখ দূর কত্তে চলেছ, মায়ের দুঃখ বোঝ না। তুমি যে ঋষি।

সত্যকাম। বন্ধু, আমি ঋষি নই। কিন্তু এ কথা ত আমি ভুলতে পারছি না যে আমার মহানুভব পিতা, যিনি আমার শিক্ষার জন্য শেষ জীবনে কঠোর শ্রমে আমার আচার্য্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমারই জন্য আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মক্ষেত্র সৃজন করে গিয়েছেন, আমার জননী পিতৃরাজ্য ছেড়ে তাঁর সে মহান ব্রতের সহায়তা করার দুঃখকে বরণ করে নেন নি।

আমার সকল আনন্দের মাঝে—আচার্য্যের স্নেহ, রাজপুরের আনন্দোৎসব সব সুখস্মৃতির মাঝে সে ব্যথা—বন্ধু, আমি মায়ের দুঃখ বুঝি নি—আমার ঋষিত্ব কোথায়? ঐ ভগবান আদিত্যের হৃদয়ে মাতৃমুর্ত্তি—বন্ধু! সূর্য্য কি নিভে গেছে? স্থির অচঞ্চল আকাশ কি কাঁপছে? বসুন্ধরা কি শূন্যে মিশে গেছে? আমি কি—আমি কি সত্যভ্রষ্ট? আলো, আলো, একটু আলো—[ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ]

সোমদত্ত। বন্ধু! বন্ধু! কি কোমল হৃদয়!

[ শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। ]

[ কল্যাণীর প্রবেশ। ]

কল্যাণী। কি! কি হল?

সোমদত্ত। কিছু নয়। যাও, এ-স্থান তোমার নয়। [ উঠিয়া সোমপাত্রের নিকট গেলেন। ]

কল্যাণী। কি হবে? রাজবৈদ্যকে কি ডাকব? কি করব?

সোমদত্ত। কিছু কত্তে হবে না—শুধু, এ-কক্ষ ত্যাগ কর

[ পাত্র হইতে সোমরস ঢালিতে লাগিলেন। ]

কল্যাণী। চলে যাব, এ অবস্থায়!

সোমদত্ত। আমার অবাধ্য হয়ো না, কল্যাণী—যাও।

[ কল্যাণীর প্রস্থান। ]

[ সোমপাত্র হস্তে লইয়া কক্ষস্থ অগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন। ]

হে অগ্নি! তুমি আমাদের অজ্ঞাত ও পুণ্যরূপে প্রতীয়মান পাপসমূহ জান। আমাদের ঐশ্বর্য্যের পথে বিঘ্ন সেই পাপকে সরাইয়া দাও। হে পাপঘ্ন, আমরা তোমায় বারবার প্রণাম করি।

[ অগ্নিতে আহুতি দিয়া অবশিষ্ট সোমরস সত্যকামের মুখে ঢালিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা আসিল, তিনি সোমদত্তের দিকে চাহিলেন। ]

ঘুম ভাঙ্গল ?

সত্যকাম। দিবা স্বপ্ন!

সোমদত্ত। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছিলে, ক্লান্ত দেখে কিছু বলিনি।

সত্যকাম। অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। পর্ব্বতশিখরে বসে আছি, তুমি আমার পাশে। দূরে জননী যেন ডাকলেন। বহুদিন দেখিনি, ছুটে গেলাম—পা পিছলে গেল—পড়ে গেলাম—একেবারে পর্ব্বতের গহ্বরে। কি অন্ধকার! আদিত্যের কিরণ সেখানে প্রবেশ করে না। আমি আলোর জন্য চীৎকার করে উঠলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, তুমি উদাত্তস্বরে অগ্নিস্তুতি কচ্ছ। ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখি তুমি সামনেই রয়েছ।

সোমদত্ত। অদ্ভুত স্বপ্ন! দিনরাত বিদ্যা চর্চ্চা—শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এখন কিছু অবিদ্যাচর্চ্চা কর দেখি। কল্যাণি!

সত্যকাম। তুমি কি এখন দেশে ফিরে যাবে ? ইচ্ছা হচ্ছে একবার তোমার সঙ্গে গিয়ে মাকে দেখে আসি।

( কল্যাণীর প্রবেশ

সোমদত্ত। না, তোমার এখন মায়ের কাছে যাওয়া হতে পারে না। তাহ'তেও বড় কর্ত্তব্য আছে। তোমার মা যদি তোমায় চান তবে মহামানবের জননী হবার জন্য তাঁকে সাধনা কত্তে হবে, দুঃখকে সানন্দে বরণ করে নিয়ে, তোমার পিতা যা করেছিলেন। কল্যাণী, ঋষি কাল দক্ষিণে যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

সত্যকাম। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? সে. কি! দুর্গম পথ,

অরণ্যে হিংস্র জন্তু, অনার্য্যদের নিষ্ঠুরতা—আর কল্যাণী এখানে একা। না বন্ধু, তোমার যাওয়া চলে না, অনেক অসুবিধা।

সোমদত্ত। অসুবিধা অনেক আছে, জীবন নিরাপদ নয় কিন্তু লাভও যে অনেক বন্ধু। নগরের এই কর্ম্মব্যস্ততা, নরনারীর কৃত্রিম সৌন্দর্য্য, যানবাহন, এই তীব্র কোলাহল থেকে শান্ত আরণ্য শোভার মধ্যে কিছু-দিনের জন্যে বিশ্রাম। সেখানে প্রকৃতির দান অফুরন্ত। সুনীল আকাশে, শান্ত তরুলতার মধ্যে মিশিয়ে দেবো তোমার দর্শন, আমার কাব্য। সে যে মস্ত লাভ। আর হয় ত কোন কৃষ্ণা অনার্য্যকন্যার স্নিগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শে জীবন মধুময় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সে পরে হবে। এখন চল আমার চিত্রাগারে, তোমার ক্লান্ত চিত্ত সরস হবে। কল্যাণী, অতিথির আহারের যেন দেরী না হয়।

( উভয়ের প্রস্থান। )

কল্যাণী। তোমায় ধরে রাখতে পারব না। তুমি কল্যাণীকে চাও না, মঞ্জুলাকেও চাওনা, কি তুমি চাও জানিনা। তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি কি দিয়ে পূর্ণ করব ? আমি যদি আর্য্যকন্যা হতাম !

( সোমদত্তের পুনঃপ্রবেশ। )

তুমি ফিরে এলে যে ! অতিথিকে কোথায় রেখে এলে ?

সোমদত্ত। চিত্রাগারে। আমি চিত্রখানা নিতে এসেছি। কিন্তু তুমি এখানে এমন ভাবে বসে ?

কল্যাণী। ভুল হয়ে গেছে।

[ সসব্যস্তে উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গেলেন ; সোমদত্ত তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। ]

সোমদত্ত। কাল দক্ষিণে যাব—অনার্য্যদের দেশে, আর নাও ফিরতে পারি।

কল্যাণী। সে কি! ও কথা বলো না। মহৎ উদ্দেশ্যে তুমি যাবে, দেবতারা তোমার সহায় হবেন।

সোমদত্ত। আচ্ছা, ও কথা না হয় আর বলবো না। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমার এক প্রার্থনা আছে।

কল্যাণী। কি চাই তোমার? আমি ত আমার কিছু রাখিনি, সবই তোমায় দিয়ে দিয়েছি।

সোমদত্ত। না না তোমার সব তোমারই থাক। আমি সামান্য ব্যক্তি, সামান্যই আমার প্রার্থনা।

[ কল্যাণী নিজেকে সংযত করিয়া মধুর হাসিলেন ]

কল্যাণী। সামান্য প্রার্থনাটি কি, শুনি?

সোমদত্ত। হাসি আর গান।

কল্যাণী। এই! আমি ভেবেছিলাম—

সোমদত্ত। কল্যাণী, জীবনে যত গান রচনা করেছি আজ রাত্রে তোমার কাছে বসে তোমারই কণ্ঠে সব আবার শুনব। জীবনের সব আনন্দ আজ একরাত্রে ভোগ করব। যদি আর না হয়, পারবে ত?

কল্যাণী। নিশ্চয় পারবো। চল, অতিথির অমর্য্যাদা হচ্ছে।

[ প্রস্থান। ]

## তৃতীয় দৃশ্য।

অমাবস্যা-দিবা প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ।

### অনার্য্য দেশে সত্যদাসের গৃহ।

সত্যকীর্ত্তি, সত্যদাস ও ভট্টরাজের প্রবেশ।

সত্যকীর্ত্তি। তুমি দেখে এলে যে নগরে উৎসব হচ্ছে।

সত্যদাস। হাঁ সাতদিন সেখানে কেবল উৎসবই চলেছে। নগরের প্রত্যেক গৃহে আলোক সজ্জা, নৃত্যগীত, আনন্দোৎসব। রাজকোষ থেকে বহু অর্থ এই উৎসবে ব্যয় হয়েছে। শূদ্রপল্লীতেও সুরা বিতরণ করা হয়েছে।

সত্যকীর্ত্তি। এ উৎসবের কারণ কি?

সত্যদাস। মহারাজের আচার্য্যপুত্রের শুভাগমন।

সত্যকীর্ত্তি। আচার্য্যপুত্র! আচার্য্যদেবেরত কোন পুত্র ছিল না।

সত্যদাস। নগরেত এই রকমই সংবাদ পেলাম। আপনার কথামত রাজপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তাঁদেরও এই মত।

সত্যকীর্ত্তি। এ তাঁর একটি রাজনৈতিক কৌশল। এবার যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি তাই প্রচার করবার জন্য এই উৎসব।

ভট্টরাজ। যুবরাজ, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনাকে অবজ্ঞা করার জন্যই তিনি এ চাল চেলেছেন এ আমি গুণে বলতে পারি।

সত্যকীর্ত্তি। আচার্য্যদেবের একমাত্র পুত্র ছিল, কৈশোরেই সে মৃগয়ায় বন্য পশুদ্বারা হত হয়, তাঁর অন্য কোন পুত্রের কথা ত শুনিনি।

ভট্টরাজ। আমরাওত কই শুনিনি। তাঁর ত একটিই ছেলে ছিল—মহারাজের সঙ্গে পড়ত। মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায় গেল, আহা আর ফিরে এলনা।

একেবারে সিংহের পেটে। হবে না ব্রাহ্মণের ছেলে কোথায় শাস্ত্র নিয়ে থাকবি, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করবি, কপালে যজ্ঞফোঁটা দিয়ে রাজার সঙ্গে বেড়াবি, রাজাকে উৎসাহ দিবি তা নয় অস্ত্র অস্ত্র নিয়ে গেলেন বনে পশু-শিকার কত্তে। তাও বুঝি নিজে নিরাপদ স্থানে সৈন্যসামন্তের মাঝে থাক, না একেবারে রাজাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। ধর্ম্মকথা শাস্ত্রকথা এসবত কিছু বোঝে না।

সত্যকীর্ত্তি। যা বলেছেন ভট্টরাজ, আচার্য্যপুত্রের শাস্ত্রজ্ঞান আপনার মত এত সূক্ষ্ম ছিলনা। তুমি সরল, ক্ষত্রিয়ের কূট রাজনীতির চাল বুঝতে পারনি। আমার অপমান তিনি উৎসবের সঙ্গে উপভোগ কচ্ছেন।

সত্যদাস। যুবরাজ, রাজধানীর সর্ব্বত্র আমি এই কথাই শুনেছি। ভিতরে কোন রাজনৈতিক কৌশল আছে কিনা বুঝতে পারিনি। তার সুযোগ বা অবসরও ছিল না।

ভট্টরাজ। কেমন করে পারবে বল, মূর্খ বর্ব্বর আরণ্য কেমন করে বুঝবে, এসব রাজনীতি? অরণ্যে এসব জন্মায়না।

সত্যদাস। প্রভু, আজ দশবৎসর আপনাদের সেবা করে আসছি। সরলতা অনেকটা ভুলে গেছি। মনে হয় কিছু সভ্য হয়েছি।

ভট্টরাজ। হবেই, মহতের সেবা করলে পুণ্যলাভ হয়। সবাই ত তা বোঝে না।

সত্যদাস। সেই জন্যেই ত দুঃখ হয়।

সত্যকীর্ত্তি। দুর্গম বনপথে যখন আমি শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত ও খাদ্যভাবে বিপর্য্যস্ত, তখন আমার ভ্রাতা রাজপ্রাসাদের সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষে সুকোমল সুখসজ্জায় শুয়ে গন্ধর্ব্ব রমণীর সঙ্গীত সুধা পান করেছেন।

ভট্টরাজ। সঙ্গে সুরাপাত্র। আসল কথাটাই ভুলে গেলেন যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। এ তাঁর আমার উপর ঈর্ষা। ভাই কিনা? পৃথিবীতে ভাই হতে যত অনিষ্ট হয় এত কারো দ্বারা হয়না। আমাদের কথা ছেড়ে দিলেও দেখুন দেবভূমিতেও ভাই ভায়ের ঈর্ষা করে।

ভট্টরাজ। নিশ্চয় যুবরাজ, ভায়ের চেয়ে বড় শত্রু আর কে?

সত্যকীর্ত্তি। আমি আর্য্যাবর্ত্তে ফিরবো না। পরাজয়ের এ কলঙ্ক নিয়ে, ক্ষত্রিয় আমি—না আমি নূতন রাজ্য স্থাপন করে, রাজার মতন সেখানে যাবো।

ভট্টরাজ। সে কি যুবরাজ গৃহে যে স্ত্রী পুত্র আছে।

সত্যকীর্ত্তি। সেখানেও খুব সমাদর হবেনা ভট্টরাজ, শুধু অবজ্ঞা আর উপহাস। হীন অবস্থায় পুরুষের কোথাও সম্মান নেই।

সত্যদাস। সে কি প্রভু! অবস্থার বিপর্য্যয়ে যখন চারিদিকের বিদ্রূপ আর অপমানে হৃদয় ভেঙ্গে যায় তখনইত বেশী প্রয়োজন হয় মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর অনুরাগ, ভগিনীর ও কন্যার আকর্ষণ। নতুবা নারীর—[ সত্যকীর্ত্তি ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন ]।

সত্যকীর্ত্তি। ঐখানেই যে পুরুষের দুর্ব্বলতা। পরাজয়ের গ্লানিতে যখন মর্ম্ম শুষ্ক হয়ে যায়, চারিদিকে আগুন জ্বলতে থাকে, তখন সে যায় নারীর কাছে সমবেদনার জন্য। [ উচ্চ হাসিলেন ] যুবক! নবীন যৌবনের স্বপ্নলোকে কোন তরুণীর স্পর্শ বুঝি লেগেছে। তারই মধুর রসে জগৎ মধুময় হয়ে গেছে, নয়?

সত্যদাস। প্রভু, আমি আপনার ভৃত্য।

সত্যকীর্ত্তি। না বন্ধু, তুমি যুবক, আর আমিও বৃদ্ধ নই। তবে প্রথম যৌবনের উন্মাদনা আমার অনেকটা কেটেছে। রূপের মোহ আমায় এখন তত মুগ্ধ করেনা। যৌবনের মোহন মদিরা পানে প্রেমের

চোখে সংসারকে সুন্দর ভেবে যখন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে কর্ত্তব্যের পথে চলেছি তখন আমার কর্ম্মের ফল অন্যে ভোগ করেছে, অপরে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। কঠিন আঘাতে আজ আমার প্রেম ও কর্ত্তব্যের মোহ কেটেছে। আজ বুঝেছি আমায় প্রতিষ্ঠা লাভ কত্তে হবে। অপ্রতিষ্ঠ পুরুষ সংসারের আবর্জ্জনা, কৃপার পাত্র। তা সে সৎই হোক, প্রেমিকই হোক, পরের প্রতি যতই সে কর্ত্তব্য করুক না কেন। আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ কোনদিকে চাইতে হবেনা—শুধু নিজের প্রতিষ্ঠা। এস ভাই যৌবনের এই অফুরন্ত শক্তির উৎস বার্দ্ধক্যের জড়তায় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা নিজের উন্নতির জন্যে কাজে লেগে যাই। তোমাদের নিয়ে আমি নূতন সৈন্যদল গঠন কর্ব্ব, নূতন রাজ্য স্থাপন কর্ব্ব। তারপর আর্য্যাবর্ত্তে যাব স্বাধীন রাজার মত। দেখবে সবাই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতে আসবে।

সত্যদাস। তাই হবে যুবরাজ, আমি ছবছর আপনার ভৃত্য হয়ে আছি, আপনি সস্নেহে আমায় অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, আমি আপনার ক্রীতদাস।

সত্যকীর্ত্তি। ক্রীতদাস! না আমি তোমায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম।

সত্যদাস। মুক্তি! যুবরাজ, ছবছর পূর্ব্বে আপনি যেদিন আমায় আমার নিষ্ঠুর সৈনিক প্রভুর কাছ থেকে ক্রয় করে নিজের ভৃত্য করে নিয়েছিলেন সেইদিনই যথার্থ মুক্তি দিয়েছেন। আপনার দাসত্ব আমার মুক্তি।

সত্যকীর্ত্তি। দাসত্বকে আমি ঘৃণা করি। এতদিন তুমি আমার শিষ্য ছিলে, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, সহকর্ম্মী। কি বলেন ভট্ট?

ভট্টরাজ। বলব কি যুবরাজ, আমার হাত পা সব পেটে ঢুকে যাচ্ছে, আমি নেই।

সত্যকীর্ত্তি। তুমি নেই কি ভট্ট?

ভট্টরাজ। কোথায় আর আছি যুবরাজ! ব্রাহ্মণী যে আর্য্যাবর্ত্তে—আমি থাকি কি করে? আপনার না হয় স্ত্রীর ভয় নেই—কিন্তু আমার—

সত্যদাস। কেন প্রভু আর্য্যা কি রুষ্টা হবেন?

ভট্টরাজ। রুষ্টা ও বাবা! যথাকালে না ফিরলে সম্মার্জনীর দ্বারা বিদায় কর্ব্বেন।

সত্যকীর্ত্তি। তবে আপনি ফিরে যান।

ভট্টরাজ। সেই ভাল, যুবরাজ আপনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন। যথাকালে আমি এসে আপনার অভিষেক যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করে দেব।

সত্যদাস। ভট্টরাজের মতন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কদাচিৎ দেখা যায়, যুবরাজ। তার উপর তিনি রাজনীতি বিশারদ।

ভট্টরাজ। সত্য কথাই বলেছ। দেখছি অনার্য্য হলেও তুমি মূর্খ নও। যুবরাজ, অভিষেক যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বিদায় কালে কথাটা স্মরণ করবেন।

সত্যকীর্ত্তি। নিশ্চয়ই ভট্ট, আপনার শাস্ত্রজ্ঞান যেরূপ সূক্ষ্ম সেইরূপ সূক্ষ্ম দক্ষিণার ব্যবস্থা হবে।

ভট্টরাজ। আপনি গুণগ্রাহী!

সত্যদাস। প্রভু, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা রাজনীতি জ্ঞান আপনার অধিক সূক্ষ্ম—আমি নিবেদন করছিলাম যে, আপনি এখানেই থাকুন। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

ভট্টরাজ। এখানে থাকব! গৃহ ছেড়ে, বল কি?

সত্যদাস। এইখানেই আপনার গৃহের ব্যবস্থা হবে।

সত্যকীর্ত্তি। সেই ভাল ভট্টরাজ। এখানেই থেকে যান।

ভট্টরাজ। তা কি হয় যুবরাজ। গৃহ থাকল আর্য্যাবর্ত্তে আর আমি এই অরণ্যে।

সত্যকীর্ত্তি। আপনার জন্য আমরা অতি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে দেব।

ভট্টরাজ। গৃহ ত নির্ম্মাণ করে দেবেন যুবরাজ, কিন্তু গৃহ যে আসবেন না। গৃহ না এলে রাজনীতি কেন উদরনীতিও ভুলে যাব।

সত্যকীর্ত্তি। আপনি ব্রাহ্মণীর কথা বলছেন, তা তিনি না হয় পরেই আসবেন।

ভট্টরাজ। তিনি কখনই আসবেন না, আর্য্যাবর্ত্তের সুখ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এই অরণ্যে! না যুবরাজ তিনি আসবেন না। আর্য্যাবর্ত্তে তাঁকে রেখে আমি এখানে—জানেন ত অল্প বয়স।

সত্যকীর্ত্তি। ভয়ের কারণ বটে, আপনি ফিরেই যান ভট্টরাজ, কি জানি।

ভট্টরাজ। হ্যাঁ আমি ফিরে যাই, কি জানি।

সত্যদাস। কিন্তু—

ভট্টরাজ। তুমি কোথাকার বর্ব্বর হে। যুবরাজ ফিরে যেতে বলছেন আর তুমি তাতে 'কিন্তু'—যুবরাজের কথায় 'কিন্তু'। যুবরাজ!

সত্যকীর্ত্তি। আমি আপনাকে যেতে বলেছি বটে, কিন্তু—

ভট্টরাজ। আপনিও 'কিন্তু' যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। না কিন্তু নয়, আমি বলছিলাম ও কিন্তু আমার—

ভট্টরাজ। বর্ব্বর অনার্য্য ও, ও কিন্তু হতে পারে। আপনি আর্য্যাবর্ত্তের যুবরাজ,—আপনি—

সত্যকীৰ্ত্তি। আমি তা বলছি না ভট্টরাজ, আমি বলছি ও আমার সহকৰ্ম্মী। আপনি কিন্তু—

ভট্টরাজ। এঁ্যা, আমি কিন্তু। কুক্ষণে বৰ্ব্বরদের দেশে এসেছিলাম। ব্রাহ্মণী বারবার নিষেধ করেছিলেন। আৰ্য্যাবর্ত্তের মহামান্য ব্রাহ্মণ আমি, এখানে এসে কিন্তু।

সত্যকীৰ্ত্তি। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি বলছিলাম যে ও আমার সহকৰ্ম্মী,—ওর কথাটা শুনতে হবে তো। তা তুমি কি বলতে চাও?

সত্যদাস। আমি বলছিলাম যে ভট্টরাজকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। তিনি আৰ্য্যাবর্ত্তে গিয়ে সব বলতে পারেন।

ভট্টরাজ। ছেড়ে দেবেনা! কি কৰ্ব্বে?

সত্যদাস। আপনি রাজনীতি-বিশারদ—কি কৰ্ব্ব তা কি বলতে হবে। স্বেচ্ছায় না থাকলে বন্দী করে রাখব।

ভট্টরাজ। বন্দী করে রাখবে! এঁ্যা, যুবরাজ!

সত্যকীৰ্ত্তি। রাজনীতি ত তাই, আপনি আমাদের সব কথা শুনেছেন।

ভট্টরাজ। কই আমি ত কিছু শুনিনি!

সত্যকীৰ্ত্তি। শোনেন নি? এখানে ছিলেন—

ভট্টরাজ। না যুবরাজ, আমি এখানে ছিলাম না।

সত্যকীৰ্ত্তি। এখানে ছিলেন না, তবে কোথায় ছিলেন?

ভট্টরাজ। আৰ্য্যাবর্ত্তে।

সত্যকীৰ্ত্তি। আৰ্য্যাবর্ত্তে ছিলেন, এখানে নয়। তবে আপনি ব্রাহ্মণীর কাছে যেতে পারেন। সত্যদাস, এঁকে আৰ্য্যাবর্ত্তের সীমান্তে রেখে আসার ব্যবস্থা কর।

ভট্টরাজ। উত্তম প্রস্তাব। যুবরাজ, আপনি রাজ্যেশ্বর হবেন।

সত্যদাস। যুবরাজ, আমাদের এই ক্ষুদ্র জনপদের পশ্চিমে সুবৃহৎ অনার্য্যরাজ্য আছে। আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর তার সহযোগিতা লাভের জন্য দূত প্রেরণ করেছেন দেখে এসেছি। আমাকে একবার সেখানে যেতে হবে। ভট্টরাজকে সীমান্তে রেখে যেতে পারব। প্রভু, আপনি তাহ'লে প্রস্তুত হোন।

ভট্টরাজ। তুমি রাজরাজেশ্বর হবে বাবা। ( যাইতে যাইতে ) বর্ব্বরদের দেশে এসে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি ?

সত্যকীর্ত্তি। চলুন ভট্টরাজ, একখানা পত্র দেব ; রাজ অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেবেন। দেখি, আমার গৃহ কি করেন ?

( প্রস্থান )

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্তের তরুণ ঋষি ! সত্যের আলোক দেখেছেন। যে আলোকের সংবাদ আচার্য্যমুখে শ্রবণে দেহে মনে আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায়, জগৎ লুপ্ত হয়, হৃদয়ের সেই শুভ্র জ্যোতি তোমায় স্পর্শ করে গিয়েছে ; সে স্পর্শের পুলক তোমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে আছে। তুমি চলেছ মিলনের মন্ত্র নিয়ে ; আমাকেও যেতে হবে। আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্ত পার হয়ে অরণ্যপথে যাবার পূর্ব্বেই তোমার সাথী হতে হবে। দশ দিনের কম তাঁরা আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্ত ছাড়াতে পারবেন না। আজ সাতদিন হয়ে গেল। দেখি, অরণ্যপথে অশ্বারোহণে গিয়ে পথের মধ্যেই তাঁকে পাই কিনা। আর এই সুযোগে যদি একবার সাক্ষাৎ হয়। ছয় বৎসরের বালিকার সেই সুন্দর মুখ আজ দশ বৎসর সকল কর্ম্মের মাঝে ফুটে রয়েছে। কি সুন্দর সেই কালো চোখ !

## চতুর্থ দৃশ্য

শুক্লা দ্বিতীয়া সন্ধ্যা।

### বনপথ।

সোমদত্ত ও সত্যকাম।

সোমদত্ত। বহুদেশ পর্য্যটন করেছি, কিন্তু প্রকৃতির এমন মনোরম দৃশ্য কোথাও দেখি নি। রাজধানী ত্যাগ করার পর যতদূর যাচ্ছি ততই প্রাণে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হচ্ছে, নগরের কোলাহলের অসারতা বুঝতে পাচ্ছি।

সত্যকাম। অসারতা নয় বন্ধু, নগরের কোলাহলের মধ্যেও প্রাণ আছে, কর্ম্মের আনন্দ আছে। সেখানে দ্বেষ আছে, অপমান আছে, জয় পরাজয় আছে, কিন্তু প্রেম, সমবেদনা এসবও আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আমার হৃদয়ও পুলকে ভরে যাচ্ছে, মনে প্রাণে আমি বেশ সজীবতা অনুভব কচ্ছি। তবু মহারাজের স্নেহ, রাজ্ঞীর সরল ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। বিদায়কালে তাঁদের মুখে আসন্ন বিরহ ও আশঙ্কার চিহ্ন দেখেছিলাম—না জানি কি যাতনাই তারা পাচ্ছেন।

সোমদত্ত। না বন্ধু, রাজধানীর কোলাহলের মধ্যে তাঁরা তোমার অভাব খুব বেশী বোধ কর্ব্বেন না। সেখানে রাজকার্য্য, গৃহকার্য্য নৃত্যগীত ঠিক তেমনিই চলছে। শুধু তুমিই এই নির্জ্জন অরণ্যে পথের কষ্ট পাচ্ছ।

সত্যকাম। নির্জ্জনতার দুঃখ আমি কোনদিনই পাব না, সকলে

ত্যাগ করে গেলেও পশুপক্ষী বৃক্ষলতাকেই আমি প্রিয় সঙ্গী করে নেব। কিন্তু তুমি এত কষ্ট স্বীকার করে না এলেই পাত্তে।

সোমদত্ত। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আসি নি, বন্ধু। আর আর্য্যাবর্ত্ত আমার দেশও নয়। আমি এসেছি শুধু আনন্দের জন্য। এ আমার উন্মাদনা তার জন্য দুঃখ ও বিপদকেও আমায় নিতে হবে। পথও ত শেষ হয়ে এল, সন্ধ্যার পরই নূতন দেশে গিয়ে পৌছাব।

সত্যকাম। তোমার বেশ আনন্দ বোধ হচ্ছে।

সোমদত্ত। নিশ্চয়! নতুনত্বের আনন্দে আমার প্রাণ নেচে উঠছে। [ মনের আনন্দে তিনি গাহিয়া উঠিলেন। ]

দখিন হইতে বাতাস আসিয়া কহিছে আমার কানে,
যার লাগি তোর এত ছোটাছুটি তারে পাবি সেইখানে।
বন্ধুর পথ হয়ে এল শেষ পোহাল আঁধার রাতি,
উজ্জ্বল প্রভাতে নূতন সে পথে মিলিবে সেখানে সাথী।
আমি যে তাহার গন্ধ বহিয়া চলেছি আপন মনে—

—কিসের একটা শব্দ পাওয়া গেল না?

সত্যকাম। আহত পশুর করুণ আর্ত্তনাদ। নিশ্চয় কোন মৃগয়ার্থী অসহায় অরণ্যশিশুকে—চল বন্ধু, হয়ত বাঁচাতে পার্ব্ব।

সোমদত্ত। সে কি, যদি হিংস্র হয়, তোমাকেই যে মেরে ফেলবে।

সত্যকাম। আমি হিংস্র নই, সে আমায় হিংসা কর্ব্বে না।

[ দ্রুত প্রস্থান। ]

সোমদত্ত। না, এই কোমল প্রকৃতির লোক নিয়ে—চলো, তুমি যদি হিংস্র জন্তুর মুখে যেতে পার, আমি ও তার পেটে যেতে পার্ব্ব। তবে সোমরস ফুরিয়েছে। ( প্রস্থান। )

( মৃগয়ার বেশে রুদ্রক ও জনৈক অনার্য্য বালকের প্রবেশ )

রুদ্রক। বুকে না লেগে বোধ হয় পায়ে লেগেছে।

বালক। পালাল কোথায় ?

রুদ্রক। কাছেই কোথাও আছে। দেখছিস, ঐ ঝোপের মধ্যে দুটো চোখ জলছে।

বালক। এবার আমি। [ ধনুকে বাণ জুড়িল। ঝোপ হইতে সত্যকাম তাহা দেখিলেন। ]

রুদ্রক। আচ্ছা, ঐ দেখ।

বালক। আমি আরও দুটো চোক দেখতে পাচ্ছি।

রুদ্রক। বোধ হয় আর একটা। ভয় নেই, ঝোপ থেকে বেরিয়ে তোকে খাবে না, আমি আছি।

বালক। আমি ভয় খাই না।

( ঝোপের ভিতর হইতে সত্যকামকে দেখা গেল। )

সত্যকাম। ভদ্র,—উঃ সোমদত্ত! [ তাঁহার দক্ষিণ বক্ষের উপর বাণ বিদ্ধ হইল। বালক সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। সত্যকাম ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে বসিলেন ও পরে শুইয়া পড়িলেন। ]

রুদ্রক। মানুষ এখানে কেমন করে এল!

( বেগে সোমদত্তের প্রবেশ। )

সোমদত্ত। বন্ধু! কে এই মহাপ্রাণের বুকে আঘাত কল্লে ?

রুদ্রক। আমি।

বালক। না, আমি।

সোমদত্ত। নির্ম্মম নরঘাতক! হিংস্র পশুও যাকে আঘাত করে নি তুমি—

সত্যকাম। অভিশাপ দিও না, বন্ধু। এ আমারি কর্ম্মফল। ভাবতাম আমি অহিংস, কল্পনাতেও কারো হিংসা করি নি। আজ সে দর্প চূর্ণ হয়েছে। বন্ধু,—জল।

সোমদত্ত। জল কোথা পাই ?

রুদ্রক। এদিকে নদী আছে, এনে দেব ?

সোমদত্ত। নরঘাতকের হাতের জল! না আমিই যাচ্ছি।

( প্রস্থান। )

রুদ্রক। আমিও যাচ্ছি। সাবধানে এঁকে দেখিস, যদি না বাঁচে আগে তোকে খুন কর্ব্ব তার পর নিজে। নিরীহ সাধুহত্যা পিতা ক্ষমা কর্ব্বেন না। ( প্রস্থান )

[ বালক আহত সত্যকামের দিকে চাহিল। হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে বসিল ও তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। ]

সত্যকাম। বড় তৃষ্ণা।

বালক। জল আনতে গেছে।

সত্যকাম। কে তুমি ?

বালক। আমিই তোমার বাণ মেরেছি।

সত্যকাম। তুমি !

বালক। হ্যাঁ। [ তাহার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল সত্যকামের মুখে পড়িল। ]

সত্যকাম। তোমার দোষ নেই, কেঁদো না। [ সস্নেহে তাহার হাত ধরিলেন। ] দেখ, তোমার এই কোমল হাতের আঘাত আমার কিছুই লাগে নি। তবে একটি ভীষণ ব্যাথা আমি পেয়েছিলাম তা সেরে গেছে। আমি বুঝেছি তুমি পরের ব্যাথা বোঝ। তোমার

কল্যাণ হোক। [গভীর শান্তিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। উৎকণ্ঠায় বালক মুখ নত করিয়া সত্যকামের মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া গেল। (সত্যদাসের প্রবেশ।) সত্যদাস পশ্চাৎ হইতে দেখিলেন, তাহার অধর যেন সত্যকামের অধর স্পর্শ করিল। তিনি বিষাদের হাসি হাসিলেন। বালক ফিরিয়া চাহিল।]

সত্যদাস। বৃথা অনুশোচনা ভাই।

বালক। তোমার কাছে জল আছে?

সত্যদাস। জল, ওষুধ সবই আছে। কিন্তু কাকে দেব, একটু আগে যদি আসতাম।

বালক। এঁ্যা, তবে—না না এইমাত্র কথা কইছিলেন।

সত্যদাস। কথা কইছিলেন! [তিনি সসব্যস্তে সত্যকামের কাছে বসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। পরে পৃষ্ঠ হইতে ঝোলা খুলিয়া বনৌষধি বাহির করিলেন ও তাঁহার বক্ষ হইতে বাণ তুলিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া সুরাপান করাইলেন। সত্যকাম একবার চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বালক উঠিয়া সরিয়া গেল।] দুর্ব্বলহস্তের আঘাত, পঞ্জরও ভেদ করে নি। [উঠিয়া বালকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।] এ দেশের পুত্র তুমি, তোমার দেহ মন এত কোমল। কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাধারণ ঘরের নও। তুমি কে আমায় বলবে?

বালক। আমি রাজপুত্র।

সত্যদাস। রাজপুত্র! তাই তুমি এত সুন্দর আর তোমার এমন সুন্দর চোখ। দেখ, তুমি আমায় চেন না, আমি তোমাদের খুব আপনার লোক। [সস্নেহে তাহার হাত ধরিলেন। বালক সবেগে হাত সরাইয়া লইল] কে তুমি? তুমি ত পুরুষ নও, কে তুমি বলো?

[ বালক মুখ নত করিল। ] তুমি নারী! এই তোমার নারীধর্ম্ম! জান, তুমি আজ কি করেছ। এই ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছ। আর, আর একজনের—[ তিনি নিজেকে সংযত করিলেন। ] ভাব দেখি, এর পর কেমন করে তুমি তোমার পিতার কাছে, ভাইয়ের কাছে, দেশের নারী সমাজের কাছে যাবে?

বালক। না—না—তুমি একি বলছ! এই আহতের জন্য আমার—

সত্যদাস। প্রাণ কেঁদে উঠছিল, উঠবারই কথা। আহত যে অনিন্দ্যসুন্দর! না রাজকুমারী, এ তোমার আর্ত্তের জন্য করুণা নয়। [ ঘৃণায় তাহার কাছ হইতে সরিয়া সত্যকামের কাছে গেলেন—দেখিলেন তিনি শান্তির ক্রোড়ে ঘুমাইতেছেন ] এই আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ পুরুষ! এত অসহায়। ওঠ বীর, তোমার অজ্ঞাতে তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে গেল।

বালক। সে কি!

সত্যদাস। ইনি আর্য্যব্রাহ্মণ, অনার্য্যকন্যাকে গ্রহণ কত্তে পারেন না। অথচ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়বান। এ কথা জেনে অন্য নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন না। আর তুমি সত্য গোপন করে সুখের ঘর বাঁধবে। তবে জেনে রেখো সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। তখন কি শাস্তি জান?

বালক। আমি সত্য গোপন কর্ব্ব না। নারীধর্ম্ম কি তা জানি না; কিন্তু সত্য ধর্ম্ম বুঝেছি। যে পুরুষের স্পর্শে আমার দেহ কলঙ্কিত হয়েছে, সে ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ আর এ দেহ স্পর্শ করবে না। হৃদয়হীন তোমরা, তীক্ষ্ণবাণ বুকে নিয়ে আঘাতকারীকে যে ক্ষমা কত্তে পারে তার মহত্ব তোমরা কি বুঝবে? আর সে হৃদয়ে যে আঘাত করেছে তার দুঃখ—বল এ অপরাধের কি শাস্তি, আমি তা নেব।

[ সত্যদাস স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। ]

সত্যদাস। শাস্তি হয়ত তোমায় পেতে হবে। কিন্তু তোমার মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ। এখন বিদায়।

বালক। তুমি যেওনা এই আহতকে ফেলে রেখে। ( পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। )

সত্যদাস। সামান্য আঘাত, ভয় নেই, শীঘ্রই সুস্থ হবেন। কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারবো না। [ দ্রুত প্রস্থান। ]

[ বালক বিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া পুনরায় সত্যকামের কাছে বসিল। ]

( সোমদত্ত ও রুদ্রকের প্রবেশ )

সোমদত্ত। জল এনেছি, ভাই ! এসব এখানে কে নিয়ে এল ?

বালক। বোধ হয় বনের দেবতা, এসেই চলে গেলেন।

রুদ্রক। দেবতা এসেছিল তোর কাছে। মেয়ে বুদ্ধি কিনা, কোন শিকারী হবে, কোন্ দিকে গেল ? [ রুদ্রকের প্রস্থান। ]

বালক। ঐ দিকে—

সোমদত্ত। নারি ! নারী ভিন্ন এ দুঃসময়ে আর কে এমন করবে ? তোমার আকুল আহ্বানে যে দেবতার আবির্ভাব হবে তার আশ্চর্য্য নেই।

বালক। আপনার বন্ধুকে জল পান করান আমি সরে যাচ্ছি।

সোমদত্ত। আমায় মার্জ্জনা কর দেবী, তোমার হাতের জল পরম পবিত্র। তুমি কল্যাণময়ী, তোমার দর্শনে আমি ধন্য। দেবভূমি, পিতৃভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত কোথাও যা দেখিনি এই অনার্য্যদেশে আজ তাই দেখলাম। তোমার কাছে আমার বন্ধুকে রেখে আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত। [ তাহার হাতে জলপাত্র দিলেন। ]

( সত্যদাস, রুদ্রক ও কয়েকজন অনার্য্য সৈনিকের প্রবেশ। )

সত্যদাস। জল পানের প্রয়োজন নেই। পাত্রে সুরা আছে. প্রয়োজন হলে দেবেন। [ সুরাপাত্র উঠাইয়া সোমদত্তের হাতে দিয়া সত্যকামকে সযত্নে সৈনিকদের ক্রোড়ে উঠাইয়া দিলেন। ]

সোমদত্ত। কে তুমি? সুরা পেলে কোথায়? [ পানপাত্রে সুরা ঢালিলেন। ]

সত্যদাস। আমি আর্য্যাবর্ত্তবাসী শূদ্র, আপনাদের দাস। সাবধানে নিয়ে যাবে। যেন আঘাত না লাগে। [ সৈনিকেরা অগ্রসর হইল। সোমদত্ত সুরার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া পরে পান করিলেন। ]

( অন্য সকলের প্রস্থান )

সোমদত্ত। দাসত্ব বা প্রভুত্ব ভাল বুঝি না। তুমি আমার বন্ধু। [ সত্যদাস ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সোমদত্ত তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিলেন। ] বন্ধু, আজ সুরা বড় রঙ্গীন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী নয়, তবু যেন কত মধুময়ী! এখন তবে বিদায়; আবার দেখা হবে।

সত্যদাস। নিশ্চয় বন্ধু, খুব শীঘ্রই দেখা হবে।

( সোমদত্তের প্রস্থান। )

দশ বৎসরের স্বপ্ন মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে গেল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যার সাধনা, বিদেশীর দাসত্বের অপমান সমস্ত দুঃখের মধ্যে দশ বৎসর যা আমার প্রাণে আশার আলো জ্বেলে আসছিল, কল্পনার সেই সুন্দর মুখখানি চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। একটু আগে সে তো আমারই কাছে ছিল, আর এখন—এখনও সে রয়েছে। তার রূপ চোখের সামনে ফুটে রয়েছে, তার গন্ধ বাতাসে ভাসছে, তার স্পর্শের পুলক আমার দেহের

অণুপরমাণুর ভিতর দিয়ে বন্যার মত বয়ে যাচ্ছে। কি প্রবল সে প্রবাহের আকর্ষণ। সমস্ত জগৎ জুড়ে রয়েছে এক ষোড়শী কুমারী, আর আমার অন্তর জুড়ে রয়েছে তার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। কোথায় তুমি আচার্য্য, আমার সব তপস্যা ভেসে যায়! কোথায় তুমি স্নেহময় পিতা, অন্তর বাহিরের এই নিষ্ঠুর জগতের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর!

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### অনার্য্যরাজ দণ্ডকের গৃহ

দণ্ডক ও সত্যদাস

দণ্ডক। সুন্দর সৌম্যদর্শন এই যুবক, এঁর সঙ্গে যতই আলাপ কচ্ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। এদেশে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও অতি মহৎ, তাঁর ইচ্ছা পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অবসান হোক।

সত্যদাস। বিবাদের অবসান আমাদেরও কাম্য কিন্তু বিবাদের কারণ ত আমরা নই। মূল কারণ তাঁরা, তাঁরাই দেশে অশান্তির আগুন জ্বেলেচেন, তাঁরা আমাদের ধ্বংস কত্তে চান।

দণ্ডক। ধ্বংস কত্তে চান! না, এত শক্তি তাদের নেই। খানিকটা জায়গা তারা দখল করেচে বটে কিন্তু ক'জন লোক তাদের আছে যে এত বড় দেশটা তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে?

সত্যদাস। আমাদের তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু তারা সংঘবদ্ধ তাই তাদের শক্তিও প্রচুর। আর এখানে তাদের সংখ্যা অল্প হলেও তাদের পশ্চাতে এক বিরাট জাতির সহানুভূতি আছে। উত্তরে তাদের বহু স্বজাতি নিয়ত তাদের এদেশে আধিপত্য স্থাপনের কামনা করে থাকে, সে শক্তিকে রোধ করার শক্তি আমাদের নেই, আমরা দুর্ব্বল।

দণ্ডক। দুর্ব্বল কিসে?

সত্যদাস। ঐক্যের অভাবে। এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ আমরা এক যোগে রোধ কত্তে পারি না, কর্ব্বার ইচ্ছাও নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এই দেশ জয় করা তাদের দুঃসাধ্য হবে না। প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ! পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মম অত্যাচারের ফল আজ আমাদেরই ভোগ কত্তে হবে। তারা তাঁদের পাপরাশি সঞ্চিত করে এইখানেই রেখে গেছেন আমাদের দগ্ধ কর্ব্বার জন্য।

দণ্ডক। পূর্ব্বপুরুষদের পাপ! কি বলচ তুমি? কত ক্লেশ স্বীকার করে তাঁরা এই অরণ্যময় দেশ এমন সুন্দর বাসযোগ্য করে গেছেন আর তুমি তাঁদের নিন্দে কচ্ছ?

সত্যদাস। সেই অরণ্যবাসীদের প্রতি তাঁদের অত্যাচারের কথাই আমি বলছি। প্রকৃতির অসহায় শিশুদের তাঁরা অরণ্য থেকে অরণ্যে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেন নি যে তারা যাবে কোথায়? বহু কষ্টে সমতল প্রদেশে তারা যে ঘর বেঁধেছিল সেই ঘর ছেড়ে অসহায় স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে তারা যখন পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নেয়, তখন তারা তাদের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস এই বাতাসেই মিশিয়ে দিয়েছিল। আজ প্রতি-শ্বাসে প্রকৃতি সেই করুণ স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগিয়ে দিচ্ছে। তবু তারা পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে, আমাদের সে উপায়ও নেই, নিজের দেশেই বিদেশীর দাসত্ব কত্তে হবে। লাভ ঐটুকু।

দণ্ডক। তারা বন্য জাতি, বন্য পশু শিকার করে খায়। তারা তাদের উপযুক্ত স্থানেই আশ্রয় নিয়েছে।

সত্যদাস। তারা অসভ্য, মৃগয়ালব্ধ পশুই তাদের খাদ্য! কৃষি বা শিল্পের তারা কিছু বোঝে না, বিস্তারত কথাই নেই। আমরা সভ্য,

অরণ্য কেটে গ্রাম বসিয়েছি, কৃষির দ্বারা অন্ন উৎপাদন করি, পশু পালন করি। মৃগয়া আমাদের খাদ্যের জন্য নয়, আনন্দের জন্য। কিন্তু ঐ নবাগত আর্য্যরা আমাদেরও বলে থাকে অসভ্য, বন্য পশু। তবে তারা আমাদের বন্য পশুর মত বনে তাড়িয়ে দিতে চায় না, গ্রামেই রাখতে চায় গ্রাম্য পশুর মত তাদের সেবা কত্তে।

দণ্ডক। তারা আমাদের এত ঘৃণা করে ?, বিবাদ থাকতে পারে, তা'বলে একটা সুসভ্য জাতিকে—না, তুমি ভুল বুঝেছ।

সত্যদাস। ভুল! মহারাজ, আমি তাদের ভৃত্য হয়ে তাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মনোভাব বেশ জানি।

দণ্ডক। ভৃত্য হয়ে ছিলে ?

সত্যদাস। হ্যাঁ, স্বাধীন রাজপুত্র আমি, হীন ভৃত্যের মত তাদের যজ্ঞকাষ্ঠ বহন করেছি, যে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে তারা দেবতাকে আহ্বান করেছে আমার দেশজয়ে তাদের সাহায্য কত্তে। আমারই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সৈন্যদের জন্য অগ্নিপার্শ্বে বসে অস্ত্র নির্ম্মাণ করেছি, অস্ত্রে শাণ দিয়েছি, সৈন্যদের খাদ্য বহন করেছি। সামান্য ত্রুটীতে, মর্য্যাদা রক্ষার এতটুকু ভুলে তারা পশুর মতই আমায় কশাঘাত করেছে

দণ্ডক। কশাঘাত করেছে ?

সত্যদাস। আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছেন, মহারাজ। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই তবে আশ্চর্য্য এই যে, সে কশাঘাত তারা আমারই দেশের লোক দিয়ে করেছে। আরও আশ্চর্য্য, আমার সে শাস্তি বেশী উপভোগ করেছে আমারই দেশের লোক।

দণ্ডক। তারা তোমার প্রতি এমন নির্ম্মম অত্যাচার করেছে ? তারা—

সত্যদাস। পুরস্কার, প্রশংসা এসবও অনেক পেয়েছি। তবে সময় সময় মনে হ'ত আমি দাস নই, তাদেরই মত স্বাধীন, আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তখনই ভুলে মর্য্যাদারক্ষার ত্রুটী হোত। আর কর্ত্তব্যের ত্রুটীর বরঞ্চ ক্ষমা আছে, কিন্তু ভৃত্য যে নিজেকে প্রভুর সমকক্ষ বলে মনে করে এটা কোন প্রভুই সহ্য কত্তে পারে না।

দণ্ডক। এত নির্য্যাতন! এত অপমান তুমি সহ্য করেছ!

সত্যদাস। আমার যে অন্য উপায় ছিল না, মহারাজ—তাদের সঙ্গে মিশবার আর কোন উপায়ই ছিল না। নির্য্যাতন, অপমানের সঙ্গে লাভও আমার কম হয় নি। মানুষ মানুষকে কত ঘৃণা কত্তে পারে এও যেমন দেখেছি, মানুষ মানুষকে কত স্নেহ কত্তে পারে এও তেমনি দেখেছি।

দণ্ডক। আর আমরা তোমায় সেখানে যেতে দেব না। দশ বৎসর তোমার পথ চেয়ে আছি, এতদিন পরে যখন পেয়েছি, আর ছেড়ে দেব না। আমারও বয়স হয়েছে এখন তোমাদের হাতে রাজকার্য্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। বহুদিন রাজা হয়ে আছি এখন প্রজা হতে চাই, পরকে শাসন করার দুঃখ থেকে মুক্তি চাই।

সত্যদাস। এর মধ্যে আপনি বিশ্রাম চান, আপনার পুত্র যে বালক।

দণ্ডক। সে বালক বটে, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বালক নয়। সে প্রাপ্তবয়স্ক, উদ্যমশীল, সুশিক্ষিত যোদ্ধা। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে নায়ক হবার উপযুক্ত। এইবার তোমায় কন্যাদান করে তোমার হাতে রাজ্য ও প্রজার ভার দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব। যে বন্ধুত্বের সঙ্গে আমরা জীবন কাটিয়েছি তোমাদের জীবনে তা যেন পূর্ণতা লাভ করে। আজ যদি তোমার পিতা থাকতেন! জীবনের দুঃখই তিনি ভোগ করে

গেলেন, সুখটুকু রেখে গেলেন আমার জন্য। আমি তাঁর হয়ে তাঁর ও আমার সব আনন্দ একাই ভোগ কর্ব্ব।

সত্যদাস। আপনার রাজ্য ও প্রজাদের ভার আমি নেব। তাদের কল্যাণ চেষ্টা আমার জীবনের প্রধান ব্রত হবে। আর আপনার পুত্র। সে হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু আপনার কন্যা, মহারাজ আমায় মার্জ্জনা করুন।

দণ্ডক। সে কি! সেই ত তোমার জীবনের সঙ্গিনী। তোমার পিতা তাকে গ্রহণ করেছিলেন আর তুমিও তার শিক্ষার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছ। তোমারই ইচ্ছায় আমি তাকে তোমার নির্দ্দেশমত শিক্ষা দিয়েছি। সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কত্তে পার্ব্বে আর অবসরকালে বিদ্যাচর্চ্চায় তোমার আনন্দদায়িনী হবে।

সত্যদাস। আপনার কন্যার মত কল্যাণী নারী দ্বিতীয় কেউ আছে বলে জানি না। কিন্তু, মহারাজ আমি তাকে গ্রহণ কত্তে পারি না।

দণ্ডক। কারণ? বল, চুপ করে রইলে যে? দশ বৎসর তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, তোমার মহত্তে মুগ্ধ হয়ে দেশাচারকে উপেক্ষা করে আমি তাকে পুরুষের মত অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছি। আর আজ—

সত্যদাস। আমি ভুল করেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম। বিবাহ বা গৃহধর্ম্ম আমার জন্য নয়, আমায় আমরণ যুদ্ধক্ষেত্রেই কাটাতে হবে।

দণ্ডক। এ স্বাভাবিক অবস্থার কথা নয়, ব্যর্থ প্রেমিকের বাতুলতা। হৃদয়বৃত্তির তুমি অস্বাভাবিক পরিচালনা করেছ। না; ভুল তুমি কর নি। ভুল করেছি আমি, ভুল করেছিলেন তোমার পিতা, চপলমতি বালকের কথায় আমরা যখন তোমায় আর্য্যাবর্ত্তে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলাম। উদ্দাম যৌবনে শত প্রলোভনের মধ্যে ক'জন যুবক নিজেকে সংযত রাখতে

পারে। আমি আমার কন্যার জন্য ভাবি না, প্রয়োজন হলে আমার তরবারী তার অবজ্ঞাত জীবনের অবসান কত্তে পার্ব্বে। কিন্তু তুমি! তুমি একটা রাজ্যের নায়ক, জাতির আশা ভরসা—তোমার পিতা আর আমি তোমায় উপলক্ষ করে দেশের ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছিলাম! না, তুমি বিদেশীর ভাবে ভাবুক। তুমি বেঁচে থাকলে দেশের সমাজ ধ্বংস কর্ব্বে। আমি তোমায় বেঁচে থাকতে দেব না। তুমি সৈনিক, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[ গৃহকোণ হইতে বর্ষা লইলেন। ]

সত্যদাস। তাই হোক, মহারাজ। অপমান, লজ্জার সঙ্গে আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান হোক।

[ তিনি বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া বসিলেন। দণ্ডক তাঁহার বক্ষে বর্ষা লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে তিনি লক্ষ্য সরাইয়া বর্ষা যথাস্থানে রাখিলেন। ]

দণ্ডক। সুন্দর, অকলঙ্ক, নির্ভীক তোমার দৃষ্টি। উচ্ছৃঙ্খল মিথ্যাচারী কখনও এমন নির্ভীক হতে পারে না। আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কন্যাকে চাও না কেন?

সত্যদাস। আমি তার যোগ্য নই, মহারাজ।

দণ্ডক। যোগ্য নও, তোমার চেয়ে যোগ্য পাত্র আর কে আছে? ওঃ, বুঝেছি তোমার অভিমান কোথায়? সে তোমায় অপমান করেছে। আচ্ছা, আমি তাকে শাসন কচ্ছি। কে আছ? কিন্তু এতে তার অপরাধ নেই। সে ত তোমায় কখন দেখে নি, তোমার কথা জানেও না। ( প্রতিহারীর প্রবেশ ) রাজকুমারী!

( প্রতিহারীর প্রস্থান। )

সত্যদাস। মহারাজ, আমি বড় ক্লান্ত। আদেশ করুন, একটু বিশ্রাম করিগে।

দণ্ডক। দাঁড়াও, অপরাধের বিচার হোক। কিন্তু এ তোমার দুর্ব্বলতা। অপমান বোধ করে থাক শাস্তি দিতে পার, জীবনে বিতৃষ্ণা কেন?

সত্যদাস। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমায় স্বদেশে যেতে হবে, এখন একবার আর্য্যাবর্ত্তের এই মহানুভব অতিথির সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক আলোচনা কত্তে চাই।

দণ্ডক। আজই যেতে চাও?

সত্যদাস। হ্যাঁ মহারাজ, বহু কর্ত্তব্য রয়েছে।

দণ্ডক। বেশ, তোমার কর্ত্তব্যপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বড় কঠোর পরিশ্রম তুমি কচ্ছ। অনলস কর্ম্মময় জীবনযাপন আমাদের দেশের রীতি। তবু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে কঠোর পরিশ্রম ছাড়াও জীবনে বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দ চাই। নইলে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আসে অকালমৃত্যু অথবা দুঃখময় অকালবার্দ্ধক্য।

[ সত্যদাসের প্রস্থান। ]

কন্যার বিবাহ দিয়ে এইবার কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হব। সারা-জীবন শুধু যুদ্ধ, হত্যা আর বিভীষিকা। কিন্তু এত বিভীষিকার মধ্যেও যৌবন তার ধর্ম্ম ভোলে নি। বহু কর্ত্তব্য রয়েছে তার প্রথম কর্ত্তব্য গোপনে কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করে তার শ্লীলতার হানি। শাস্তিও কম হয় নি, নির্ম্মম বিচারক শাস্তি দেবার সময় চেয়েও দেখে নি যে, অপরাধ গুরু হলেও অপরাধী সুন্দর যুবক। এই যে মা আমার আসছেন। কিন্তু এ তো বড় সমস্যা দেখছি। প্রস্তাবটা করি কি করে? না, দেখছি বাল্য-বিবাহই ভাল।

( মন্দ্রার প্রবেশ। )

মন্দ্রা। আমায় ডেকেছিলে, বাবা ?

দণ্ডক। হ্যাঁ, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে মা, এইত তোমার উপযুক্ত বেশ।

মন্দ্রা। হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে এই বেশেই থাকব, আর অস্ত্রধারণ কর্ব্ব না।

দণ্ডক। তোমায় অস্ত্রধারণ কত্তে হবে না, তোমার জন্য অস্ত্রধারণ কত্তে পারে এমন বীর স্বামীর হাতেই আমি তোমায় দেব।

মন্দ্রা। বাবা।

দণ্ডক। কি, মা ?

মন্দ্রা। বিবাহ না কল্লে কি চলে না ?

দণ্ডক। বিবাহ না করে পুরুষের চলে কিন্তু তোমাদের চলে না, মা।

মন্দ্রা। কেন বাবা, আমরা কি এত হীন যে পুরুষের পক্ষে যা ইচ্ছা আমাদের তা অলঙ্ঘ্য বিধি।

দণ্ডক। শিশুকাল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই কাটিয়েছি, এসব ভাববার অবসর পাই নি। তবে আচার্য্য মুখে শুনেছি বিবাহ, গৃহসুখ পুরুষকে ক্ষুদ্রত্বে নামিয়ে আনে কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তা উন্নতিকর, মুক্তির কারণ।

মন্দ্রা। এ তাঁদের নারীর প্রতি অবিচার।

দণ্ডক। না মা, এতে নারীরই গৌরব, পুরুষের এ বরঞ্চ দুর্ব্বলতা। কর্ম্মের বেগ, মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা তারা দমন কত্তে পারে না। নারীর এই স্বাভাবিক গৃহপ্রীতি তার প্রবল বেগ ধারণ করে তাকে সহজ কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, নইলে তারা উন্নতি বা অধঃপাতের চরম সীমায় চলে যায়। কিন্তু তোমার এসব কথা কেন, মা ?

মন্দ্রা। আমি বিবাহ কর্ব্ব না।

দণ্ডক। বিবাহ কর্ব্বে না! সে কি?

মন্দ্রা। আমায় ক্ষমা কর বাবা, আমি পার্ব্ব না।

দণ্ডক। তুমি শিশু নও যে তোমার কথামত আমার সম্ভ্রম নষ্ট কত্তে হবে। আমি কথা দিয়েছি। তুমি জাননা আজ দশ বৎসর আমি সত্যবদ্ধ। না, এ হতে পারে না, রাজকন্যা বলে তোমার জন্য পৃথক নিয়ম হবে না।

মন্দ্রা। তোমার এ সত্য আমি রাখতে পার্ব্বনা, বাবা। তুমি আমায় এ লজ্জার হাত থেকে বাঁচাও।

দণ্ডক। কেন? এতে লজ্জা কিসের? (মন্দ্রা নতমুখে নীরব রহিলেন) বল, চুপ করে রইলে কেন? আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি তুমি আমার কাছে কিছু গোপন কচ্ছ। কুমারী কন্যা তুমি, পিতার কাছে তোমার কিছুই গোপন থাকতে পারে না। আমায় সংশয়ে রেখ না। বল, কেন তুমি বিবাহ কত্তে চাও না? তুমি ত কোনদিনই এমন অবাধ্য ছিলে না।

মন্দ্রা। এ বিবাহ্ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দণ্ডক। সম্ভব নয়। বুঝেছি, তোমার ভীরু দৃষ্টি, তোমার নত-শির তোমার অন্তরের গোপন কথা স্পষ্ট প্রকাশ কচ্ছে। তুমি নারী-ধর্ম্মের অবমাননা করেছ যা দেশের ভিখারিণীর কন্যাও করে না।

মন্দ্রা। বাবা। ( কাঁদিয়া ফেলিলেন। )

দণ্ডক। কে তোমার বাবা। আমি রাজা, তোমার বিচারক। রাজকন্যা তুমি, দেশের সকল কন্যার আদর্শ। তোমার শাস্তিও হবে আদর্শ—মৃত্যু। যাও। ( মন্দ্রার প্রস্থান )

আমার অনুমান সত্য। নইলে এমন কি গোপন কারণ থাকতে পারে যা তুমি আমার কাছে বলতে পার না। কন্যাস্নেহে আমি রাজধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তোমার চোখের জল আমায়—না, আমি এ দুর্ব্বলতা জয় কর্ব্ব। মাতৃহারা কন্যা, আমি তোমায় এতটুকু থেকে মায়ের অভাব বুঝতে দিই নি। আজ যদি তার মা থাকত! কন্যার দুঃশীলতায় সেও কত ব্যথা পেত। কে জানে, হয়ত সে তার কন্যাকে নিষ্ঠুর পিতার কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে যেত। সেই ভাল, রাজ্য, দেশ, কর্ত্তব্য, বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি সব যাক, আমি আমার নিষ্ঠুরতার কাছ থেকে পালিয়ে যাই। [ আসনে বসিয়া পড়িলেন। ] ওরে, আমি শুধু রাজা নই, পিতা নই, আমি যে তোর মা। [ আসনে মুখ লুকাইলেন। ]
( সত্যদাসের প্রবেশ। তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পৃষ্ঠে হাত দিলেন। ) কে! কে তুমি? ওঃ তুমি, তুমি আমার দুর্ব্বলতা দেখে—( তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ) বন্ধু, আমি তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তোমার পুত্রকে কন্যা দিতে পারি নি। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। তার রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।

সত্যদাস। আপনি শান্ত হোন। আমি আপনার বন্ধু নই।

দণ্ডক। ওঃ তুমি, বৎস তুমি। আমি তোমায় চিন্তেই পারি নি। এত রুগ্ন হয়ে গেছ।

সত্যদাস। আপনি এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করুন।

দণ্ডক। ঠিক বলেছ, এ দুর্ব্বলতা। স্নেহে অন্ধ হয়ে বড় ভুল করেছি। শাসন না করে তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছি, আর ভুল কর্ব্ব না।

সত্যদাস। সে আমার শিষ্যা, তার জন্য যা দুঃখ, যা শাস্তি আমিই নেব, আপনি স্থির হোন।

দণ্ডক। স্থির হব! তুমি জান না, সে কত বড় অপরাধ করেছে।

সত্যদাস। জানি, অপরাধ হয়ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য সে দায়ী নয়।

দণ্ডক। যেই দায়ী হোক, অপরাধ'ত সেই করেছে আর সে অপরাধে আমার হৃদয়ের শান্তি চলে গেছে। কন্যার দুঃশীলতায় পিতৃহৃদয়ের দুঃখ তুমি বুঝবে না। যে দেশের নারী পবিত্রতার আদর্শ—আনন্দ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জ্জন দিয়ে পতি পুত্রের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করে নিজের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান কিছুই দেখে না—তুমি আর্য্যাবর্ত্তে জীবন কাটিয়েছ, তুমি আমার দেশের নারীকে চেন না। কর্ম্মক্লান্ত পতিপুত্রের দিবসের সমস্ত ক্লান্তি তারা প্রীতির স্নিগ্ধ ধারায় ধুইয়ে দেয়। কঠোর জীবন সংগ্রামের পরাজয়ের গ্লানিতে হৃদয় যখন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, সে বিষের জ্বালা নীরবে বহন করে আমার দেশের মাতা, পত্নী, ভগ্নী। শুধু বহন করে না, সে বিষ তারা নিজেদের পবিত্রতায় অমৃতে পরিণত ক'রে পরদিনের সংগ্রামকে মধুময় করে। হীন লালসা চরিতার্থতার আনন্দ মনের কোণে জাগবার অবসর কোথায়? সেই দেশের রাজকন্যা।

সত্যদাস। আমি আর্য্যাবর্ত্তবাসী, সেখানে পুরুষেরা নারীর পূজা করে থাকে, তাই সে দেশের নারী সদাহাস্যময়ী, পুরুষের হৃদয়ানন্দদায়িনী। কঠোর শাসনে আমরা নারীকে পবিত্রা, কর্ম্মিষ্ঠা করে তুলতে পেরেছি বটে, কিন্তু তাদের মুখে সে হাসি ফোটাতে পারি নি। এই উভয় ভাবের যদি মিলন হত! না, তা হয় না। কঠোর শাসন ব্যতীত পবিত্রতা রক্ষা হয় না, আর প্রণয়ের দাসত্ব ভিন্ন জীবনও মধুময় হয় না। আমরা জীবনের সুখ চাই না, আমাদের সন্তানদের জীবন গৌরবময় কত্তে সে সুখ আমরা

বিসর্জ্জন দেব। নারীর মাতৃত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন হলে তাদের কঠোর শাসন কত্তে কুণ্ঠিত হব না।

দণ্ডক। তুমি সত্য বলেছ। দেখছি আর্য্যাবর্ত্তের শিক্ষায় তোমার জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নি। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। নইলে আমার এই দুর্ব্বলতায় দেশের নারীধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হবে। এমন শাস্তি আমি তাকে দেব যেন আমার রাজ্যে আর কোন নারী এ দুঃসাহস না করে। যে অপমান, যে দুঃখ, যে জ্বালা আমি পেলাম যেন আর কোন পিতা, কোন পতি না পায়। সে আমার কন্যা নয়, আমার কলঙ্ক।

সত্যদাস। সে আমার শিষ্যা, আমার গর্ব্ব। ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমিও তাকে রূঢ় তিরস্কার করেছিলাম, তবু সে নির্ভীকচিত্তে আমার কাছে সত্যপ্রকাশ করেছিল। সত্যের জ্যোতিতে তার মুখে কি অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটে উঠেছিল—মহারাজ, আমার শিক্ষা ব্যর্থ নয়। অপরাধ যাই হোক, সে নিষ্পাপ।

দণ্ডক। তবে কি তুমি তার শাস্তি অনুমোদন কর না?

সত্যদাস। না।

দণ্ডক। তুমি কি আমাকে এত বড় একটা অপরাধের প্রশ্রয় দিতে বল! (সত্যদাস নীরব রহিলেন।) ভাবছ, আমি কি নিষ্ঠুর! আমায় ভুল বুঝ না, বৎস! পৃথিবীর যে কোন পিতার চেয়ে, আর্য্যাবর্ত্তের পিতাদের চেয়ে আমি আমার কন্যাকে কম ভাল বাসি না। তার অশ্রু আমায় কম বিচলিত করে নি। কিন্তু আমি রাজা, আর সে অপরাধ করেছে।

সত্যদাস। আমি রাজধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম বা স্নেহের বিচার কচ্ছি না, মহারাজ। তার সম্বন্ধে এ আমার নিজের কথা। এখন তার অপরাধের

বিষয় ভাববারও অবকাশ নেই। বিচার যদি কর্ত্তেই হয়, আর্য্যাবর্ত্তের এই মহানুভবের কার্য্য শেষ হয়ে গেলে কল্লেই চলবে।

দণ্ডক। তুমি ঠিক বলেছ, এখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য তাই। তা, তুমি কি আজই যাবে?

সত্যদাস। হ্যাঁ, মহারাজ, আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিনিধির সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি যাব। মহারাজের সম্মতি পেলে যুবরাজকে সঙ্গে নেব। আর্য্যাবর্ত্তের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি শিক্ষা তার প্রয়োজন।

দণ্ডক। তাকে তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তুমি কি তাকে আর্য্যাবর্ত্তে নিয়ে যেতে চাও।

সত্যদাস। না মহারাজ, তার শিক্ষার ব্যবস্থা আমি আমার কাছেই কর্ব্ব। আর্য্যাবর্ত্তে আমি একাই যাব, ফিরতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। ইতিমধ্যে মহারাজ পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহে দূত প্রেরণ করে তাঁদের প্রতিনিধিদের এখানে আনার ব্যবস্থা করুন। আদেশ হলে প্রাথমিক আলোচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা করি, তাঁরাও এ বিষয় একটু ব্যগ্র।

দণ্ডক। বেশ, তুমি তাঁদের এখানেই নিয়ে এস। [ সত্যদাস দ্বার পর্য্যন্ত গেলে ] হ্যাঁ শোন, সত্যই কি সে নিষ্পাপ?

সত্যদাস। আমি জানি সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

দণ্ডক। বড় নিষ্ঠুর ভৎর্সনা করেছি, তার সদাহাস্যময় মুখে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি কি এখনও তাকে পূর্ব্বের মত—

সত্যদাস। পৃথিবীর যে কোন নারীর চেয়ে আমি তাকে অধিক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মহারাজ, আমার অনুরোধ এ বিষয় আর কোন আলোচনা করবেন না। ( প্রস্থান। )

দণ্ডক। অপরাধ করেছে, অথচ নিষ্পাপ। না, এ হতে পারে না। তার নিজের মুখ থেকে আমায় সব শুনতে হবে। কে আছ? এখনই হয়ত আর্য্যাবর্ত্তের অতিথিরা এসে পড়বেন। (প্রতিহারীর প্রবেশ।) না, তুমি যাও। (প্রতিহারীর প্রস্থান।)

না, এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর্ত্তে হবে। আর্য্যাবর্ত্তরাজের সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়ে গেলে প্রকাশ্য বিচারে তার শাস্তি দেব। তারপর পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আমি সন্ন্যাস নেব।

(জনৈক বিন্ধ্যবাসী যোগীর প্রবেশ। )

যোগী। বৎস!

দণ্ডক। ভগবন্ আপনি! কি সৌভাগ্য! আপনি আমার গৃহে।
[ সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম করিলেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে তাঁহাকে উঠাইলেন। ]

যোগী। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি, বৎস।

দণ্ডক। আপনার প্রয়োজন—আমার কাছে? না, পিতা, আমি বুঝেছি আমার এই বিষমকালে আপনি আমায় শাস্তি দিতে এসেছেন।

যোগী। শাস্তি! না বৎস, শাস্তি তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের জন্য শুধু সংগ্রাম আর তার সুখ, দুঃখ ও আনন্দ। আমি নিজের প্রয়োজনেই এসেছি। আর্য্যাবর্ত্ত থেকে কি মহর্ষি সিদ্ধকামের পুত্র এসেছেন?

দণ্ডক। আর্য্যাবর্ত্ত থেকে দু'জন অতিথি এসেছেন কিন্তু তাঁদের পরিচয় নিই নি।

যোগী। বহুদিন তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। সেই প্রথম যৌবন থেকে, আজ বার্দ্ধক্যও যেতে বসেছে।

দণ্ডক। প্রভু!

যোগী। তুমি আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছ ?

দণ্ডক। ইনি তরুণ যুবক।

যোগী। হ্যাঁ, মাত্র দ্বাবিংশবয়স্ক।

দণ্ডক। আপনি তাঁকে চেনেন ?

যোগী। এঁর পিতা যে আমাদের সম্প্রদায়ের ছিলেন। অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তাঁর এত প্রবল অনুরাগ ছিল যে তিনি শিষ্যের সন্ধানে সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটনের সঙ্কল্প করেন।

দণ্ডক। এরূপ অদ্ভুত সঙ্কল্পের কারণ ?

যোগী। কোনরূপে আমরা জানতে পারি যে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। মহর্ষি সেই ভবিষ্য মহামানবের শিক্ষার জন্য তাঁর সন্ধানে পৃথিবী পর্য্যটনে বার হন। পরে তাঁরই কাছে শুনতে পাই যে তিনি এক সর্ব্বসুলক্ষণা কুমারীকে সেই মহামানবের জননী বলে স্থির করেন এবং কন্যার পিতার অনুরোধে নিজেই তাঁকে বিবাহ করেন। পুত্রের শিক্ষা কিন্তু তিনি নিজে দিতে পারেন নি। কঠোর পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষে তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁর এক শিষ্যকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

দণ্ডক। প্রভু, তাহলে আর্য্যদের মধ্যেও আপনাদের সম্প্রদায়ের লোক আছেন।

যোগী। বৎস, আমরা আর্য্য নই, অনার্য্য নই, আমাদের গৃহ বা সমাজ নেই। সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আমাদের স্বজন। ইহলোকে যা কিছু সুখ দেখা যায়, সর্ব্ব দেশের সর্ব্বশাস্ত্রে যে সব পারলৌকিক

সুখের কথা শোনা যায়, তার ঊর্দ্ধে কিছু আছে কিনা তারই সন্ধানে আমরা সর্ব্বত্যাগী। আর্য্যরা আমাদের এই ত্যাগশীলতা অনুমোদন না কল্লেও আমাদের শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মনীষী আছেন যাঁরা সমাজ স্থিতির জন্য হিংসাত্মক যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কল্লেও আমাদেরই মতন সেই সুদুর্লভ সুখের কামনা করে থাকেন, পুত্রকন্যাদের শৈশবে ও প্রথম যৌবনে আমাদের মতন কঠোর ব্রতে রাখেন এবং নিজেরা শেষ জীবনে পূর্ণরূপে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করেন। মহর্ষি সিদ্ধকাম তাঁদেরই একজন।

দণ্ডক। কিন্তু ইনিই যে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—

যোগী। আমাদের ভুল হতে পারে। তবে ইনি যে একজন মহাপুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, বৎস। এখন বিদায়।

দণ্ডক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই—

যোগী। না, বৎস। সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত গৃহী বা কর্ম্মীদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত আমাদের নিষিদ্ধ। তাদের মনে অকালে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। অবিকল মহর্ষির প্রতিচ্ছবি। তবে আরও উজ্জ্বল।

( প্রস্থান )

(সত্যকাম, সোমদত্ত ও সত্যদাসের প্রবেশ )

সত্যকাম। আপনাদের প্রস্তাব অতি সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত। আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষ থেকে আমি এ প্রস্তাবের অনুমোদন কচ্ছি, মহারাজ।

[দণ্ডক তাহাকে স্বীয় আসনে বসাইলেন ও সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ]

যে মিলন যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে আজ আমরা সমবেত হয়েছি তার ফল স্থায়ী কত্তে উভয় দেশের কল্যাণকামী জনগনের পরস্পরের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ প্রয়োজন। আর্য্যাবর্ত্ত থেকে শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসবেন আর এদেশের কৃষি ও শিল্পজ্ঞরা আর্য্যাবর্ত্তে যাবেন। সেখানে তাঁরা আর্য্যপ্রজার মত সসম্মানে বাস কত্তেও পাবেন।

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা এখানে আচার্য্যের মত সম্মান পাবেন। কিন্তু তাঁরা যেন ব্যাপকভাবে হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি না করেন। এদেশের যে সব প্রজারা সেখানে যাবেন বা বাস কর্ব্বেন তাঁরা সেখানে ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে আচার্য্যের মত এবং ক্ষাত্রশক্তিকে রক্ষকের মতই সম্মান কর্ব্বেন। শূদ্র বা দাস বলে কোন জাতি থাকবে না।

সত্যকাম। অতি সমীচীন প্রস্তাব। ব্রাহ্মণ দেশের শিক্ষার ভার নেবেন, ক্ষত্রিয় দেশ রক্ষা কর্ব্বেন। কৃষি ও শিল্পের ভার থাকবে উভয় দেশের মিলিত এক সম্প্রদায়ের হাতে। তবে আপনার শেষ প্রস্তাব— শত বৎসরের দাসত্বের ফলে আর্য্যাবর্ত্তের শূদ্রেরা স্বাধীনভাবে বিচরণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অপরের সেবা করে নিশ্চিন্তে জীবিকা অর্জ্জনে তারা অভ্যস্ত। জীবনযাত্রার নব নব কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে ফলের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের দায়িত্ববহনে তারা অক্ষম, চাইবেও না। স্বাধীনতার উপাসক আমি, দাসজীবিকে অপর তিন শ্রেণীর মত সামাজিক সম্মান দিতে চাই না। তাতে তাদের কল্যাণ হবে না। গুণ ও কর্ম্মের উন্নতির প্রচেষ্টা থাকবে না, অপরের বুদ্ধির দাসত্বও কখন যাবে না। তবে বর্ত্তমান ক্রীতদাস প্রথা বা আমরণ শূদ্রত্ব থাকবে না, যোগ্যতার দ্বারা স্বাধীন জীবনযাত্রার ও ঋষিত্ব লাভের সুযোগ তারা পাবে।

দণ্ডক। আপনার কথায় পরম আনন্দ পেলাম। আপনি এখন কিছুদিন আমাদের এখানে থাকুন, আপনার সঙ্গ বড় মধুর।

সত্যকাম। আপনাদের সঙ্গও আমার লোভনীয়; তবু আমায় আপনাদের ছেড়ে যেতে হবে। এক দুর্নিবার কামনা আমায় উন্মাদ করেছে। আমি চাই সমগ্র দেশের জন্য এক ঋষি, এক আচার্য্য, একই প্রকার রাষ্ট্র ও সমাজ বিধি, এক পারলৌকিক আদর্শ। সে আদর্শের পথে আসবে দেশের ঐশ্বর্য্য, প্রজার শক্তি, সমাজের শৃঙ্খলা, রাজার ত্যাগ ও পুণ্য, আচার্য্যের জ্ঞান ও ঋষির মোক্ষ। সে ঋষির সন্ধান আজও পাই নি, তিনি ভবিষ্যতে আসবেন। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এবার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে যাব।

দণ্ডক। আমি কিন্তু সে ঋষির সন্ধান পেয়েছি। আর আপনাকে পথের কষ্ট দেব না। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের নায়কদের আমন্ত্রণ করে এখানেই আনবার আয়োজন কচ্ছি।

[ প্রস্থান। ]

সত্যদাস। আশা করি আপনার কাজ এখান থেকেই হবে। মাসান্তে আপনি আর্য্যাবর্ত্তে ফিরতে পার্ব্বেন। হ্যাঁ, আপনার সে আঘাতের বেদনা বেশ নিরাময় হয়েছে তো?

সত্যকাম। সামান্য আঘাত, আমি বেশ সুস্থ হয়েছি।

সত্যদাস। রমণীর কোমল হস্তের আঘাত, গুরু না হবারই কথা।

সত্যকাম। রমণী হস্তের?

সোমদত্ত। হ্যাঁ, লৌহশর, কটাক্ষশর, নয়। বন্ধু, কবিতার এত বড় অপমান অসহ্য।

সত্যকাম। বন্ধু, আমি ব্রহ্মচারী; আমায় এ পরিহাস—

সত্যদাস। পরিহাস নয়, এ সত্য। আপনি শুধু ব্রহ্মচারী নন,

আপনি ঋষি, আপনার হৃদয় সত্যময়, সেখানে ভ্রান্তির স্থান নেই। এই কুমারী বা আপনার হৃদয়ের কি সত্য জানিনা, তবে বাইরের সত্য এই। সে সত্য এই কুমারীর জীবন আপনার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে।

সত্যকাম। আমার হৃদয়ের সত্য! [ তিনি ধীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ] বন্ধু, আমি আমার হৃদয়ে কারও প্রতি প্রীতির কোন বৈশিষ্ট্য দেখছি না। তবু এ বড় দুঃখময় সমস্যা। গৃহহীন ব্রহ্মচারী আমি, আমার জীবনের পথে—হয়ত এই কুমারীকে আমারি মত আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে থাকতে হবে।

( প্রস্থান )

সোমদত্ত। প্রীতির কোন বৈশিষ্ট্য নেই, অথচ সমস্যা এত গভীর যে উভয়কেই হয়ত আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে থাকতে হবে। সুন্দর! বন্ধু, অনঙ্গের ফুলশর দার্শনিক অন্তরও বিচার করেনা। হতভাগ্য কবি, শুধু সুরা, কাব্য আর নৃত্য।

সত্যদাস। তীক্ষ্ণ শর বুকে নিয়ে যদি নারীর ক্রোড়ে মাথা রাখতে পারা যায়, আর সেই সময়ে যদি অলক্ষ্যে অধরে অধর মিলে যায়—বড় রমণীয়, বন্ধু। (উচ্চহাস্য করিলেন।) না, বন্ধু, এর চেয়ে কাব্য আর সুরা ভাল। পুষ্পধন্বা অন্ধ, তার একটা কোমল শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দূরে কারও হৃদয়ে লৌহশর হয়ে বিঁধতে পারে।

সোমদত্ত। বন্ধু, তুমি এ কি কল্লে?

সত্যদাস। কি?

সোমদত্ত। তুমি এই কুমারীকে ভালবাস?

সত্যদাস। আমি তাকে ভাল করে দেখিও নি। তবে দশ বৎসরের পরিচয়—ভালবাসা! বন্ধু, ও জিনিষটা ভাল বুঝি না, বুঝতেও চাই না।

সোমদত্ত। বুঝেছি, সেদিনের বনপথের সেই ঘটনা। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, সত্য বলবে ?

সত্যদাস। মিথ্যা বলব কেন ? তুমি আমার বন্ধু।

সোমদত্ত। তুমি কি তাকে এখনও ভালবাস ?

সত্যদাস। বাসি, কিন্তু সত্যকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসি। নিজের সত্যের চেয়ে তার সত্যের বেশী মর্য্যাদা করি।

সোমদত্ত। কিন্তু এ কপট সত্য। সে এই ঋষিকে ভাল নাও বাসতে পারে। হয়ত একটা সাময়িক আকর্ষণ। তার জন্য তুমি তোমার ভালবাসার অপমান কর্ব্বে ? শুধু একটা কথার জন্য নিজের হৃদয় ধ্বংস কর্ব্বে ?

সত্যদাস। একটু কপটতা, একটু মিথ্যা—হয়ত আমার জীবন মধুময় হয়ে যেত। না, আমি হৃদয়কে কথার সত্যেরই বশীভূত রাখতে চাই। নইলে ভালবাসার মোহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধু, এসব কথা একেবারেই থেমে যাক। এখন আমায় বিদায় দিতে হবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করব। ইচ্ছা আছে একবার আর্য্যাবর্ত্তে যাব।

সোমদত্ত। আর্য্যাবর্ত্তে যাবে ? চল, আমিও সঙ্গে যাব।

সত্যদাস। সে কি, অসহায় বন্ধুকে একা ফেলে যাবে ?

সোমদত্ত। তিনি আর এখন একা নন, বন্ধু। আমার সঙ্গ তার চেয়ে অন্য এক একার বেশী প্রয়োজন। ( প্রস্থান )

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্ত, সুন্দর আর্য্যাবর্ত্ত! আমার শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা ও আনন্দ। আজ সারা পৃথিবীতে শুধু তোমারই এক জীর্ণ কুটীর আমার বলতে আছে। [ ধীরে ধীরে কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। ] ( পশ্চাৎ হইতে মন্দ্রার প্রবেশ। )

মন্দ্রা। শোন।

সত্যদাস। কে তুমি? ঘোর অন্ধকারে স্নিগ্ধ জ্যোতির মত কে তুমি দেবী?

মন্দ্রা। স্তুতিতে কাজ নেই, আমি রাজকন্যা।

সত্যদাস। তুমি রাজকন্যা, ও তুমি।

মন্দ্রা। তুমি বীর, দেশের আশা ভরসা। দেশের সর্ব্বত্র তোমার যশ, আর আমি—

সত্যদাস। তুমি দেশের রাজকন্যা।

মন্দ্রা। হ্যাঁ অপরাধিনী রাজকন্যা, তোমরা আমার শাস্তিবিধান করেছ—আমায় মর্ত্তে হবে। তবে শিশুকাল থেকে যুদ্ধ কর্ত্তে শিখেছি, যুদ্ধ করে মর্ত্তে চাই। আমি প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারই সঙ্গে যুদ্ধ করে মর্ব্ব। আমার রক্তে তোমাদের দেশের নারীসমাজের গৌরব রক্ষা করো।

সত্যদাস। রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ!

মন্দ্রা। লজ্জা হয়, কিন্তু নারীকে হত্যা কর্ত্তে বোধ হয় লজ্জা হয় না।

সত্যদাস। আমাদের সম্মুখে এখন দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যা। আমি মিনতি কর্চ্ছি, অন্ততঃ আর্য্যাবর্ত্তের অতিথিরা না যাওয়া পর্য্যন্ত এসব কথা থাক।

মন্দ্রা! তাদের সামনে আমায় হত্যা কর্ত্তে তোমাদের বাধবে। পাছে তোমরা যে তাদের চেয়ে হীন এ সত্য তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সত্যদাস। রাজপুত্রি, আর্য্যাবর্ত্তের অলস সুরাপায়ী রমণীর চাটুকার বিলাসী পুরুষদের সঙ্গে তুমি আমার দেশের—না, আমরা হীন,

কাপুরুষ। পিতৃপুরুষদের দেশ তাদের কাছ থেকে রক্ষা কত্তে পারি নি, পুত্রসম প্রিয় প্রজারা তাদের ক্রীতদাস—পৌরুষের সে দৈন্যের লজ্জায় আমাদের মাথা মাটীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সে মর্ম্মজ্বালার কথা—তুমি—তুমি আমার দেশের মেয়ে—তুমিও যেন বলো না।

(প্রস্থান।)

মন্ত্রী। বেশ, মর্ব্বার আগে এই মহৎ কার্য্যে যতটুকু পারি সাহায্য কর্ব্ব। (প্রস্থান।)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ফাল্গুনী-পূর্ণিমার পূর্ব্বাহ্ণ

আর্য্যাবর্ত্তের রাজসভা

আদিত্যকীর্ত্তি, বেদজ্যোতি, অমাত্যগণ ও ভট্টরাজ

বেদজ্যোতি। আপনার অভিযোগ যে সত্য তার কোন প্রমাণ নেই, ভট্ট।

ভট্টরাজ। বলেন কি আচার্য্য! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি।

আদিত্যকীর্ত্তি। সত্যই আচার্য্য, ভট্টের অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। তিনি যুবরাজের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি যা বলবেন তাই ত প্রমাণ।

ভট্টরাজ। তাঁর উপর লক্ষ্য রাখার জন্যই ত আমায় তাঁর সঙ্গে

পাঠান হয়েছিল। সে কর্ত্তব্য আমি সুচারুরূপে পালন করে এসেছি, মহারাজ।

বেদজ্যোতি। লক্ষ্য রাখার অর্থ যে তাঁর ছিদ্রান্বেষণ তা আমরা তখন বুঝি নি। আপনি বিচক্ষণ, বহুদিন থেকে নিজের কর্ম্মদক্ষতা দেখাবার সুযোগ চেয়ে আসছেন, তাই আমরা আপনাকে এ যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের শাস্ত্রোপদেষ্টা রূপে—যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুর দৃশ্যের মধ্যে তাঁর বিক্ষিপ্তচিত্তকে কোমল ও সরস রাখবার জন্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্য আপনি এমন সুন্দরভাবে পালন করেছেন যে তিনি আজ বিদ্রোহী।

ভট্টরাজ। শেষে আমারই অপরাধ! এ আমি আগেই জানতাম। যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষ ত আমারই হবে। ব্রাহ্মণী তখনই নিষেধ করেছিলেন, আমিই শুধু মহারাজের অকল্যাণ ভয়ে অভিযোগ আনলাম। কোথায় পুরস্কার পাব—

বেদজ্যোতি। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না ভট্ট, আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তবে যুবরাজের মত শিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তি যে আর্য্য-বিরোধী হয়েছেন, এ সংবাদ সত্যই আশ্চর্য্যজনক। ভট্ট, তিনি আমার শিষ্য।

ভট্টরাজ। আপনার শিক্ষা পেয়েও যে তিনি এমন কার্য্য করবেন তা কে জানত? কুসঙ্গ, আচার্য্য কুসঙ্গ।

অমাত্য। বিদ্রোহ করার পূর্ব্বে ত তিনি ভট্টরাজের সঙ্গেই ছিলেন।

২য় অমাত্য। অনার্য্য দেশ—সু-কু হতে কতক্ষণ?

ভট্টরাজ। আমি তাঁকে কত সদুপদেশ দিয়েছি কিন্তু তিনি কি

সৎকথায় কর্ণপাত করেন ? তাঁর প্রতি শুধু আপনাদেরই স্নেহ আছে, আমার নেই ?

আদিত্যকীর্ত্তি। স্নেহের জন্য আমরা অবিচার কত্তে পারি না, আচার্য্য।

বেদজ্যোতি। স্নেহের কথা আমিও বলি না, মহারাজ। সত্যের প্রতিষ্ঠা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

[ জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ। প্রতিহারী রাজসমীপে পত্র রাখিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া প্রতিহারীর দিকে চাহিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। সসম্মানে তাঁদের এখানে নিয়ে এস।

( প্রতিহারীর প্রস্থান। )

বড়ই শুভ সংবাদ। আমাদের প্রতিনিধি অনার্য্যদেশে প্রচুর সম্মান লাভ করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে। এই তাঁর পত্র। [ বেদজ্যোতিকে পত্র দিলেন। তিনি উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ]

বেদজ্যোতি। আজ আমার মত সুখী কে! তার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হোক। অমাত্যগণ, এই তরুণ ঋষি যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু আমার নয়, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব।

( প্রতিহারীর সহিত সোমদত্ত ও সত্যদাসের প্রবেশ। )

সোমদত্ত। মহারাজ, ইনি অনার্য্যদেশের প্রতিনিধি, এঁরই উদ্যোগে মিলন প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

আদিত্যকীর্ত্তি। আর্য্যাবর্ত্তে আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

সত্যদাস। আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষ থেকে এই মিলনপ্রচেষ্টায় আমরা

বড়ই আশ্বাস পেয়েছি। শান্তির কথাবার্ত্তা সব স্থির হয়েছে। আশা করি পরস্পরের বিরোধের অবসানের বার্ত্তা নিয়ে আপনাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই স্বদেশে ফিরে আসবেন।

বেদজ্যোতি। বড়ই আনন্দের কথা। যুদ্ধে যে পক্ষেরই লাভ হোক, শিক্ষাব্রতী আমরা, আমাদের শুধু ক্ষতি। পরস্পর বিদ্বেষের জন্য দেশে সুখে বাস কত্তে পারি না বা শিক্ষা প্রচারের জন্য নির্ভয়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ কত্তে পারি না।

সত্যদাস। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে আপনারা আমাদের দেশে নির্ভয়ে বিচরণ কত্তে পাবেন, আর আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পজীবী প্রজারা এখানে শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত কত্তে, ইচ্ছা কল্লে বাস কত্তে পাবেন।

বেদজ্যোতি। সুন্দর ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণের পক্ষে শিক্ষা প্রচারের জন্য নির্ভয়ে বিচরণ কত্তে পাওয়ার মত আনন্দ আর কিসে?

ভট্টরাজ। সুন্দর ব্যবস্থা! পণ্ডিতমূর্খ আর কাকে বলে? বন্য-দেশে ব্রাহ্মণেরা যাবেন যজ্ঞ কত্তে। দক্ষিণা যা পাবেন তা জানা আছে। বর্ব্বরেরা আমাদের মেরেই খেয়ে ফেলবে। একবার গিয়ে যা শিক্ষা হয়েছে। ব্রাহ্মণীর পুণ্যবলে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি; মেরে ফেলেছিল আর কি! বাবা, ম'লে কি আর বাঁচতাম!

সোমদত্ত। ব্রাহ্মণীর পুণ্যবলে আপনি দীর্ঘজীবী হোন। কিন্তু মাভৈঃ, বন্য বর্ব্বরদের মানুষ মেরে খেতে দেখি নি। বিদেশী অতিথির সমাদর কত্তেই দেখেছি। ব্রাহ্মণেরা সেখানে গেলে, মর্ব্বেন না। আর না ম'লে, বেঁচেই থাকবেন।

আদিত্যকীর্ত্তি। আপনারা তাদের কাছে নিষ্ঠুর ব্যবহার পান নি ? আমাদের কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বরাবর ভিন্ন ধারণা ছিল।

সত্যদাস। মহারাজ, আমরা শান্তিপ্রিয় শিল্পজীবী। নিষ্ঠুরতা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। সম্ভবত পার্ব্বত্য হিংস্র আরণ্য জাতিদের দেখে আপনারা এ দেশের সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে একই ধারণা করেন।

আদিত্যকীর্ত্তি। তা হতে পারে। আমাদের প্রতিনিধি ফিরে এলে আমরা ঘোষণা করে সমস্ত বিষয় সকলকে জানাব। ততদিন আপনি রাজঅতিথিরূপে এখানে থাকুন।

সোমদত্ত। না মহারাজ, ইনি আমার বন্ধু, আমারই অতিথি।

সত্যদাস। আমায় আজই স্বদেশে ফিরতে হবে, মহারাজ। বিরোধের অবসানে আর্য্যাবর্ত্তের আতিথ্য গ্রহণের অনেক সুযোগ পাব।

ভট্টরাজ। বিচার কি তাহ'লে আজ আর হবে না, মহারাজ ?

আদিত্যকীর্ত্তি। কেন হবে না, ভট্ট। এ প্রকাশ্য বিচার, বিদেশী অতিথি দেখতে পারেন। কিন্তু আপনি যুবরাজের সম্বন্ধে ঠিক কিছুই বলতে পাচ্ছেন না। অত সৈন্য নিয়ে তিনি যে বন্দী হয়েছেন এ আমারও বিশ্বাস হয় না। তিনি বিদ্রোহ কত্তে পারেন।

ভট্টরাজ। আপনি ঠিক বুঝেছেন, মহারাজ। এ রাজনীতি, পুঁথিঘাঁটা বুদ্ধিতে এ-সব বোঝা যায় না, আচার্য্য।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু—

ভট্টরাজ। এতে আবার কিন্তু কেন, মহারাজ ?

আদিত্যকীর্ত্তি। তা না হতেও পারে। তিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে দেশে ফিরতে পারেন।

অমাত্য। আর ফিরে এসে যদি দেখেন যে তিনি স্বদেশে বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত, তাহ'লে ভট্টরাজের রাজনীতিজ্ঞানের খুব প্রশংসা কর্ব্বেন না নিশ্চয়।

ভট্টরাজ। ফিরে তিনি আসবেন না, যদি আসেন তবে সৈন্য নিয়েই আসবেন—আর্য্যাবর্ত্তের সিংহাসন অধিকার কত্তে।

অমাত্য। সে জন্য আমরাও ভীত নই। সসৈন্যে যদি তিনি আসেন তবে দেখে যাবেন আর্য্যাবর্ত্তে তাঁর মত সৈন্যাধ্যক্ষ আরও আছে।

ভট্টরাজ। আমিও ত তাই বলি, আপনারা আমাদের রক্ষক। নইলে বর্ব্বরদের হাতে এতদিন করে মরে যেতাম। মহারাজ, বিদ্রোহ যে তিনি আজ করেছেন তা নয়; বহুদিন থেকে এই আর্য্যাবর্ত্তে বসেই তিনি এই ষড়যন্ত্র করে আসছেন। তাঁর এক অনার্য্য ভৃত্য এ বিষয়ে প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতা।

সত্যদাস। অনার্য্যভৃত্য!

ভট্টরাজ। হ্যাঁ, তোমারি স্বজাতি এক বর্ব্বর যুবক। দেখতেও অবিকল তোমারই মত।

সত্যদাস। আমারই মত? আমি নই ত'?

ভট্টরাজ। না, তুমি নও। দেখতে তোমার মত হলেও তার বয়স তোমার চেয়ে অনেক কম। আর বর্ব্বরদের আকৃতির বিশেষত্বও কিছু বোঝা যায় না।

বেদজ্যোতি। ভট্ট, ইনি আমাদের অতিথি, এঁর অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

ভট্টরাজ। অমর্য্যাদা কর্ব্ব না! বর্ব্বর আমায় বন্দী কত্তে চেয়েছিল। জানেন আচার্য্য, বর্ব্বর আমায় বন্দী কত্তে চেয়েছিল!

অমাত্য। কিন্তু তার জন্য এঁকে অপমান করার কারণ নেই।

সোমদত্ত। অবশ্যই আছে, ইনি তার স্বজাতি।

ভট্টরাজ। আপনি দেখছি রাজনীতি বোঝেন। বর্ব্বর মাত্রেই এক পদার্থ।

সোমদত্ত। আপনি দার্শনিক।

আদিত্যকীর্ত্তি। ভট্টরাজ, অনার্য্য হলেও ইনি রাজপ্রতিনিধি।

ভট্টরাজ। রাজপ্রতিনিধি! মহারাজ, ক্রোধে আমার স্মৃতিভ্রম হয়েছিল। দেখুন, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না।

সত্যদাস। না আপনি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভু। তার উপর বৃদ্ধ।

ভট্টরাজ। বৃদ্ধ! আমি বৃদ্ধ! তুমি শুধু বর্ব্বর নও, দেখছি বাতুলও!

অমাত্য। পুনরায় আপনার স্মৃতিভ্রম হচ্ছে, ভট্টরাজ। আপনি সত্যই যুবক নন।

২য় অমাত্য। গৃহে তরুণী ভার্য্যা, বয়স বাড়তেই পারে না।

ভট্টরাজ। আমি বৃদ্ধ, স্থবির! মূর্খ, তুমি বালকের মত কথা বলছ।

অমাত্য। না প্রভু, আমার বয়স বহুদিন চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভট্টরাজ। চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে? তবে আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। চল্লিশ হতে এখনও আমার চার বৎসর বাকী আছে, প্রমাণ দিতে পারি।

অমাত্য। আপনি সুকুমার, কি আর আপনার বয়স?

ভট্টরাজ। আপনি বিজ্ঞ।

আদিত্যকীর্ত্তি। রহস্য থাক, ভট্টের সংবাদ সন্দেহজনক। বোধ হয় ভিতরে ভিতরে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলে আসছে।

ভট্টরাজ। যুবরাজের এই ভৃত্য ছয় বৎসর তাঁর কাছে আছে। প্রভু ভৃত্যে ছয় বৎসর বিদ্রোহের মন্ত্রণা করে আসছেন। বহুদিন আমি এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে আসছি, এতদিনে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

নগরপাল। ঠিক এইরকমই একটা ষড়যন্ত্রের সংবাদ আমিও পেয়েছি, মহারাজ। রাজধানীর বহির্ভাগে পল্লীবাসী এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য প্রভুর সাহায্যে প্রায়ই স্বদেশ যায়। গত যুদ্ধের সময় সে আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না, এখনও তার কোন সংবাদ নেই।

আদিত্যকীর্ত্তি। তার কোন অনুসন্ধান করেছেন?

নগরপাল। হ্যাঁ মহারাজ, কিন্তু সন্ধান পাই নি। তবে ব্রাহ্মণের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছি। সঠিক প্রমাণ পেলেই জানাব, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত আচার্য্য।

ভট্টরাজ। দেখছেন মহারাজ, আমার কর্ম্মদক্ষতা। আমি বেশ বলতে পারি সব চক্রান্তের মূল এই যুবরাজ। নইলে অন্যের এ ব্যাপারে লাভ।

আদিত্যকীর্ত্তি। সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ল, আপনার কথায় আর অবিশ্বাস করা যায় না।

বেদজ্যোতি। শুধু বিশ্বাসের উপর বিচার চলে না। ভট্ট নিজে অভিযোক্তা, অন্য প্রমাণ চাই।

অমাত্য। তিনি যে সত্য কথা বলেছেন তাই বা কেমন করে বোঝা যায়।

২য় অমাত্য। বিশেষ যখন যুবরাজ এখানে উপস্থিত নেই।

ভট্টরাজ। আমি মিথ্যা কথা বলেছি, আমি ব্রাহ্মণ।

বেদজ্যোতি। আপনার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়ের জন্য আমার আশ্রম আছে। এ বিচার সভা, এখানে প্রমাণ চাই, কোন সাক্ষ্য বা পত্র।

ভট্টরাজ। পত্র! হ্যাঁ তা'ও আছে, এই নিন। যুবরাজের স্বহস্তে লেখা।

[ রাজসমীপে পত্র রাখিলেন, আদিত্যকীর্ত্তি উহা পাঠ করিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। আচার্য্য! এই আপনার চরিত্রবান উচ্চশিক্ষিত শিষ্য। এই আর্য্যাবর্ত্তের যুবরাজ, আর্য্যসৈন্যের প্রধান নায়ক। এর পরেও কি এই ব্রাহ্মণকে অবিশ্বাস কত্তে পারেন?

[ বেদজ্যোতিকে পত্র দিলেন, তিনি উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ]

বেদজ্যোতি। এ পত্র আপনি অন্তঃপুরে পাঠান নি কেন, ভট্ট?

ভট্টরাজ। এ যে প্রমাণপত্র, তাহ'লে কি প্রমাণ দিতাম?

বেদজ্যোতি। আপনি ব্রাহ্মণ বটেন। অমাত্যগণ, যুবরাজ অপরাধী। তিনি আর আমাদের কেউ নন। তিনি আর্য্যদ্রোহী, তাঁর শাস্তি নির্ব্বাসন।

[ তিনি পত্রখানি রাজহস্তে না দিয়া অন্যমনস্কভাবে স্বীয় আসনে রাখিয়া দিলেন। পত্রখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল। ]

ভট্টরাজ। আমার পুরস্কার?

বেদজ্যোতি। আপনার পুরস্কার! মহারাজ, এঁর পুরস্কার শত-ভার স্বর্ণ।

ভট্টরাজ। কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশপত্র দিয়ে দিন, মহারাজ। বিলম্বে বিঘ্ন হতে পারে।

[ রাজা আদেশপত্র স্বাক্ষর করিয়া ভট্টের হাতে দিলেন। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। নগরপাল, ঘোষণা করে দিন যে যুবরাজ সত্যকীর্ত্তি বিদ্রোহী ও নির্ব্বাসিত। তাঁর সহকারী অনার্য্যভৃত্য এবং পল্লীবাসী ব্রাহ্মণগৃহ হইতে পলাতক শূদ্রকে যে ধরে আনতে পার্ব্বে তার পুরস্কার সহস্রভার স্বর্ণ। হ্যাঁ, আরও ঘোষণা করে দিন যে আর্য্যাবর্ত্তের বর্ত্তমান যুবরাজ ও ভবিষ্যৎ অধিপতি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার সোমকীর্ত্তি।

বেদজ্যোতি। মহারাজ, দীর্ঘকাল আচার্য্যপদের দায়িত্ব বহন করে এসেছি, এখন অবসর প্রার্থনা করি।

আদিত্যকীর্ত্তি। সে কি? আর্য্যাবর্ত্তের এই দুর্দ্দিনে—

বেদজ্যোতি। আমি আর আর্য্যাবর্ত্তে থাকতে পারি না, মহারাজ। আজই পিতৃভূমি যাব।

আদিত্যকীর্ত্তি। আজই।

বেদজ্যোতি। হ্যাঁ, আজই।

আদিত্যকীর্ত্তি। বেশ, আজই তার ব্যবস্থা হবে।

[ তিনি আসন ত্যাগ করিয়া বেদজ্যোতির সম্মুখে আসিলেন। ]

বন্ধু, তোমার হৃদয় বড় কোমল। চল, এখন অন্তঃপুরে যাই।

[ ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান করিলেন। অলক্ষ্যে সত্যদাস পত্রখানি সংগ্রহ করিয়া সকলের অনুগমন করিলেন। ভৃত্যেরা চলিয়া গেলে তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন। ]

সত্যদাস। সুন্দর বিচার, এদের কাছে আমরা বর্ব্বর। কিন্তু আচার্য্য! হে ব্রাহ্মণ, তোমায় অসংখ্য প্রণাম। আমি চিরদিন শূদ্র হয়ে থাকতে চাই, যদি তোমার মত প্রভুর সেবা কত্তে পাই।

( সোমদত্তের পুনঃপ্রবেশ। )

সোমদত্ত। হঠাৎ ফিরলে যে বন্ধু; এ পত্র কি হবে?

সত্যদাস। এ যুবরাজের পত্র, আর্য্যার জন্য লেখা। এর উত্তর নিয়ে তাঁকে দিতে পারলে ভাল হয়।

সোমদত্ত। তুমি কি গৃহবিচ্ছেদ ঘটাতে চাও?

সত্যদাস। যুবরাজ আমার অস্ত্রাচার্য্য, আমি তাঁর ও আর্য্যাবর্ত্তের কল্যাণকামী।

সোমদত্ত। তবে?

সত্যদাস। তিনি এ পত্র আর্য্যাকেই লিখেছিলেন, রাজসভার জন্য নয়। আমি তাঁর ভৃত্য, সম্ভব হলে এ পত্র যথাস্থানে পাঠাব।

সোমদত্ত। বেশ, আমায় দাও, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ওখানা আর্য্যার কাছে পাঠিয়ে দেব।

সত্যদাস। কিন্তু খুব গোপনে, নইলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। [ সোমদত্তকে পত্র দিলেন। ]

সোমদত্ত। আমি যাজক ব্রাহ্মণ নই, বন্ধু। ( প্রস্থান। )

[ অতি সন্তর্পণে ভট্টরাজের প্রবেশ। সত্যদাস তাঁহাকে দেখিয়া এক পার্শ্বে লুকাইলেন। ]

ভট্টরাজ। এক পত্রেই কার্য্যোদ্ধার। যুবরাজ! আমায় অপমান করেছিলে, কেমন প্রতিশোধ! কিন্তু গেল কোথায়? আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, মাটীতেই পড়ল। অপমানের প্রতিশোধ—আর দক্ষিণা শতভার স্বর্ণ। এবার বর্ব্বর অনার্য্য! তোমার পালা। আমায় বন্দী করে রাখবে? [ উচ্চহাস্য করিলেন ]

সত্যদাস। প্রাতঃপ্রণাম, ভট্টরাজ।

ভট্টরাজ। কে তুমি?

সত্যদাস। সে কি? এতদিনের পরিচয়, ভুলে গেলেন? সেই অনার্য্য দেশে। এবার সহস্রভার স্বর্ণ। [ উচ্চহাস্ত করিলেন। ]

ভট্টরাজ। যুবরাজের ভৃত্য!

সত্যদাস। সাবধান আমি অনার্য্য, বর্ব্বর, ব্রহ্মহত্যার ভয় করি না। যুবরাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে শতভার স্বর্ণ অর্জ্জন কল্লেন, কিন্তু তিনিও যে বহু সৈন্য নিয়ে আর্য্যাবর্ত্তে আসছেন।

ভট্টরাজ। বেশ ত, তিনি আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করুন আমি তাঁর অভিষেক যজ্ঞ করে দেব। কিন্তু দেখ, আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলি নি, বিচারসভায় আমি আদৌ ছিলাম না।

সত্যদাস। তা, না থাকুন। এখন আদেশপত্রখানা দেখি?

ভট্টরাজ। আদেশপত্র! কই কোন আদেশপত্র নেই ত।

সত্যদাস। তা, না থাক, এখন বার করুন দেখি। (ছোরা বাহির করিলেন ও কোষবদ্ধ করিলেন।)

ভট্টরাজ। ওরে বাবা।

সত্যদাস। বার করুন। (ভট্টরাজ বাহির করিলেন।)

ভট্টরাজ। তাহ'লে দক্ষিণাটা তুমিই নিলে। [ হাতে দিলেন। ]

সত্যদাস। এ দক্ষিণা সর্ব্বভুকই নিন। [ কক্ষস্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ]

ভট্টরাজ। পুড়ে গেল যে, ওরে শতভার স্বর্ণ—ও বাবা!

সত্যদাস। চুপ! নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আসুন। আমায় রাজ-ধানীর বাইরে রেখে স্বগৃহে যাবেন।

ভট্টরাজ। এঁ্যা, আমি কি তোমার ভৃত্য?

সত্যদাস। আপনি আমার প্রভু। প্রভুর মতই অগ্রগমন করুন। কিন্তু ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কল্লে জানবেন ব্রাহ্মণীর পুণ্যবল আপনাকে রক্ষা কত্তে পার্ব্বে না।

ভট্টরাজ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বাবা!

সত্যদাস। না, আপনি তরুণ যুবক। যুবকের মতই সদর্পে চলুন।

ভট্টরাজ। হায় ব্রাহ্মণী!

(উভয়ের প্রস্থান।)

## তৃতীয় দৃশ্য

### ফাল্গুনী-পূর্ণিমা—মদনোৎসব রজনী

আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরের প্রমোদোদ্যান

গন্ধর্ব্বকন্যাদের নৃত্যগীত

চাঁদের হাসির ধারা।
ছুটে ছুটে খেলে, আকাশের কোলে
যেন রে পাগল পারা।
জগৎ মাতিয়া সারা,—

সোমরস পানে, মিলনের গানে
হয়েছে আপন হারা।
হাসির আকাশ হেসে হেসে চায়,
চাহনি পুলক ভরা।
হাসির বাতাস হেসে চলে যায়,
পরশ পাগল করা।
সবখান থেকে সব হাসি এসে,
ধরাতে পড়েছে ধরা।

( পরিচারিকার প্রবেশ। )

পরিচারিকা। উৎসব বন্ধ কর, রাজ্ঞীর আদেশ।

( আদিত্যকীর্ত্তির প্রবেশ। )

আদিত্যকীর্ত্তি। না, উৎসব চলুক। গত ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় আর্য্যাবর্ত্তে যেমন উৎসব হয়েছিল, এবারও ঠিক তেমনি হবে।

( পরিচারিকার প্রস্থান। )

( পুরশ্রীর প্রবেশ। )

পুরশ্রী। মহারাজ!

আদিত্যকীর্ত্তি। এস, রাজ্ঞী।

পুরশ্রী। আমার এ-সব ভাল লাগে না। যাও তোমরা।

[ নর্ত্তকিগণ সভয়ে রাজার দিকে চাহিল। তিনি তাদের যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। নর্ত্তকীদের প্রস্থান। ]

আদিত্যকীর্ত্তি। এই মধুর রজনী, পৃথিবী আনন্দে ভরা। আর তুমি—

পুরশ্রী। ভাইকে নির্ব্বাসিত করে মহারাজ সুরা আর নর্ত্তকী নিয়ে উৎসব কত্তে পারেন, কিন্তু তার স্ত্রী-পুত্রের দিকে চেয়ে আমার মুখে হাসি আসে না।

আদিত্যকীর্ত্তি। তাই তুমি উৎসব বন্ধ কত্তে আদেশ দিয়েছ?

পুরশ্রী। উৎসব ত মাসাবধি চলবে। অন্ততঃ আজ—

আদিত্যকীর্ত্তি। আজ যে উৎসবের প্রথম রজনী। উৎসবের আনন্দ আজই ত বেশী হবে।

পুরশ্রী। মহারাজ!

আদিত্যকীর্ত্তি। এই আমার আদেশ, রাজ্ঞী। (প্রস্থান।)

(সোমশ্রীর প্রবেশ।)

সোমশ্রী। শুনেছ, তিনি আমার কাছে পত্র পাঠিয়েছেন।

পুরশ্রী। পত্র দিয়েছে! কুশলে আছে ত?

সোমশ্রী। কুশলেই আছেন। যুদ্ধে মরার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

পুরশ্রী। ছিঃ, অমন অমঙ্গলের কথা বলতে আছে। কি লিখেছে?

[সোমশ্রী তাঁহার হাতে পত্রখানি দিলেন। তিনি উহা পাঠ করিতে লাগিলেন।]

সোমশ্রী। তিনি নূতন রাজ্য স্থাপন কচ্ছেন। অনার্য্যদের নিয়ে আর্য্যাবর্ত্তের পাশে নূতন আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিষ্ঠা কর্ব্বেন। তবে পিতা ও আচার্য্যের মান রাখতে অনুগ্রহ করে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ কর্ব্বেন না। আমার অভিমত জানতে চান, আমি তাঁর এ মহৎ সঙ্কল্পের অনুমোদন করি কি না? তাঁর সাহায্য কর্ব্ব কি না?

পুরশ্রী। বেশত, তুই তার কাছে যা। সেখানে তার কেউ নেই। যতই হোক স্বামী ত।

সোমশ্রী। তিনি আমার স্বামী হাতে পারেন কিন্তু আর্য্যদ্রোহী। আমি কি উত্তর দিয়েছি জানো?

পুরশ্রী। আমায় না জানিয়েই উত্তর দিলি, কি লিখেছিস?

সোমশ্রী। পৃথিবী জয় কল্লেও তিনি আর্য্যদ্রোহী, আর্য্যকন্যা তাঁকে বরণ কর্ব্বে না। (প্রস্থান।)

পুরশ্রী। আমার জীবন নিয়েও যদি এ-গৃহের শান্তি ফিরে আসত!

(আদিত্যকীর্ত্তির প্রবেশ।)

আদিত্যকীর্ত্তি। রাজ্ঞী, আমি আদেশ দিয়ে এলাম আর্য্যাবর্ত্তের বাইরে দেবভূমি, পিতৃভূমির আর্য্যনগরী সমূহে যেমন উল্লাসে মদনোৎসব চলছে, আর্য্যাবর্ত্তের উৎসব যেন তার চেয়ে কোন অংশে কম না হয়। আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী সুরা-পানে, নৃত্যগীতে সারা বছরের কর্ম্মক্লান্তি মুছে ফেলে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত আনন্দ মুখরিত করে তুলুক। রাজপ্রাসাদও সোমরস ও গান্ধর্ব্বসঙ্গীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক।

পুরশ্রী। অন্তঃপুরে বৃথা সোমরস চলবে না।

আদিত্যকীর্ত্তি। রাজ্ঞী, যে সোমরসের বীর্য্যে আর্য্যরা পিতৃভূমি থেকে অভিযান করে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আর্য্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ অনার্য্য সংস্পর্শে এসে, দু'চার জন শ্রেয়াকাঙ্ক্ষী আর্য্যব্রাহ্মণের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমরা তার অবমাননা কচ্ছ, আর্য্যসভ্যতা ধ্বংস কচ্ছ! তা হবে না, এ আলো যদি অসহ্য হয়—তোমাদের

জন্ম আর্য্যাবর্ত্তের কারাগার আছে। দেখে এস, অন্ধকারের সুখ কেমন?

পুরশ্রী। রাজপুরের এই আলোর অন্ধকারের চেয়ে কারার অন্ধকার ঢের ভাল। (প্রস্থান।)

আদিত্যকীর্ত্তি। করুণায় ভরা তোমার প্রাণ। কিন্তু আমার দুঃখ তুমি কোন দিনই বুঝলে না। শিশুকাল থেকে এত আদরে যাকে পালন করে এসেছি, পিতৃহৃদয়ের স্নেহ দিয়ে যাকে পিতৃবিয়োগের দুঃখ বুঝতে দিই নি, সেই ভাই আজ বিদ্রোহী। সমস্ত পিতৃভূমি অনুসন্ধান করে, যে কল্যাণীকে আমি রাজপুরবধূরূপে বরণ করে এনেছিলাম, সে আজ পতিহারা। আর্য্যাবর্ত্তের এই অভিশপ্ত সিংহাসনে আমি রাজা। তবু আকাশে চাঁদ ওঠে, গাছে ফুল ফোটে, নরনারীর হৃদয়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে।

## চতুর্থ দৃশ্য

### পূর্ণিমারজনীর ৩য় প্রহর

### সোমপ্রকাশের কুটীরসম্মুখ

(সত্যদাসের প্রবেশ।)

সত্যদাস। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। যেখানে বিপদের অন্ত নেই, সেই রাজপ্রাসাদে রাজঅতিথির সম্মান; আর যেখানে চিরদিন নির্ভয়ে কাটালাম সেখানে দিনের বেলায় ঢুকতে ভয়,—পাছে কেউ দেখে ফেলে। রাজরোষের ভয় আমি করি না—বন্ধন আমার মুক্তি,

মৃত্যু আমার জীবন, লাঞ্ছনা আমার গৌরব। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ! আমার প্রতি স্নেহের অপরাধে তোমায় লাঞ্ছনা ভোগ কত্তে হবে। আর্য্যাবর্ত্ত! আমি ত' তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি—তবু তুমি আমায় নির্য্যাতনই করে এসেছ, আর আমি তা' নীরবে সহ্য করে এসেছি। আমি তোমায় ভালবাসি, আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দিতে চাই! বিনিময়ে চাই তোমার ক্রোড়ে এতটুকু স্থান; হাস্যময়ী নগরীতে নয়, পল্লীপ্রান্তে এই পর্ণকুটীরে একটু স্থান। তাও দেবে না, নিষ্ঠুর জননী, আমি তোমার গর্ভজাত নই বলে আমায় তাড়িয়ে দেবে! স্নেহময় পিতার অভয়ক্রোড়ে যেতে দেবে না। কে! (ছুটিয়া বাহিরে গেলেন ও সহাস্যে পুনঃপ্রবেশ।) রজ্জুতে সর্পভ্রম। নূতন গ্রন্থের আগ্রহে ব্রাহ্মণ গোশালার দ্বার বন্ধ কত্তে ভুলে গেছেন। এমন লোকেরও শত্রু।

[ পাশ ফিরিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে সোমপ্রকাশ দাঁড়াইয়া। ]

সোমপ্রকাশ। কে, তুমি!

সত্যদাস। আমি, পিতা।

সোমপ্রকাশ। তুমি, এত রাত্রে! তোমায় এত নিষেধ কল্লাম, তা'ও শুনলে না। এস এস, বস। তারপর, শুভকার্য্য বেশ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হল; যা'কে আমার কথা বলেছিলে? তিনি বোধ হয় আমায় দেখতে চাইলেন। চাইবেন না? এ যে প্রাণের টান,—বাধা, দূরত্ব কিছুই সে মানে না। জগতই প্রাণময়, প্রাণের স্পন্দনেই এর উদ্ভব। মাথা নীচু করে রইলে যে? এ কি, তোমার চোখে জল!

সত্যদাস। ভুল পিতা, সব মিথ্যা। হীন অনার্য্য আমি, প্রাণের মর্ম্ম কি বুঝি? আমার সত্য কোথায়?

[ তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। সোমপ্রকাশ সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত রাখিলেন। ]

সোমপ্রকাশ। বুঝেছি, নিষ্ঠুর রমণী তোমার প্রেমের অবমান করেছে। এ শঙ্কা আমার পূর্ব্বেই হয়েছিল। হায় রমণী! মাতা, ভগ্নী কন্যা, পত্নীরূপে তোমরা সংসারসমুদ্রের প্রবল ঝটিকার মধ্যে দিগভ্রান্ত পথিককে স্নিগ্ধ প্রেমের জ্যোতিতে পথ দেখিয়ে অমৃতলোকে নিয়ে যাও, যা তার চিরদিনের কাম্য। কিন্তু যখন গরল ঢাল, তখন পুত্র, ভ্রাতা, পতি, পিতা কোন বিচারই থাকে না। বাইরের প্রবল ঝটিকার তালে তালে পৈশাচিক নৃত্যে তার ভগ্নতরণী সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবিয়ে দাও। পশুকে দেবতা কর, দেবতাকে পশুত্বে নামিয়ে দাও। কিন্তু তা হবে না। আমার সাধনা ব্যর্থ কর্ব্বে? কে সে? কতটুকু প্রয়োজন তার এই পৃথিবীতে? উঠ বীর, দশ বৎসর ধরে তিল তিল করে হৃদয়ের অমৃতধারা দিয়ে যাকে তুমি প্রাণময়ী করে তুলেছ, তুচ্ছ আবর্জ্জনার মত তাকে ফেলে দিয়ে স্বরূপে দাঁড়াও। এই হোমাগ্নিকে জাগ্রত করে, তোমার সে রূপ আমি দেখিয়ে দেব।

[ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষস্থ অগ্নিতে সোমাহুতি দিলেন। পরে সঙ্কেতে সত্যদাসকে ডাকিলেন। সত্যদাস নিঃশব্দে হোমাগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সোমপ্রকাশ তাঁহার ললাটে ভস্মতিলক ও স্কন্ধে উপবীত পরাইয়া দিলেন। পুনর্ব্বার অগ্নিতে আহুতি দিলেন, অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইল। ]

বৎস, হোমাগ্নির অভ্যন্তরে কি দেখছ?

সত্যদাস। স্নিগ্ধ শান্তজ্যোতি।

সোমপ্রকাশ। আরও অভ্যন্তরে?

সত্যদাস। অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী কুমারী।

সোমপ্রকাশ। আরও—

সত্যদাস। দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ—আপনি।

সোমপ্রকাশ। আরও!

সত্যদাস। আমি।

সোমপ্রকাশ। প্রিয়তম, তুমি আর শূদ্র নও, ব্রাহ্মণ।

সত্যদাস। ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণ! কি সুন্দর—আমি কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! কি মধুময়!

সোমপ্রকাশ। এই মধুময় স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই উপবীত, আর হৃদয়ের এই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এই প্রাত্যহিক যজ্ঞাহুতি। বৎস, ইহাই ব্রাহ্মণ্য। রাত্রি শেষ হয়েছে, এখন ফিরে যাও।

( সত্যদাসের প্রস্থান। )

[ সোমপ্রকাশ কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিলেন। ]

( কাঁপিতে কাঁপিতে একজন শূদ্রের প্রবেশ। )

শূদ্র। ওঃ বাবা, এ যে ভৌতিক কাণ্ড। নিশ্চয় ব্রহ্মদত্তি! নইলে অমন দড়বড় করে ঘোড়া ছুটে যায়। মনিবের কথায় লোভে পড়ে প্রাণটা গেছল আরকি! সত্যদাস আসবে এখানে? হঁ্যা,—আমি এত বড় সাহসী পুরুষ, আমারই গা কাঁপছে—তা সত্যদাস! জয় বাবা ব্রহ্মদত্তি, দোহাই বাবা!

( কুটীরে প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান। )

## পঞ্চম দৃশ্য

### শুক্লা প্রতিপদের উষা

[ অনার্য্যরাজ দণ্ডকের অন্তঃপুরস্থ সত্যকামের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ। সত্যকাম পূর্ব্বদিকস্থ বাতায়নপথে বালসূর্য্যের দিকে চাহিয়া উদাত্তস্বরে আদিত্যস্তোত্র গাহিতেছিলেন! স্তোত্রপাঠান্তে ফিরিয়া দেখিলেন, রাজকুমারী মন্দ্রা দাঁড়াইয়া। তিনি স্মিতবদনে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। এত প্রভাতে তুমি এখানে, রাজকুমারী।

মন্দ্রা। সভার কার্য্য কাল কতদূর হল জানতে পাই নি।

সত্যকাম। সভার কার্য্য কাল শেষ হয়েছে, আর আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। তোমার বোধ হয় বেশ আনন্দ হচ্ছে।

( মন্দ্রা মুখাবনত করিয়া মৃদু হাসিলেন। )

মন্দ্রা। বিরোধের অবসান হলে আনন্দই ত হয়।

সত্যকাম। এই সহজ সরল কথাটা কেউ বুঝতে চায় না, তাই পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত অশান্তি। তুমি বুঝেছ, তাই তোমার অন্তরে কল্যাণময় সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। সত্যই কি সুন্দর তুমি! এই নির্ম্মল প্রভাতে, ঐ ভগবান আদিত্যের সম্মুখে যেন মূর্ত্তিমতী সাবিত্রী।

মন্দ্রা। সাবিত্রী!

সত্যকাম। হ্যাঁ, আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যাঁকে ভগবান আদিত্যের হৃদয়ে তাঁর সঙ্গিনীরূপে উপাসনা করে থাকেন। এই তোমার কল্যাণতম রূপ। সকলেরই এমনি কোন কল্যাণতম রূপ আছে, আমি তাদের সেই রূপেই দেখতে চাই। ভগবান আদিত্যের কাছে নিত্য সেই প্রার্থনাই করে থাকি। আজও তাই কচ্ছিলাম, ফলে তোমার এই রূপ—

মন্ত্রা। আপনি বুঝি দেবতার স্তুতি কচ্ছিলেন। বড় সুন্দর স্তোত্র ত!

সত্যকাম। বড় মধুর, ভগবান আদিত্যকে আমি ভালবাসি তাই তাঁর স্তোত্র আমার কণ্ঠে এত মধুর শোনায়।

মন্ত্রা। আপনি আপনার দেবতাকে ভলবাসেন! আমরা অনার্য্য, দেবতাকে ভক্তি করি, পূজা করি, ভয় করি।

সত্যকাম। আর্য্যরাও তাই করে থাকেন, তবে তোমাদের মত সরলভাবে নয়। দেবতাকে তাঁরা যজ্ঞে আহ্বান করে সোমরস আহুতি দেন, মন্ত্রপুত সেই সোমপানে দেবতার সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়। সে শক্তি তাঁরা ছড়িয়ে দেন যজমানের বাহুতে, কণ্ঠে, হৃদয়ে। যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে আর্য্যরা সেই দেবশক্তিকে প্রকাশ করেন যুদ্ধে, কাব্যে, দর্শনে। দেবতাকে তাঁরা ভয়ও করে থাকেন পাছে সে শক্তি তাঁদের ঐশ্বর্য্যের পথে সহায় না হয়ে ধ্বংসের কারণ হয়। আমি কিন্তু আমার দেবতাকে ভালবাসি। আমার দেবতা আমা হতে ভিন্ন নয়। আমিই ভগবান আদিত্য।

মন্ত্রা। তুমি আর তোমার দেবতা এক। তুমিই ভগবান আদিত্য, আর আমি—আমি অনার্য্যকন্যা।

সত্যকাম। না, আমি তা মনে করি না। আর্য্যদের দেওয়া তোমাদের এই অবমানসূচক নাম আমি সহ্য কত্তে পারি না। আমি এ শব্দটিকে পৃথিবী থেকে লোপ কত্তে চাই।

মন্ত্রা। আপনি দেবতা।

সত্যকাম। না, দেবতার কাছে আমি দেবতা হতে পারি, কিন্তু মানুষের কাছে আমি মানুষ।

মন্ত্রা। আমার কাছে আপনি দেবতা।

( সত্যকাম চমকিত হইলেন। )

সত্যকাম। তুমি রমণী, তোমার কাছে আমি ব্রহ্মচারী।

মন্দ্রা। রমণী কি ব্রহ্মচারী মহানুভবকে শ্রদ্ধা কত্তে পারে না।

সত্যকাম। না, তাতে কল্যাণ নেই। এ আমি তোমাদের দেশে এসে বুঝেছি। আমি ব্রহ্মচারী, বহু দুঃখের তপস্যায় এ-ব্রতের প্রতিষ্ঠা করেছি। তবু আমি চাইনা যে সে-ব্রত কারও দুঃখের কারণ হয়। এমনি এক সমস্যা—জানো রাজকুমারী এদেশে আসবার সময় বনপথে আমি যে বালকের শরে আহত হয়েছিলাম, সে বালক নয়—বালকবেশী রমণী। কিন্তু আমার জন্য—দেখ, তুমি তার সন্ধান করো, যদি তাকে পাও, বোলো যে আমি তার কল্যাণ কামনা করি, তার জীবন কল্যাণময় হবে।

মন্দ্রা। আমি তার সন্ধান কর্ব্ব, তাকে একথা বলব। তোমায় না পাওয়ার দুঃখ আমি তাকে তোমার এই কথা দিয়েই ভুলিয়ে দেব।

( সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান। )

সত্যকাম। আমায় না পাওয়ার দুঃখ! তবে কি সে আমাকে চায়? কিন্তু কেন? আমার জীবন-পথে এই কুমারী কেন আসতে চায়? আর্য্য-অনার্য্য সমস্যার এমন সুন্দর সমাধানে সমগ্র দেশের এত বড় একটা কল্যাণসাধনার আনন্দের মাঝে এই কুমারীর দুঃখ—না, এ সত্য না হতেও পারে। কিন্তু এই রাজকুমারী, কি সুন্দর হৃদয়! আর্ত্তের জন্য তোমার এত করুণা, অজানা এক রমণীর দুঃখে তোমার এই অশ্রু—তুমি সত্যই সাবিত্রী।

( দণ্ডকের প্রবেশ। )

আসুন, মহারাজ। শত বৎসরের বিরোধের অবসানের জন্য

আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ।

দণ্ডক। আপনার কল্পনা, কাজও আপনার, করেছেনও আপনি ; কিন্তু তার ফল ভোগ কর্ব্ব আমরা। আমার প্রজারা সব নিরীহ কৃষি ও শিল্পজীবী, শান্তির আনন্দে তারা নির্ভয়ে কাজ কত্তে পাবে—দেশের সম্পদ বাড়াতে পার্ব্বে। সব লাভ ত আমাদেরই।

সত্যকাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার বিদায় দিতে হবে, মহারাজ।

দণ্ডক। কাজ শেষ হয়েছে, বিদায় দিতে হবে। কাজ শেষ হলে কেউ থাকে না। কিন্তু তোমার সঙ্গ, সে যে আমার অমৃত। তোমার বিরহ-দুঃখ আমি কেমন করে ভুলব।

সত্যকাম। ভুলবেন কেন মহারাজ। আপনার প্রজাদের সুখে আপনি আমায় স্মরণ কর্ব্বেন। তাদের আনন্দ দেখে আমার কথায় আপনি আনন্দ পাবেন এবং সেই আনন্দেই আপনি আমায় স্মরণ কর্ব্বেন। দূরে থাকলেও আপনার আনন্দে অজ্ঞাতে আমার হৃদয়ে আনন্দেরই তরঙ্গ তুলবে। আমরা একই সঙ্গে সেই আনন্দমধু পান কর্ব্ব। মহারাজ, এই আনন্দই আমাদের স্বরূপ। এ কল্পনা নয়, সত্য।

দণ্ডক। সত্য ! এ কল্পনা নয়, সত্য ! তবে এই মনোব্যথা—

সত্যকাম। এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি আপনার মুখে বিষাদের ছায়া দেখি। কি সে ব্যথা—

দণ্ডক। তা' বলবার নয়।

সত্যকাম। তাহ'লে আমি শুনতে চাই না। এ-আনন্দের মধ্যে সে-ব্যথার কারণও দূর হবে মহারাজ। বিদায়কালে আমি আপনার মুখে শান্তির আনন্দ দেখে যাব।

দণ্ডক। আমি সানন্দেই তোমায় বিদায় দেব। কিন্তু আবার—

সত্যকাম। সম্ভব হলেই আসব। আমি আপনাকে ভালবাসি।

দণ্ডক। আমায় ভালবাস। কিন্তু তোমার এ-প্রেমের প্রতিদানে আমি তোমায় কি দেব? তোমার বিদায়কালে কি উপহার তোমায় দেব?

সত্যকাম। আপনার ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ উপহার।

দণ্ডক। জানি, তোমার চাইবার কিছু নেই। তবু আমার মন মানে না। ওরে কে আছিস? আমার মন চায় কিছু দিতে হবে। (প্রতিহারীর প্রবেশ।) দেখ, আমার ভাণ্ডারে যা কিছু ভাল রত্ন আছে, নিয়ে আয়।

সত্যকাম। মহারাজ!

দণ্ডক। না, একটা কিছু তোমায় নিতে হবে। দেখ, ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন নিয়ে আয়, আমি ঋষির চরণে অর্ঘ দেব।

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(মন্ত্রার সহিত সত্যদাসের প্রবেশ।)

সত্যদাস। সে-রত্ন আমি এনেছি, মহারাজ।

সত্যকাম। কে তুমি! দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—কে তুমি, ব্রাহ্মণ?

সত্যদাস। আমি আর্য্যাবর্ত্তবাসী শূদ্র।

সত্যকাম। না, তুমি ব্রাহ্মণ।

সত্যদাস। বেশ, আমি অনার্য্য ব্রাহ্মণ। হে মহানুভব, তোমার মহৎকর্ম্মের জন্য, আমি এদেশের রাজা, প্রজা সকলের প্রতিনিধি-স্বরূপ দেশের শ্রেষ্ঠ রত্ন তোমায় উপহার দিলাম।

সত্যকাম। এ কি বন্ধু, আমি যে ব্রহ্মচারী, এখনও ব্রতকাল পূর্ণ হয় নি।

সত্যদাস। তোমার ব্রত তুমিই জান। আমি এদেশের ব্রাহ্মণ, তোমায় দান কচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর ব্রাহ্মণ।

( মন্দ্রার হস্ত সত্যকামের হস্তে দিলেন। )

সত্যকাম। বেশ,—স্বস্তি! [ মন্দ্রার হস্ত গ্রহণ করিলেন। ]

[ মন্দ্রা সত্যকামের মুখের দিকে চাহিলেন, সে মুখ নির্ব্বিকার। মাথা অবনত করিলেন। পরে সাশ্রুনেত্রে দণ্ডকের দিকে চাহিলেন। ]

মন্দ্রা। বাবা!

দণ্ডক। মাতৃহারা কন্যা আমার! আমি তোর নিষ্ঠুর পিতা।

( উভয়কে উভয়ে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। )

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### অমাবস্যার পূর্ব্বাহ্ণ

অনার্য্যদেশে সত্যদাসের গৃহ

সত্যকীর্ত্তি ও সত্যদাস

সত্যদাস। এইরূপে যথাবিধি বিচার হয়ে গেল, যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহী আমি; আমার শাস্তি চিরনির্ব্বাসন। আর্য্যাবর্ত্তের কোন গৃহে আমার জন্য এককণা অন্ন বা এক গণ্ডুষ জল নেই।

সত্যদাস। আমি আপনার সহকারী ভৃত্য, শূদ্র। জীবিত ধরা পড়লে আজীবন ক্রীতদাসের কঠোর দুঃখ, আর মৃত ধরা পড়লে বোধ হয় আমার মুণ্ড রাজধানীর তোরণদ্বারে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

সত্যকীর্ত্তি। দশ বৎসর দেহ মন দিয়ে যাদের সেবা করে এলাম,—সত্যদাস, আমার দণ্ড নির্দ্দেশ কল্লেন সেই আমার আচার্য্য আর দণ্ডাদেশে স্বাক্ষর কল্লেন আমার ভাই।

সত্যদাস। আপনার আচার্য্য! যুবরাজ, তিনি মহামানব। আপনার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ। আপনার চরিত্রে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সমস্ত রাজসভা যখন আপনার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসংশয় তখন সেই দৃঢ়চিত্ত ব্রাহ্মণ শেষ পর্য্যন্ত আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কত্তে চেষ্টা করে-ছিলেন। তারপর আপনার পত্র যখন তিনি পাঠ কল্লেন, যুবরাজ—

তাঁর সেই প্রশান্ত মুখে মুহূর্ত্তের জন্য যে ভাব ফুটে উঠল, চারিদিকের সেই বিদ্রূপের মাঝখানে সত্য ও প্রেমের কঠোর সংঘাতে হৃদয়বিপ্লবের যে প্রতিচ্ছবি তাঁর মুখে দেখেছিলাম, তা আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; দারুণ মর্ম্মপীড়ার মধ্যেই তিনি স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে আপনার দণ্ডনির্দ্দেশ কল্লেন।

সত্যকীর্ত্তি। বোধ হয় আচার্য্য বিশ্বাস করেন যে আমি প্রতারক নই।

সত্যদাস। আমারও মনে হয় তিনি আপনাকে পূর্ব্বের মতই বিশ্বাস করেন। বিচার শেষ হলে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের পদত্যাগ করেন, এবং আর্য্যাবর্ত্তও তিনি সেইদিনই ত্যাগ করেছেন।

সত্যকীর্ত্তি। তুমি আমায় নিশ্চিন্ত কল্লে, সত্যদাস। সমস্ত জগৎ আমায় ঘৃণা কল্লেও আমি গ্রাহ্য করি না। শুধু তিনি—সত্যদাস, তিনি আমার আচার্য্য।

সত্যদাস। তিনি সকলের আচার্য্য। আজ বুঝতে পাচ্ছি কিসে আর্য্যদের এই অভ্যুদয়। সে অভ্যুদয় তাদের ক্ষাত্রশক্তিতে নয়, তাদের যজ্ঞাহুত দেবশক্তিতেও নয়, সে অভ্যুদয় এইরকম সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক ব্রাহ্মণের তপস্যার বীর্য্যে।

সত্যকীর্ত্তি। নিশ্চয়, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ব্যতীত কোন জাতিই বড় হয় না।

সত্যদাস। আমি আপনার পত্রের উত্তর এনেছি, যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। সে কি? তুমি সে-পত্র কেমন করে পেলে?

সত্যদাস। কৌশলে অপহরণ করেছিলাম। তারপর গোপনে আর্য্যার কাছ থেকে উত্তর এনেছি।

[ সত্যকীর্ত্তির হস্তে পত্র দিলেন। তিনি উহা পাঠ করিলেন। পাঠান্তে ক্রোধে তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। পরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন ]

সত্যকীর্ত্তি। সত্যদাস! আমি আজ মুক্ত! আর্য্যাবর্ত্তের শেষ বন্ধন আজ ছিন্ন হয়েছে। এই দেখ—[পত্রখানি সত্যদাসকে দিলেন।]

সত্যদাস। ( পাঠান্তে ) এ হস্তাক্ষর আর্য্যারই ত?

সত্যকীর্ত্তি। ও হস্তাক্ষর আমার সবচেয়ে পরিচিত। যাক,—বন্ধন যদি নিজেই খুলে যেতে চায়, কোন মূর্খ তা আবার গলায় পর্বে? আর্য্যাবর্ত্ত আমার কেউ নয়, আমি আর্য্য নই। হ্যাঁ, তুমি আমার অনার্য্য সৈন্যদল বোধ হয় দেখ নি।

সত্যদাস। না, যুবরাজ। কিন্তু সেই অনার্য্যরাজকুমার—যার অস্ত্রশিক্ষার কথা আপনাকে বলেছিলাম,—

সত্যকীর্ত্তি। রুদ্রক! অতি সুন্দর যুবক সে। কালে সে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হবে। সেই-ত এই তরুণ সেনাদলের নায়ক। কে আছ! ( প্রতিহারীর প্রবেশ। ) সৈন্যাধ্যক্ষ রুদ্রক! ( প্রতিহারীর প্রস্থান। )

সত্যদাস। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যুবরাজ, মাত্র একমাস আমি এখানে ছিলাম না, তার মধ্যে আপনি এত কাজ করেছেন!

সত্যকীর্ত্তি। মুখে যতই বলি, পৌরুষের দম্ভে কর্ম্মের যতই উন্মাদনা সৃষ্টি করি না কেন, সত্যদাস—আজ স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই, দেশও নেই—হৃদয়ের এ যে বিরাট ক্ষুধা বন্ধু, হৃদয় আমার ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করে বলছে—অন্ন দে, অন্ন দে—কিন্তু অন্ন কোথায়? তাই আর্য্যাবর্ত্তের যুবরাজ, আর্য্যসৈন্যের প্রধান নায়ক আমি, এই কিশোর সেনাদল নিয়ে যুদ্ধের খেলা খেলছি। তুমি এ দেশের নায়ক।

সত্যদাস। না যুবরাজ, আমি যেমন আর্য্যবর্ত্তে আপনার ভৃত্য ছিলাম এখানেও ঠিক তেমনি ভৃত্যই আছি। (রুদ্রকের প্রবেশ ও সামরিক অভিবাদন।) এই ক্ষুদ্র জনপদের আপনি মহারাজ আর আপনার শিষ্য এই রুদ্রক, যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। সুন্দর বন্ধু! কিন্তু আমিও এর যোগ্য প্রতিদান দেব। রুদ্রক, তোমার সঙ্গীদের নিয়ে এস, তোমাদের অস্ত্রকৌশল দেখব। (সামরিক অভিবাদনান্তে রুদ্রকের প্রস্থান।) বন্ধু, আমি আর আর্য্য নই, আমি অনার্য্য। এই অনার্য্যরাজকুমার আমার শিষ্য, পুত্রের মত প্রিয়; আমি একে আমার কন্যাদান কল্লাম। [বক্ষ হইতে একটি বালিকার চিত্র বাহির করিলেন।]

সত্যদাস। না, যুবরাজ, আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যকন্যা যদি তাকে বরণ না করে, তবে প্রত্যাখ্যানের জ্বালা—না যুবরাজ, এর প্রয়োজন নেই।

সত্যকীর্ত্তি। প্রত্যাখ্যানের জ্বালা! আমি উদার ব্রাহ্মণ বা হীন শূদ্র নই, বন্ধু। যদি আর্য্যাবর্ত্ত আমার শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে রুদ্রক বীর্য্যশুল্কেই তার বাগদত্তা কুমারীকে গ্রহণ কর্ব্বে।

সত্যদাস। বেশ, এ-চিত্র তবে আমারই কাছে থাক।

(যোদ্ধাবেশে রুদ্রক ও তাঁহার সঙ্গীগনের প্রবেশ।)

সত্যকীর্ত্তি। উত্তম! গাও সেই গান—"অপাম সোমম্—"

[রুদ্রক ও সঙ্গীগনের কোরাস সঙ্গীত।]

(গীত)

করিয়াছি সোমপান।
অমৃত পানে হয়েছি অমর,—
গাহিব অমৃত গান॥

উল্লাসে হৃদি উঠিছে নাচিয়া,
মরণের ভয় গিয়াছে চলিয়া—
কি করিতে পারে মর্ত্ত্য অরাতি
মরণ-ভীত প্রাণ ॥

সত্যকীর্ত্তি। আর যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য—[ রুদ্রক ও সঙ্গীগন আবার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ]

( গীত )

দুর্জ্জয় ঘোর সমরে—
বীরসুত যত সোমপানোন্মত
ছোটে দিকে দিকে অসি করে।
মান তরে, পর তরে ॥

রক্তনদীতে বহে রক্তের বান,
চঞ্চলচিত গাহে মুক্তির গান।
জীবনে জয়গাথা, মরণে অমরতা—
রক্তনদীর ঐ দুইটি তীরে ॥

[ গীত শেষে রুদ্রকের সঙ্গীগনের প্রস্থান। ]

সত্যদাস। হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে আপনি বেশ সুন্দর খেলা আরম্ভ করে দিয়েছেন, মহারাজ। আমাকেও এমনি এক খেলা খেলতে হবে। দেশে শিক্ষাপ্রচারের জন্য নগরের বহির্ভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে।

সত্যকীর্ত্তি। বেশ, তুমি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর, আমি ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করি। নূতন আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিষ্ঠা হবে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন না পাই ; আমি আমার দেশকে পাব।

( প্রস্থান। )

সত্যদাস। যুবরাজ, বড় আনন্দ, নয় ?

রুদ্রক। কিসে?

সত্যদাস। সুরাপান করে, উৎকট উল্লাসে সৈন্য চালনায়, অস্ত্রের ঝনৎকারে।

রুদ্রক। আমি সুরাপান কত্তে চাই নি, কিন্তু—

সত্যদাস। না, না এ চাই ভাই; এ চাই। মানুষের বুকে ক্ষুরধার তরবারি আমূল বসিয়ে দিয়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে এ চাই। নইলে বিবেকের জ্বালা ভুলবে কিসে? কিন্তু বিবেককে ঘুম পাড়াতে এর চেয়েও মধুর, এর চেয়েও উগ্র এক সুরা আছে, আমি তোকে তা খাওয়াব। একবার খেলে দেখবি কি মধুর ঘুমের আবেশ আসবে। অসীম অনন্ত প্রেমকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার দুঃখ, সকলকে সমান ভালবাসতে না পারার জ্বালা একটুও বুঝতে পার্ব্বি না। সে সুরা এখন কিন্তু আমার কাছে নেই, তবে পাত্রটি আছে। [ চিত্রখানি রুদ্রককে দিলেন। ]

রুদ্রক। এ কার চিত্র!

সত্যদাস। "অপাম সোমম্", এ সোমরস আর্য্যাবর্ত্তে আছে। পাত্রটি ফিরে দাও, ওতে সোমরসের স্পর্শ আছে, মত্ততা আনতে পারে।

রুদ্রক। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, এমন সুন্দর চিত্র!—

সত্যদাস। সুন্দর চিত্র! আর কিছু বুঝতে হবে না—শুধু সুন্দর চিত্র। ওরে, তোর এই নবীন যৌবন, এই কোমল বাহু, এই নবনীর মত গণ্ড—একি শুধু তরবারির আস্ফালন আর ধনুর্ব্বাণের লক্ষ্যভেদের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। না, আমি তা দেব না।

রুদ্রক। আমি যুদ্ধ শিখব না, আমার ভাল লাগে না।

সত্যদাস। যুদ্ধ শিখতেই হবে, ভাল লাগুক বা না লাগুক। নইলে সোমরস মিলবে না। আর যুদ্ধ শেখবার জন্যই যে তোকে এনেছি।

রুদ্রক। তবে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

সত্যদাস। আমিও যে আজ সোমপান করে অমৃত হয়েছি। না না, তুই যা, আমার ছায়াও মাড়াস নে। প্রেমের আমি একটা জলন্ত অভিশাপ। নে-নে-এই নে, তোর সোমপাত্র নে। [ চিত্রখানি তাহার বক্ষে গুঁজিয়া দিয়া কক্ষের বাহিরে রাখিয়া আসিলেন। ] আমায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে, তা'তে সোমরস আহুতি দিতে হয়, পান করা চলে না।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

চৈত্রি-পূর্ণিমা, দিবা দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম ভাগ

আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানীর আশ্রমস্থ কক্ষ

সত্যকাম, আদিত্যকীর্ত্তি ও পুরশ্রী

সত্যকাম। নব যুবরাজের শিক্ষার ভার আমি নিলাম। যতদিন আমি আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকব, কুমারের শিক্ষার প্রচেষ্টা আমার প্রধান ব্রত হবে। আমার শিক্ষায় আর্য্যাবর্ত্তের ভবিষ্যৎ অধিপতি ও আর্য্যাবর্ত্তের যেন কল্যাণ হয়। তাঁর ও আমার মধ্যে যেন চিরদিন প্রীতির সম্বন্ধই থাকে—কখন বিদ্বেষের কারণ না ঘটে।

পুরশ্রী। কুমার কি তাহ'লে এখন থেকে এখানেই থাকবে? ছেলেমানুষ।

সত্যকাম। তিনি এখন রাজপুরেই থাকুন। আর্য্যাবর্ত্তের ভবিষ্যৎ অধিপতির শিক্ষা একটু স্বতন্ত্রভাবেই হবে। বিশেষতঃ তাঁর অস্ত্রশিক্ষা এখানে হবে না।

আদিত্যকীর্ত্তি। কেন?

সত্যকাম। ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রশিক্ষার জন্য রাজধানীর পশ্চিমপ্রান্তে পৃথক ব্যবস্থা কচ্ছি। তার পরিবর্ত্তে এখানে কৃষি ও শিল্পজীবীদের জন্য শিল্পাশ্রম গঠিত হবে। এই নূতন বৃত্তিজীবিদের জন্য আমি নূতন সমাজবিধিও প্রণয়ন করেছি। শীঘ্রই তা প্রকাশ কর্ব্ব।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু অস্ত্রশিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা কেন?

সত্যকাম। অনার্য্যরা যুদ্ধ ও অস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয়দের প্রীতির চক্ষে দেখেন না।

পুরশ্রী। সুন্দর ব্যবস্থা, ও-সব ব্যাপার দূরেই ভাল।

( জনৈক শিষ্যের প্রবেশ। )

শিষ্য। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ আচার্য্য মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

আদিত্যকীর্ত্তি। সসম্মানে তাঁকে এখানে—না, আমি নিজেই যাচ্ছি। ( প্রস্থান। )

সত্যকাম। আর্য্যে, ব্রাহ্মণ অতিথি, তাঁর অভ্যর্থনা করে আসি।

শিষ্য। মহারাজের কাছে তাঁর বিশেষ কোন কার্য্য আছে, শেষ না হলে তিনি আশ্রমের আতিথ্যগ্রহণ কর্ব্বেন না।

সত্যকাম। বেশ, তুমি লক্ষ্য রেখো, কার্য্য শেষ হলে আমায় জানাবে। ( শিষ্যের প্রস্থান। )

পুরশ্রী। অনার্য্যদেশে ত গিছলে, কি আনলে?

সত্যকাম। কিছু আনবার ত কথা ছিল না।

পুরশ্রী। কথা না হয় ছিল না, কিন্তু তারা ত কিছু দিতে পাত্ত। না, তারা তোমায় কোন সমাদর করে নি।

সত্যকাম। যে সম্মান তারা করেছে তা বলে বোঝাবার নয়। ধনরত্ন দেয়নি বটে, কিন্তু যা দিয়েছে তা দুর্লভ!

পুরশ্রী। দুর্লভরত্ন! কি, দেখতে পাই না? ভয় নেই, ব্রাহ্মণের জিনিষের উপর আমার লোভ নেই।

সত্যকাম। তা ত দেখাতে পারি না।

পুরশ্রী। দেখাতেও পার না! তা বেশ, তোমার জিনিষ তুমি লুকিয়ে রেখো। কিন্তু, কি এমন রত্ন দিলে যে আমার কাছেও লুকিয়ে রাখতে চাও।

সত্যকাম। তাদের ভালবাসা, এর চেয়ে কোন রত্ন বড়?

পুরশ্রী। কোন মূল্য নেই, ভালবাসার কোন মূল্যই নেই। না, তুমি বড় ভুল করেছ। দক্ষিণে না গিয়ে যদি উত্তরে যেতে আর এত বড় একটা কাজ করে আসতে তাহ'লে তারা তোমায় কত কি দিত! হয় ত দেশের রাজকন্যাই দিয়ে বসত।

সত্যকাম। আর্য্যে!

পুরশ্রী। আমি পরিহাস কচ্ছিলাম, ভাই। আমি জানি তুমি নির্লোভ, ব্রহ্মচারী। তোমায় তারা সম্মান করেছে, ভালবেসেছে, এতে আমার কত আনন্দ।

সত্যকাম। অতিথি ব্রাহ্মণের কোন সংবাদ পেলাম না। আর্য্যে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। (প্রস্থান।)

পুরশ্রী। পরিহাসটুকুও সহ্য হয় না, এত ব্রতনিষ্ঠা! এত দুঃখের মধ্যেও এ আমার বড় সুখ যে তোমার মত ভাই পেয়েছি।

( কল্যাণী ও মন্ত্রার প্রবেশ। )

পুরশ্রী। এ কে, কল্যাণী ?

কল্যাণী। আমার সখী, অনার্য্যকন্যা।

পুরশ্রী। অনার্য্যকন্যা! কোথায় পেলে ?

কল্যাণী। ঋষি দক্ষিণে গিয়েছিলেন, পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

মন্ত্রা। দেবী, আমি নিরাশ্রয়া, স্বদেশে আমার স্থান নেই। আশ্রয়ের জন্য এখানে এসেছি।

পুরশ্রী। আমার হৃদয়ে তোমার জন্য স্থান হবে। কিন্তু যাঁর আশ্রয়ে তুমি এসেছ, তিনিও আর্য্যাবর্ত্তের একজন নায়ক। তোমার কোন ভয় নেই।

কল্যাণী। কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, আশ্রয় দিলেও কেউ আদর করে না।

পুরশ্রী। না কল্যাণী, ঋষি যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও তোমার সখীর অনাদর হবে না। তোমরা এখানেই থাক, আমি আসছি। ( প্রস্থান। )

কল্যাণী। আশ্রয় পেয়েছ, আদরও পাবে। আর বোধ হয় চলে যাবার প্রয়োজন হবে না। কি বল, সখী ?

মন্ত্রা। শুধু একটু আশ্রয়, একটু আদর। এর জন্যেই কি এসেছি ?

কল্যাণী। ও, তুমি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বময়ী ঈশ্বরী হতে চাও!

মন্ত্রা। আমি আমার বনেই যাব।

কল্যাণী। সেই ভাল, সখী। পরের মন জয় করা কি সোজা কাজ! কি হবে অত হাঙ্গামায়, তার চেয়ে বনে যাওয়াই ভাল। ( মন্ত্রা মুখ ফিরাইলেন ) আমি পরিহাস কচ্ছিলাম, ভাই। আমি খুব

জানি তুই কি চাস। কিন্তু তা কেউ এমনি দেয় না, আদায় কত্তে হয়।

( মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ। )

মঞ্জুশ্রী। তোমরা আমার মাকে দেখেছ?

মন্ত্রা। বেশ, মেয়েটি ত! এ কে সই, রাজকুমারী বুঝি?

কল্যাণী। হ্যাঁ, তবে রাজকন্যা নয়, তাঁর ভায়ের মেয়ে।

মঞ্জুশ্রী। আমায় চেন না, আমি মঞ্জুশ্রী। তুমি কে?

মন্ত্রা। আমি অনার্য্যা মেয়ে।

মঞ্জুশ্রী। দূর! অনার্য্যারা ত কালো, অন্ধকারের মত কালো। রাতে তাদের দেখা যায় না। তুমি ত কালো নও।

মন্ত্রা। আমি অন্ধকারের চেয়েও কালো। তাই ত এই সুন্দর মেয়েটি আমায় তাড়িয়ে দিতে চায়।

[ মঞ্জুশ্রী কল্যাণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখে হাসি। ]

মঞ্জুশ্রী। মিথ্যে কথা। আচ্ছা, অনার্য্যরা কি খুব কালো? আমার বাবা অনার্য্য দেশে গিয়েছেন। মা বলেন তিনি অনার্য্য হয়েছেন। তা, বাবার রঙ্ কি কালো হয়ে গিয়েছে?

মন্ত্রা। তোমার বাবা অনার্য্য দেশে গিয়েছেন—কেন?

কল্যাণী। তা বুঝি জান না, রাজকুমারীর জন্যে খুব সুন্দর দেখে এক কালো রাজপুত্তুর আনতে।

মঞ্জুশ্রী। কখ্খনো না, তিনি যুদ্ধ কত্তে গিয়েছেন।

কল্যাণী। যুদ্ধ করেই ত কালো রাজপুত্রকে বেঁধে আনবেন।

মঞ্জুশ্রী। ওর কথা শুনো না, ও ভারী মিথ্যেবাদী। দাঁড়াও, মাকে বলে দিচ্ছি গিয়ে। ( প্রস্থান। )

মন্দ্রা। ভারী মিথ্যেবাদী। এত মিথ্যে কথা বলতে ভয় হয় না?

কল্যাণী। মিথ্যেবাদী কে? আমি না তুমি? আমি তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই? না তুমিই—তা বেশ, তুমি চলে যাও।

মন্দ্রা। রাগ করিস নি, সই। যদি অধিকার না পাই, শুধু আশ্রয়ের জন্যে এখানে থাকব না।

কল্যাণী। আমিও তা বলি না, কিন্তু বলেছি ত আদায় কত্তে হবে —হাতে তুলে কেউ দেবে না।

মন্দ্রা। সই!

কল্যাণী। ছিঃ, কাঁদিস নি। কান্না আমি দেখতে পারি না।

মন্দ্রা। চলে আমি যাবই, কিন্তু তোকে কখন ভুলব না।

কল্যাণী। চুপ! বোধ হয় ঋষি আসছেন। আমি পালাচ্ছি, ভয় নেই, পাশের ঘরেই থাকব।

[ কল্যাণী যাইতে গেলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সত্যকাম ও পুরশ্রী প্রবেশ করিলেন। সত্যকাম বিরক্তদৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। কল্যাণী, তোমরা এখানে! আশ্রমের নিয়ম জান?

পুরশ্রী। ওরা আমার কাছে এসেছিল। আমিই এখানে থাকতে বলেছি।

কল্যাণী। দেবী, রাজকুমারী বোধ হয় আমায় ডেকেছিলেন।

পুরশ্রী। মঞ্জু তোমায় ডেকেছিল। তবে বোধ হয় তুমি যেতে পার। ( কল্যাণীর প্রস্থান। )

সত্যকাম। ব্রাহ্মণ মহারাজের সঙ্গে কোন গোপন বিষয়ের আলোচনা কচ্ছেন। তাঁর অভ্যর্থনায় বড় বিলম্ব হয়ে গেল।

পুরশ্রী। সে কথা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু এ রত্নটি পেলে কোথায় ?

সত্যকাম। অনার্য্য দেশে।

পুরশ্রী। তা বুঝেছি, কিন্তু কে ইনি ?

সত্যকাম। ইনি সে দেশের রাজকন্যা।

পুরশ্রী। রাজকন্যা! তাহলে দেখছি পরিহাসও কখন কখন সত্য হয়ে যায়। কিন্তু সত্যই এ দুর্লভ রত্ন।

সত্যকাম। এ রত্ন আমি আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরীকে দান কল্লাম।

পুরশ্রী। আমি ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করি না।

সত্যকাম। মন্দ্রা, তুমি আমার বহিঃকক্ষে একটু অপেক্ষা কর।

পুরশ্রী না, ও এখানেই থাক।

( মন্দ্রার প্রস্থান। )

মূর্খ! ও তোমারই সঙ্গ চায়, তোমারই আশ্রয় চায়, আমার নয়।

সত্যকাম। আর্য্যে, আমি মূর্খ নই। [ মৃদু হাসিলেন। ]

পুরশ্রী। তবে তুমি হৃদয়হীন।

সত্যকাম। আর্য্যে! আমি জানি এ আমার হৃদয়হীনতা, আর এ যে কত নিষ্ঠুরতা—আহত অবস্থায় এই অনার্য্যকুমারী আমার জীবন রক্ষা করেছে। আমারই জন্য এর স্বদেশে স্থান নেই। কিন্তু আর্য্যে, আমি যে ব্রহ্মচারী, আচার্য্য।

পুরশ্রী। আমি তোমার ব্রহ্মচর্য্য, আর্য্যাবর্ত্ত, আর্য্য, অনার্য্য কিছুই বুঝি না, আমি শুধু বুঝি আমি নারী। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের ব্রহ্মচর্য্য বা আচার্য্যত্ব রক্ষার জন্যে যদি তাঁর আশ্রমে এক অনার্য্যকন্যার স্থান না

হয়, আমার কাছে তার স্থান হবে। তুমি মহামানী আচার্য্য। তবু আমি বলছি তুমি হতভাগ্য। ( প্রস্থান। )

[ সত্যকাম স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে তিনি ডাকিলেন, "মন্ত্রা।" ]

( মন্ত্রার প্রবেশ। )

দেখ মন্ত্রা—একি, তুমি কাঁদছিলে! এখানে কি তোমার—

মন্ত্রা। আমি এখানে থাকব না। তবে আমার এক সংশয় আছে, আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের কাছে নিবেদন কত্তে চাই।

সত্যকাম। বেশ, বল। পরের সংশয় নিরাকরণ করাই'ত আমার কাজ।

মন্ত্রা। সাতদিন এখানে আছি। দেখি, সকলেই তাদের আচার্য্যকে শ্রদ্ধা করে, ভালও বাসে। শুধু আমি—আমারই কি তা অন্যায়?

[ সত্যকাম স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গবাক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। পরে সস্নেহ দৃষ্টিতে মন্ত্রার দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। তুমিও সকলের মতই অসঙ্কোচে এখানে থাক।

মন্ত্রা। কিন্তু আমার সংশয়?

সত্যকাম। সত্য বড় নিষ্ঠুর মন্ত্রা, জানতে চেও না।

মন্ত্রা। হোক নিষ্ঠুর, আমি জানতে চাই।

সত্যকাম। এই দুঃখময় সংসারে কল্পনায় যে সুখটুকু পাওয়া যায় —মন্ত্রা, সত্যের কঠিন আঘাতে তা নষ্ট করো না।

মন্ত্রা। তাবলে যা অন্যায়—না, আমি সত্য জানতে চাই,

নিঃসংশয় হতে চাই, তাতে যতই দুঃখ আসুক। তুমি আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বল আচার্য্য, তোমায় ভালবাসা কি আমার পাপ?
[ সত্যকাম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। ]

সত্যকাম। মন্দ্রা, পাপ বা পুণ্য শব্দমাত্র, কোন বস্তু নয় যে তার নির্দ্দেশ করে দেব। যা থেকে নিজের বা পরের দুঃখ ও অশান্তি আসে তাই পাপ, আর যা থেকে সুখ ও শান্তি আসে তাই পুণ্য। কিন্তু ভালবাসা ত শব্দমাত্র নয়, সে যে বাস্তব পদার্থ। দেখা না গেলেও বাইরের জলমাটীর মতই তার অস্তিত্ব আছে। জলমাটীর মতই তা পাপও নায় পুণ্যও নয়। তার সদ্ব্যবহার পুণ্য, অসদ্ব্যবহার পাপ। আর আমায় তোমার ভালবাসা—ভেবে দেখো মন্দ্রা, সেই অরণ্যে প্রথম যেদিন আমায় আহত দেখে করুণার মোহে ভালবেসেছিলে তারপর থেকে তোমার, আমার, তোমার পিতার কত দুঃখ, কত অশান্তি এসেছে। মন্দ্রা, আমায় তোমার ভালবাসা—পাপ। [ মন্দ্রার মুখ বিবর্ণ হইল। ] ভাবতে পার বুঝতে পার নি, অজ্ঞাতে ভালবেসেছিলে। কিন্তু বোঝ বা না বোঝ, জান বা না জান শাস্তি পেতেই হবে। তার চেয়ে জেনে, বুঝে পাপ করা ভাল, তাতে কপটতা থাকে না আর প্রায়শ্চিত্ত চলে। [ জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি মধুর হাসিলেন। সে হাসি মূর্ত্ত অভয়। ] কিন্তু ভালবাসা হৃদয়ের বৃত্তি, প্রিয়জন তার অন্ন। সে অন্নের অভাবে হৃদয় বাঁচে না। ভাল তোমাকে বাসতেই হবে। তাতে পাপই হোক বা পুণ্যই হোক। ভয় নেই মন্দ্রা, সত্যকে যখন তুমি ভালবাস, তখন সত্য যতই কঠোর হোক তার মধ্যেও আমি শান্তির স্নিগ্ধ শীতলতা এনে দেব। তুমি আমায় ভালবেসো, যত পারো, ভালবেসো। তোমার

হৃদয় মধুময় হয়ে উঠুক আর সে মধু পান কর্ব্ব—সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী—আমি। ( কল্যাণীর প্রবেশ। ) কল্যাণী, মন্দ্রা আমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, আমায় তার ভালবাসা পাপ কি না? আমি কি উত্তর দিয়েছি জানো—যত পার, ভালবেসো। ( প্রস্থান। )

[ মন্দ্রা লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। কল্যাণী ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন ]

কল্যাণী। কি সখী, যাবে না?

মন্দ্রা। কোথায়?

কল্যাণী। কেন, অরণ্যে!

মন্দ্রা। না। [ কল্যাণী হাসিয়া উঠিলেন। ]

কল্যাণী। অরণ্যে শান্তি আছে বটে, কিন্তু জয় করার জন্ত কারও মন ত পাওয়া যায় না। আর কেনই বা যাব? তাড়িয়ে দিলেও যাব না। নিজের অধিকার জোর করে বুঝে নেব।

( গীত )

ফিরে যেতে হেথা আসিনি ত আমি
ফিরে আর যাব না।
সবি যদি যায় হারায়ে হেথায়
আশা ত ছাড়িব না।
আপন মহিমা সাথে, চলিব তোমারি পথে
আপনা হারায়ে তোমার মাঝারে
তোমারে হারাব না।

কিন্তু তোর ক্ষমতা আছে। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের মুখে বালকের হাসি ফুটিয়েছিস। এমন সরল হাসি আমি কখনও দেখি নি।

মন্ত্রা। বেশত, রোজ এসে আমায় গান শোনাস আর হাসি দেখিস।

কল্যাণী। না সখী, আমরা গন্ধর্ব্বকন্যা, কারও হাসি দেখি না, আমরা শুধু হাসি। কিন্তু তোর আসল কাজ ত হল না।

মন্ত্রা। কি হল না?

কল্যাণী। ভালবাসা পাবি কিনা জানতে পাল্লি না।

মন্ত্রা। আমি ত ভালবাসা চাই নি। সকলকে তিনি ভালবাসেন; তাঁর সে ভালবাসা থেকে সকলকে বঞ্চিত করে আমি একটুও চাই না।

কল্যাণী। চাস না! তবে এত কান্না, এত অভিমান কিসের জন্য, সখী।

মন্ত্রা। অধিকার পাবার জন্য। চেয়েছিলাম তাঁকে ভালবাসার অধিকার—পেয়েছি।

## তৃতীয় দৃশ্য

### পূর্ণিমা দিবা দ্বিতীয় প্রহরের শেষ ভাগ

আশ্রমের সভাকক্ষ

আদিত্যকীর্ত্তি ও সোমপ্রকাশ

আদিত্যকীর্ত্তি। সাক্ষ্যপত্রাদি যা দেখলাম তাতে মনে হয় যে আপনি অপরাধী। আপনি ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, আপনি যে এতবড় অন্যায় কত্তে পারেন তা বিশ্বাস হয় না। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, পরে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে।

সোমপ্রকাশ। আপনার কল্যাণ হোক, মহারাজ। কিন্তু বিচারের নিষ্পত্তি না হলে ত আমি এখানে অন্নগ্রহণ কত্তে পারি না।

( জনৈক শিষ্যের প্রবেশ। )

শিষ্য। মহারাজ, দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়, আচার্য্যদেব এখন অতিথির পূজার জন্য তাঁর অনুমতি চান।

সোমপ্রকাশ। তোমাদের নবীন আচার্য্য! তাঁর প্রতিভার কথা শুনেছি, কিন্তু দেখা হয় নি।

( সত্যকামের প্রবেশ। )

সত্যকাম। সে আমার দুর্ভাগ্য। চপলমতি যুবকের হাতে গুরু দায়িত্ব ফেলে দিয়ে আপনারা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন।

[ সোমপ্রকাশের পাদবন্দনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহে উঠাইলেন। ]

সোমপ্রকাশ। তোমায় দেখবার কত সাধ! তুমি ত জান না, আমি তোমার পিতৃবন্ধু। [ তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ] আমি তোমার উপনিষদ পড়েছি। তোমা হতেই আমাদের দর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে। সম্প্রদায়ের সকল সাধকের সাধনার ফল, তুমি।

সত্যকাম। আমি সে গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছি। ক্ষণিকের জন্য আচার্য্যের কৃপায় সত্যের সম্যক পরিচয় পেয়েছিলাম কিন্তু এখন তা চিত্তে স্থির হয় না, শিষ্যদের শিক্ষা দিতে পারি না। একটা মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভুলে গেছি—তার আবেশটুকু আছে। কিন্তু এখন আশ্রমের বিশ্রাম কক্ষে চলুন, স্নানাহারের পর দার্শনিক আলোচনা হবে।

আদিত্যকীর্ত্তি। আমারও সেই প্রার্থনা, দেব। নব যুবরাজের

উপনয়নোপলক্ষে আজ আশ্রমে উৎসব। আমরাও আজ এখানে অতিথি।

সোমপ্রকাশ। কিন্তু আমার বিচার না হলে ত আমি এখানে আতিথ্য গ্রহণ কত্তে পারি না, মহারাজ।

সত্যকাম। বিচার! মহারাজ, আর্য্যাবর্ত্তের কি এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে এঁকে আজ বিচারপ্রার্থী হতে হয়েছে? কে আপনার প্রতি অত্যাচার করেছে?

সোমপ্রকাশ। না বৎস, আর্য্যাবর্ত্তবাসী সকলেই ভদ্র, সকলেই আমায় ভালবাসে। আমিই অপরাধী।

সত্যকাম। আপনি অপরাধী! তার বিচার প্রার্থীও আপনি! কি এঁর অপরাধ, মহারাজ?

আদিত্যকীর্ত্তি। রাজদ্রোহ।

সত্যকাম। রাজদ্রোহ! এই সৌম্যদর্শন মহানুভব—না মহারাজ, এ হতে পারে না।

আদিত্যকীর্ত্তি। প্রমাণ ত তাই হয়েছে। অভিযোগও এনেছেন আর্য্যাবর্ত্তের একজন সম্ভ্রান্ত, সুদক্ষ রাজপুরুষ। কিন্তু, এখন আপনি আমাদের অতিথি, আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

সোমপ্রকাশ। রাজদ্রোহের অভিযোগ! এ অবস্থায় রাজগৃহে বা রাজধানীর আশ্রমে অন্নগ্রহণ কত্তে পারি না। তুমিই বল বৎস, পারি কি?

সত্যকাম। নিশ্চয় না। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কোন্ মাননীয় ব্যক্তি যার কাছে অপরাধী তার অন্নগ্রহণ কত্তে পারে? কে এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, মহারাজ?

আদিত্যকীর্ত্তি। রাজধানীর নগরপাল।

সত্যকাম। ( শিষ্যের প্রতি ) এই মুহূর্ত্তে নগরপালের গৃহে একজন অশ্বারোহী পাঠাও।

শিষ্য। তিনিও আজ আশ্রমের নিমন্ত্রিত অতিথি, আশ্রমেই আছেন।

সত্যকাম। তাঁকে এখানে নিয়ে এস। হ্যাঁ, দেখ খুব গোপনে নিয়ে আসবে। এ বিষয় যেন আর কেউ জানতে না পারে।

( শিষ্যের প্রস্থান )

আদিত্যকীর্ত্তি। এই অসময়ে বিচার হবে না কি, আচার্য্য ?

সত্যকাম। হ্যাঁ, মহারাজ।

আদিত্যকীর্ত্তি। এই উৎসবের দিনে, সম্ভ্রান্ত অতিথিদের পরিচর্য্যা না করে—বিচার !

সোমপ্রকাশ। সত্যই বৎস, তোমার আশ্রমে আজ বহু সম্ভ্রান্ত অতিথি, তাঁদের অমর্য্যাদা হবে। আমি আজ গৃহে যাই।

সত্যকাম। আশ্রমের উৎসব, অতিথিদের পরিচর্য্যা, এসবের ব্যবস্থা আমি কচ্ছি। কিন্তু আপনি বিচারপ্রার্থী, বিচার আজ, এখনই কত্তে হবে। মহারাজ, এই সৌম্যমূর্ত্তি জ্ঞাননিষ্ঠ আচার্য্য কল্পনায়ও কারো অনিষ্ট চিন্তা কত্তে পারেন না ; আর ইনি রাজার অনিষ্টের চক্রান্ত করেছেন। এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস কত্তে হবে ?

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু এঁর অপরাধের যে প্রমাণ রয়েছে।

সত্যকাম। হীন ব্যক্তির চক্রান্ত। এই মহানুভবকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত করে আমি আজ আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অভ্যাগতের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব। অভুক্ত ব্রাহ্মণকে আমি ফিরে যেতে দেব না।

[ নগরপাল ও শিষ্যের প্রবেশ। সত্যকাম শিষ্যের দিকে চাহিলেন। ]

সমাগত অতিথিদের যথোচিত আপ্যায়িত কর। বিশেষ রাজকার্য্যে আমরা ব্যস্ত, একথা তাঁদের জানিয়ে আমাদের অনুপস্থিতির জন্ত তাঁদের মার্জ্জনা চাইবে। ( শিষ্যের প্রস্থান। )

মহারাজ, আমি স্বয়ং এ বিচার পরিচালনা কর্ব্ব। আপনি ঐ আসনে বসে বিচার করুন।

আদিত্যকীর্ত্তি। আশ্রমের বিচারাসনের পাদমূলেই আমার স্থান। আচার্য্যই আজ ঐ আসনে বসে বিচার করুন। আমি পাদমূলে বসে বিচার দেখি। [ সত্যকামকে উচ্চাসনে বসাইয়া বিচারের পত্রাদি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। ] কি বলেন, ব্রাহ্মণ ?

সোমপ্রকাশ। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য রাজনৈতিক বিচারক। আচার্য্যের আসন বিচারাসন। মহারাজ, এ আমাদের অপমান, তথাপি এ আমার ব্যক্তিগত অতুলনীয় সম্মান।

আদিত্যকীর্ত্তি। আপনি আমার আচার্য্যের বন্ধু। আপনার বিচার করার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেলাম। ভ্রমপ্রমাদে হয়ত আপনার প্রতি অন্যায় করে অনুতাপ ভোগ কর্ত্তে হত।

সোমপ্রকাশ। ভ্রমপ্রমাদে বিচারকের অপরাধ নেই। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার স‍দিচ্ছাই তাঁর শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা।

নগরপাল। সত্যের মর্য্যাদা! মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করে, অনার্য্যভাবে ভাবুক যুবরাজকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করার চক্রান্ত করে, এখন মহারাজেরই সত্যের মর্য্যাদারক্ষার যোগ্যতা পরীক্ষা কর্ত্তে চান ?

সত্যকাম। নগরপাল !

নগরপাল। প্রভু!

সত্যকাম। ইনি একজন আচার্য্য, আমাদের পূজনীয়।

নগরপাল। ইনি পূর্ব্বে আচার্য্যই ছিলেন। কিন্তু—

সত্যকাম। মহারাজ!

আদিত্যকীর্ত্তি। নগরপাল, আর্য্যাবর্ত্তাধীপের আচার্য্যের বন্ধু অভিযুক্ত, আচার্য্যপুত্র বিচারক—এ কথা স্মরণ রাখবেন।

নগরপাল। বিচারত এঁর হয়েই গিয়েছে, মহারাজ। প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণই এঁর বিচার করেছেন। শুধু আচার্য্য বলে মহারাজের কাছে পুনর্ব্বিচার বা মার্জ্জনার জন্য বিচারের পত্রাদি এঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। বিচারে ইনি রাজদ্রোহী।

সত্যকাম। তা আমি জানি, কিন্তু আমার বিচারে এঁর অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এঁকে আমারই মত মর্য্যাদা দেবেন।

আদিত্যকীর্ত্তি। বিচারে অপরাধী হলেও আর্য্যাবর্ত্ত এঁর কাছে বহু বিষয়ে ঋণী, আমরা এঁর কখন অসম্মান কর্ব্ব না।

নগরপাল। আমার অশিষ্টতা মার্জ্জনা করুন, প্রভু। আমি—

সোমপ্রকাশ। এতে তোমার অপরাধ কি, বৎস? তুমি রাজ-হিতৈষী তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় প্রীত হয়েছি।

সত্যকাম। পত্রাদি সবই দেখলাম। একজন সত্যনিষ্ঠ আচার্য্যের রাজদ্রোহিতা প্রমাণ কত্তে বহু স্বাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিচারকের মন্তব্য সুযুক্তিপূর্ণ। নগরপালের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

নগরপাল। আমি মাসাবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসব সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস আর্য্যাবর্ত্তের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ চক্রান্তে আছেন। তাঁরা আর্য্যসংস্কৃতি অপেক্ষা অনার্য্যদের সরল জীবনযাত্রা

পছন্দ করেন। এর জন্য আমায় বহু আয়াস স্বীকার কত্তে হয়েছে।

সত্যকাম। কিন্তু এই সত্যনিষ্ঠ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় বিনা আয়াসে সব সংবাদ পেতেন। আচার্য্য, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ —আপনি কোন অনার্য্যকে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সোমপ্রকাশ। আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি বটে, কিন্তু রাজনীতি বা অস্ত্রশিক্ষা দিই নি। বহুকাল ও সব চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছি।

সত্যকাম। কিন্তু সে রাজনীতি ও যুদ্ধ শিখেছিল।

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ, সে নির্ব্বাসিত যুবরাজের ভৃত্য ছিল, তিনিই তাকে স্নেহবশত রাজনীতি ও যুদ্ধ শিক্ষা দিতেন। যুবরাজের স্নেহ, তাঁর শৌর্য্য সম্বন্ধে সে প্রায়ই আমার কাছে গল্প কত্ত।

নগরপাল। এ সংবাদ ইনি আমাদের আদৌ জানান নি, মহারাজ।

সত্যকাম। দ্বিতীয় অভিযোগ—আপনি তাকে আর্য্যাবর্ত্ত ছেড়ে স্বদেশে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

নগরপাল। তার সুযোগও সে বেশ নিয়েছে।

সোমপ্রকাশ। আমি তাকে স্বদেশে যেতে সাহায্য করি নি। সে যুবরাজের সঙ্গে প্রায়ই মৃগয়ায় যেত। মধ্যে মধ্যে তাঁরই আদেশে দেশে যেত। তবে আমি নিষেধ করি নি।

নগরপাল। কিন্তু গত যুদ্ধের সময়—যুবরাজ ত তখন যুদ্ধে, কার আদেশে সে আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করে?

সোমপ্রকাশ। যুদ্ধের সময় সে যুবরাজেরই সঙ্গে ছিল।

নগরপাল। পরেও সে একবার এসেছিল, যুবরাজ তখন অনার্য্য-দেশে।

সোমপ্রকাশ। পরে সে দু'বার এসেছিল, দু'বারই দেশে গিয়েছিল—আর আমিই তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম।

আদিত্যকীর্ত্তি। তা'হলে স্বীকার করেন যে রাজাদেশ অমান্য করে, আপনি তাকে স্বদেশে যেতে দিয়েছেন—বিশেষত যুদ্ধকালে।

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ, মহারাজ। আমি জানতাম যে দেশে তার বাগদত্তা স্ত্রী আছে। পাছে সত্যভ্রষ্ট হয় এই ভয়ে আমি তাকে চিরমুক্তি দিয়ে দেশে যেতে বলি। ইচ্ছা ছিল পরে রাজানুমতি নেব।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু রাজানুমতি নেন নি।

সোমপ্রকাশ। আমি তাকে ফিরে আসতে নিষেধই করেছিলাম। তবু সে ফিরে এসেছিল। যখন সে ফিরে এল আমার কাছে, পিতৃমাতৃ-হীন যুবক, পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। দশবৎসরের বাগদত্তা কুমারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত, সত্যভ্রষ্ট—কি গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে সে আর্য্যাবর্ত্তে আমার কাছে এসেছিল। আর্য্যাবর্ত্তে সে চেয়েছিল একটু আশ্রয়, হয়ত সেই সঙ্গে একটু স্নেহ, একটু সমবেদনা। আর্য্যাবর্ত্ত কিন্তু তখন তার জন্য লৌহশৃঙ্খল রেখে দিয়েছে। রাত্রি তখন চতুর্থ প্রহর, পূর্ণিমার চন্দ্র পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। চাঁদের মধুর হাসিতে পৃথিবী ভরে গিয়েছে। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রকৃতি হাস্যময়ী—আনন্দসমুদ্রে স্নান করে উঠেছে। চারিদিকের সেই আনন্দের মাঝখানে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল—ম্লানমুখে। তার সে মুখের দিকে চেয়ে—মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ, আচার্য্য—থাকতে পারি নি। তার মুখে হাসি ফোটাতে আমি তাকে আমার সর্ব্বস্ব দান কল্লাম—আমার সারা জীবনের সাধনার ধন, আমার ব্রাহ্মণ্য।

সত্যকাম। কিন্তু আচার্য্য, রাজানুমতি নিলেন না কেন? আপনার প্রার্থনা আমরা কখনই অবহেলা কত্তাম না।

সোমপ্রকাশ। আর্য্যাবর্ত্তে তখন তার জীবন বিপন্ন, রাজানুমতির কথা মনেই হয় নি। সে আমার ভৃত্য নয়—শিষ্য, পুত্র।

সত্যকাম। আপনি হৃদয়বান, সত্যনিষ্ঠ কিন্তু ঘটনাচক্র এমনি যে তা'তে প্রমাণ হয়—যুবরাজের রাজদ্রোহীতায় আপনি বরাবর ভৃত্যের দ্বারা সহায়তা করে এসেছেন।

আদিত্যকীর্ত্তি। তার ফলে আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্যসমাজে, এমন কি রাজান্তঃপুরেও বিপ্লব এসেছে। আপনি যদি পূর্ব্বে এসব জানাতেন তবে কত সহজে এ বিপ্লব দমন করা যেত।

সত্যকাম। কিন্তু মহারাজ, ইনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

আদিত্যকীর্ত্তি। নিরপরাধ!

সত্যকাম। রাজদ্রোহের চক্রান্ত করা দূরে থাক, ইনি এ বিষয়ের কিছু জানতেনই না।

নগরপাল। এত প্রমাণ!

সত্যকাম। রজ্জুতে সর্পভ্রম। রাজদ্রোহের আভাষ পেয়ে সমস্ত রাজপুরুষ চতুর্দ্দিকে রাজদ্রোহের বিভীষিকা দেখেছেন। যা সামান্য সন্দেহমাত্র, গুপ্তচর নিয়োগ করে তাকে বিরাট ব্যাপার করে তুলেছেন। গত যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত যুবরাজ আর্য্যাবর্ত্তের একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর ভৃত্যকে যুদ্ধ বা রাজনীতি শেখাতেন বা স্বদেশে যেতে দিতেন আর সে জন্য ভবিষ্যতে রাষ্ট্রবিপ্লব হতে পারে সে কথা পল্লীবাসী এই ব্রাহ্মণের পক্ষে জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর তখন সেকথা জানালে—নগরপাল, আপনারাই এঁকে যুবরাজের

বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য রাজদ্রোহী বলে স্থির কত্তেন। সমস্ত বিষয় বিচার করে আমি দেখছি যে, এঁর অপরাধ—ইনি অনার্য্য শূদ্রকে উচ্চশিক্ষা, এমন কি পরাবিদ্যা পর্য্যন্ত দান করেছেন। কিন্তু তা সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক নয়। দ্বিতীয় অপরাধ রাজনৈতিক। ইনি এঁর অনার্য্য-ভৃত্যকে দু'বার স্বদেশে যেতে ও শেষে তাকে শূদ্রত্ব থেকে চিরমুক্তি দিয়েছেন। তার জন্য রাজানুমতি নেন নি। যথাকালে সে ফিরে আসাতে ইনি প্রথমবারের অপরাধের দায়মুক্ত। দ্বিতীয়বারের অপরাধ —মহারাজ, তার পূর্ব্বেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিনিধি অনার্য্যদের এদেশে স্বাধীন ভাবে বিচরণের সর্ত্ত স্বাক্ষর করেছেন। আমি এঁকে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত করে বিচারপত্রে স্বাক্ষর কর্লাম, মহারাজ। [ তিনি পত্রাদি স্বাক্ষর করিয়া রাজহস্তে দিলেন। তিনিও উহাতে স্বাক্ষর করিলেন। পরে সত্যকাম আসন হইতে নামিয়া আসিয়া সোমপ্রকাশের পাদবন্দনা করিলেন; সোমপ্রকাশ তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। ]

নগরপাল। প্রভু, আমার ভ্রমে—

সোমপ্রকাশ। তোমার কোন অপরাধ নেই, বৎস।

সত্যকাম। মহারাজ, তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়, আপনারা অন্ন গ্রহণ করুন, আমি এখন আচার্য্যের পরিচর্য্যা কর্ব্ব। আজ আমি পিতা ও আচার্য্য উভয়কেই একসঙ্গে ফিরে পেয়েছি, আজ আশ্রমের পরমোৎসবের দিন। ( আদিত্যকীর্ত্তি ও নগরপালের প্রস্থান। )

সোমপ্রকাশ। তোমার প্রতিভা দেখে বড় আনন্দ পেলাম। কিন্তু তাকে শিক্ষাদান করা কি আমার অপরাধ? যোগ্যপাত্র দেখে আমি তাকে পরাবিদ্যা পর্য্যন্ত দান করেছি। শাস্ত্রবিধি ত তাই।

সত্যকাম। সে বিধি আমাদের সাম্প্রদায়িক। আর্য্য, অনার্য্য কোন বিচার না করে নির্ম্মল চরিত্র মেধাবী শিষ্যকে সর্ব্ববিদ্যা দান কত্তে সম্প্রদায়েরই আচার্য্যরা উপদেশ করে গেছেন। আর্য্যসমাজবিধি কিন্তু তার বিপরীত। সম্প্রদায়ের এ উদার নীতি তাঁরা অনুমোদন করেন না। আপনি অত্যাশ্রমী নন, কাজেই আর্য্যসমাজবিধি লঙ্ঘন আপনার অপরাধ।

সোমপ্রকাশ। তুমি সত্য বলেছ, বৎস। রাজ অধিকারে সমাজে বাস করে সমাজবিধির অমর্য্যাদা করেছি, এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

সত্যকাম। তাহলেও এ অসত্য বা অন্যায় নয়। আর এ অপরাধ মার্জ্জনা করার অধিকার আমার আছে। মার্জ্জনা না চান, রাজবৃত্তি ত্যাগ কর্ব্বেন।

সোমপ্রকাশ। রাজবৃত্তি আমি পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছি। কিন্তু শাস্ত্রার্থ বুঝতে ভুল কল্লাম! সম্প্রদায়ের আচার্য্যরাও যে অত্যাশ্রমের পূর্ব্বে সমাজবিধি পূর্ণরূপে পালন কত্তেই উপদেশ করেছেন।

সত্যকাম। তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আপনার অন্ন—

সোমপ্রকাশ। অন্ন! বৎস, আমার ভ্রমে আমার প্রিয়তম শিষ্য হৃদয়ের অন্ন থেকে বঞ্চিত, নবীন যৌবনে সে অত্যাশ্রমী। বৎস, আজ আমার অন্ন নেই। (প্রস্থান।)

[ সত্যকাম করুণ নয়নে তাঁহার গমনপথে চাহিয়া রহিলেন। দারুণ ক্ষোভে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "আর্য্যসমাজবিধি! সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্যশীল শিক্ষার্থী পেলে, শূদ্র কেন, আমি শ্বপচকেও ব্রহ্মবিদ্যা দিতে পারি।" গভীর অবসাদে তিনি মাথা ধরিয়া নিকটস্থ আসনে বসিয়া

পড়িলেন। পুরশ্রীর প্রবেশ। তিনি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন।]

সত্যকাম। আর্য্যে!

পুরশ্রী। দিবা যে অবসান হয়ে এল, ভাই।

সত্যকাম। আর্য্যগৌরবরবিও বুঝি অস্তপ্রায়।

পুরশ্রী। থাক তোমার আর্য্যগৌরব, এখন তোমার অন্ন—

সত্যকাম। আর্য্যে, আর্য্যাবর্ত্তে আমার অন্ন নেই।

পুরশ্রী। সে কি! তুমি আর্য্যাবর্ত্তের রাজভ্রাতা।

সতকাম। সম্প্রদায়ের মহানুভব ব্রাহ্মণ অভুক্ত ফিরে গেছেন। আর্য্যসমাজবিধি, আর্য্যাবর্ত্ত আমায় অন্ন দেবে না। আমি যে তার কল্যাণকামী—আমি যে তার আচার্য্য—আমি যে ঋষি।

আশ্রমস্থ প্রাত্যহিক যজ্ঞস্থলীর দৃশ্য। কাল সূর্য্যাস্ত। প্রাত্যহিক সায়াহ্ন যজ্ঞ সমাধা হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ নির্ব্বাপিতপ্রায় হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে প্রার্থনা মন্ত্র গাহিতেছিলেন।

"অগ্নে! নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব! বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।"

(প্রণামান্তে প্রস্থান।)

সত্যকামের প্রবেশ। তিনি হোমাগ্নিতে সোমাহুতি দিলেন। নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।

## পঞ্চম দৃশ্য

### পূর্ণিমারজনীর প্রথম প্রহরের শেষভাগ

আশ্রমস্থ মন্দ্রার কক্ষ

কল্যাণী ও মন্দ্রা

কল্যাণী। তারপর এখন কি কর্ব্বি?

মন্দ্রা। কেন, বসে বসে ছবি আঁকব। না হয় তোর গান শুনব।

কল্যাণী। গান শুনে ত চিরদিন কাটবে না।

মন্দ্রা। এখন ত কাটুক। চিরদিনের কথা ভাবতে চাই না। আর দরকার হলে তাই-ই কর্ব্ব। গান শুনেই দিন কাটাব।

কল্যাণী। ব'য়ে গেছে আমার গান শোনাতে, আমি কি শুধু গান শোনাতেই জন্মেছি? আমি আর আসবই না।

মন্দ্রা। সত্যি নাকি? আর আমি একা—

কল্যাণী। আবার! দেখ, আমরা গন্ধর্ব্বকন্যা—হাসিতে জন্মাই, হাসিতে থাকি, হাসিতেই মিলিয়ে যাই। এত হাসি আমরা হাসি যে কান্না দেখলে ভয় হয়। মনে হয় এই একটানা হাসির মতই যত কান্না একসঙ্গে এসে পড়বে, কখনও থামবে না।

মন্দ্রা। এত যদি ভয়, তবে যেতে চাস কেন?

কল্যাণী। ওঃ, আমার বিরহে তোমার কান্না। তবে কাঁদ সখী,

খুব কাঁদ। কিন্তু সখী, এ ত নির্জ্জন অরণ্য নয়, আর আমিও নবীন তাপস নই। [ মন্ত্রার সকোপ দৃষ্টি দেখিয়া সহাস্তে গাহিয়া উঠিলেন। ]

প্রথম মিলন রাতি।
অসীম উদার আকাশ ভরিয়া
মধুর জোছনা ভাতি॥

মন্ত্রা। চুপ! আশ্রমে আজ উৎসব।

কল্যাণী। চুপ করে আমি থাকতে পারি না, ঝগড়া হবে কিন্তু।

মন্ত্রা। বেশ ত, রোজ এসে না হয় ঝগড়াই করিস, তা'বলে আজ নয়।

কল্যাণী। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি ভাবিস। কিন্তু আমি তোকে এভাবে থাকতে দেব না।

মন্ত্রা। কি কর্ব্বি?

কল্যাণী। আমরা গন্ধর্ব্বকন্যা, কত ঋষি কত মুনির মন টলিয়েছি।

মন্ত্রা। ছিঃ, আমি তা চাই না। এমনিই সকালের সেই লজ্জা—

কল্যাণী। শুধু লজ্জা! আর কিছু নয়? বুকটা কি ভরে উঠে নি? ( মন্ত্রা নীরব রহিলেন। ) বেশ, কিছুই যখন চাইবে না, গান নয়, কথা নয়, ঝগড়াও নয়—তখন ছবিই দেখি। চলে যেতেও ত পাব না। এ কার ছবি?

মন্ত্রা। দেবতার।

কল্যাণী। দেবতার!

মন্ত্রা। হ্যাঁ, ভগবান আদিত্যের।

কল্যাণী। মন্ত্রা, আর্য্যরা দেবতার রূপ আঁকেন না।

মন্ত্রা। আমরা আঁকি।

কল্যাণী। তবে এ তোমারই দেবতার রূপ, আর্য্যদেবতার নয়।

মন্দ্রা। না, এ ঋষির দেবতা। একদিন তিনি আমায় তাঁর দেবতার কথা বলেছিলেন, বড় ভাল লেগেছিল তাই আমি ছবিতে তাঁর রূপ এঁকেছি। বেশ সুন্দর, নয়?

কল্যাণী। ভারী সুন্দর! ভাবছি পুরুষ জাতটা কি অকৃতজ্ঞ।

মন্দ্রা। তাই নাকি?

কল্যাণী। ভালবাসার মর্ম্ম বোঝে না।

মন্দ্রা। না সখী, ভালবাসার মর্ম্ম বেশ বোঝে, আর অকৃতজ্ঞও নয়। তবে—( হাসিয়া ফেলিলেন। )

কল্যাণী। তবে কি?

মন্দ্রা। জাতটা পাগল।

কল্যাণী। পাগল!

মন্দ্রা। সুখ, দুঃখ বোঝে না, আপন পর চেনে না, জীবন মরণও দেখে না, শুধু নূতনত্বের পানে ছোটে। পাগল নয়?

কল্যাণী। পাগলই বটে, কিন্তু পাগল নিয়ে ত ঘর করা যায় না।

মন্দ্রা। না করে কি কর্ব্বি?

কল্যাণী। সমস্যা।

মন্দ্রা। আচার্য্যের কাছে সমাধান করে নিস না।

কল্যাণী। নিশ্চয় নেব। দেখি, কত বড় আচার্য্য, এ সমস্যা—

[ নেপথ্যে—কল্যাণী। ]

মন্দ্রা। ছবিটা দে, হয় ত দেখে ফেলবেন। তুই যে মেয়ে।

কল্যাণী। ভয় কি, ঠিক সময়েই দেব।

( সত্যকামের প্রবেশ। )

সত্যকাম। কি সমস্যা, কল্যাণী ?

কল্যাণী। বড় কঠিন সমস্যা, প্রভু।

সত্যকাম। অন্ন সমস্যার চেয়েও ? বল, দেখি সমাধান কত্তে পারি কি না। নইলে হয় ত আশ্রমের অন্নই গ্রহণ কর্ব্বে না।

কল্যাণী। মন্ত্রা ভগবান আদিত্যের ছবি এঁকেছে, তাই।

সত্যকাম। ভগবান আদিত্যের ছবি! দেবতার ত রূপ নেই, মন্ত্রা। তবু দেখি, মন্ত্রের ভাষা তুমি ছবিতে কেমন এঁকেছ।

[ কল্যাণী তাঁহার হাতে চিত্র দিলেন। ]

সত্যকাম। সুন্দর চিত্র! কিন্তু মন্ত্রা, এ ত' মন্ত্রের রূপ নয়, এযে আমারই প্রতিচ্ছবি।

কল্যাণী। প্রভু, আমার সমস্যাও ঐ।

( সত্যকাম তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। )

সত্যকাম। আমি আর আমার দেবতা এক। কল্যাণী, এই আমার দেবতার যথার্থ রূপ।

কল্যাণী। চাপল্য মার্জ্জনা করুন, দেব। সমস্যার বড় সুন্দর সমাধান হয়ে গিয়েছে। ( প্রস্থান। )

সত্যকাম। মন্ত্রা, আমি ব্রহ্মচারী, আচার্য্য—আর্য্যসমাজের পথ প্রদর্শক, উপদেষ্টা।

মন্ত্রা। আমি তা জানি। তবু তুমিই আমায় এ অনুমতি দিয়েছ।

সত্যকাম। কাতর স্বরে কেউ ডাকলে আমি থাকতে পারি না, ছুটে যাই। আর তুমি যদি এমন আকুলভাবে আমায় ডাক তবে আর্য্যাবর্ত্ত কেন, জগৎ ভেসে গেলেও আমায় আসতে হবে। এও যে

আমার ধর্ম্ম। আর এ ধর্ম্ম বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল—এর শুভ্রজ্যোতিতে অন্ত সব ধর্ম্ম ম্লান হয়ে যায়, আমিও ব্যভিচারী লম্পট হয়ে যাই। মন্ত্রা, তুমি কি তাই চাও?

মন্ত্রা। না-না, আমি তা চাই না, আমি কিছুই চাই না। শুধু যে অধিকার তুমি দিয়েছ তা কেড়ে নিও না। আমি নিরাশ্রয়া।

সত্যকাম। তুমি সাবিত্রী। মন্ত্রা, আজ থেকে আমি নিজেকে একেবারে তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। আমার ব্রত, তপস্যা এসবেরও ভার তুমি নাও।

মন্ত্রা। আমি!

সত্যকাম। হ্যাঁ, তুমি। নইলে আমার পক্ষে এ অসম্ভব, মন্ত্রা।

মন্ত্রা। সে কি? আমার জন্ত—তার চেয়ে আমি চলে যাই।

সত্যকাম। তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার সত্যও চলে যাবে। আমি তোমায় ভালবাসার অধিকার দিয়েছি তার সঙ্গে আমার ঋষিত্বও দিলাম। তুমি তাকে রক্ষা কর, পোষণ কর। মন্ত্রা, আমায় সকলের কল্যাণ দেখতে হয়, নিজের কল্যাণ আমি দেখতে পারি না। নিজের প্রতি কর্ত্তব্যহানির এ মহাপাপ থেকে আমায় রক্ষা কর। বল, এ ভার নেবে?

মন্ত্রা। তুমি অভয় দাও, শুধু বল যে আমি পার্ব্ব।

সত্যকাম। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মন্ত্রা—তুমি পার্ব্বে।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### দ্বিতীয় বৎসরের পৌষ-পূর্ণিমা, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ

সোমদত্তের শয়নকক্ষ

সোমদত্ত শয্যার উপরে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন

সোমদত্ত। "ভাল যদি মোরে না লাগে অন্তরে," সুন্দর, চমৎকার! মঞ্জুলে! (কল্যাণীর প্রবেশ।) মনোহর এক কবিতার ভাব পেয়েছি, মঞ্জুলে।

কল্যাণী। এই অসময়ে কবিতা!

সোমদত্ত। কবিতার কি সময় অসময় আছে, মঞ্জুলে। সে চকিতে আসে চকিতেই চলে যায়।

কল্যাণী। কবিতায় ত পেট ভরেবে না। তোমার অন্ন প্রস্তুত।

সোমদত্ত। অন্ন অনেক পাব কল্যাণী, কিন্তু এ ভাব আর ফিরে পাব না। যাও, শীঘ্র নিয়ে এস।

কল্যাণী। এইখানে।

সোমদত্ত। কেন? তুমি কি বাইরে যেতে বল? তা চাঁদের আলো।

কল্যাণী। দোহাই তোমার, আর চাঁদের আলোয় কাজ নেই। আমি এখানেই আনছি।

সোমদত্ত। হ্যাঁ, সেই ভাল। আর দেখ, তোমার সেই নীল সজ্জা—

কল্যাণী। কোন নীল সাজ—

সোমদত্ত। যে সাজে তুমি অভিসারে—

কল্যাণী। ছিঃ!

সোমদত্ত। এসেছিলে—আমারই কাছে—সেই নৃত্যশালায়। ( সহাস্যে কল্যাণীর প্রস্থান। ) বড় অভিমানিনী আমার কবিতারাণী। এতটুকু অনাদর সহ্য করেন না। চোরের মত গোপনে পা টিপে আসেন, অভ্যর্থনার এতটুকু দেরী হলে মানভরে চলে যান।

[ পরিচারিকা তাঁহার অন্ন রাখিয়া চলিয়া গেল। ]

"ভাল যদি মোরে, না লাগে অন্তরে মুখেতেই বেসো ভালো" না, এবার চরণে নূপুর পরিয়ে দেব। তাহ'লে, [ তিনি আপন মনে হাসিয়া উঠিলেন। ] তাহ'লে ধরা পড়ার হাসিটুকুও থাকবে না।

( মনোহর বেশে কল্যাণীর প্রবেশ। )

"সেই মোর সুখ, ভরে তায় বুক, তাহাই প্রাণের আলো।"

কল্যাণী। নাও, এস।

সোমদত্ত। কই, দাও।

কল্যাণী। শয্যাতেই দেব নাকি? উঠে এস।

সোমদত্ত। বাঃ, কি সুন্দর তুমি!

কল্যাণী। হ্যাঁ, আমি খুব সুন্দর। এখন উঠে এস।

সোমদত্ত। কল্যাণী, আমি ত অন্ন চাইনি।

কল্যাণী। অন্ন চাওনি, কি চেয়েছিলে?

সোমদত্ত। একপাত্র সোমরস, আর একখানা গান।

কল্যাণী। সে পরে হবে, এখন তোমার অন্ন।

সোমদত্ত। অন্ন পরে হবে কল্যাণী, এখন মঞ্জুলার গান। এক-

খানি গানেই আমার কবিতাটা লেখা হয়ে যাবে। [ কল্যাণী সোমভাণ্ড হইতে পাত্রপূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি অল্প পান করিলেন। ] এইবার—

কল্যাণী। গান আমি গাইছি, কিন্তু তুমি ত কবিতায় ডুবে যাবে। বৃথাই আমার সাজা, বৃথাই আমার গাওয়া।

সোমদত্ত। তুমিই যে আমার কবিতা, মঞ্জুলে।

কল্যাণী। শুনবে ত ঠিক।

সোমদত্ত। নিশ্চয়। ( কল্যাণী হাসিলেন। ) বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে গাইছি।

গীত।

কল্যাণী। ফিরে যেতে চাই জীবনের মাঝে, কোথায় জীবন পাই—

সোমদত্ত। মরণের বুকে রয়েছে জীবন, তাহারে কেন ডরাই।

কল্যাণী। জীবনে আমার কত কি যে আসে,

সোমদত্ত। মরণে কি তাব যাবে সব ভেসে।

কল্যাণী। ভয়ে ভয়ে চাই, কি যেন কি নাই,

[ সোমদত্ত আর গাহিলেন না। ]

বুঝিবা সকলি হারাই।

নিভে যায় যদি জীবনের আলো

সোমদত্ত। মরণে তখন বাসিব গো ভালো।

কল্যাণী। জীবনের পরে, আঁধারের ঘরে,

আলো হয়ে রবে তাই।

[ সোমদত্ত কবিতায় মগ্ন হইয়া গেলেন, আর গাহিলেন না। বিষাদের হাসি হাসিয়া কল্যাণী মধুর স্বরে একাই গাহিলেন। ]

ফিরে যেতে চাই জীবনের মাঝে,

কোথায় জীবন পাই।

তোমার জীবনে আমার জীবন,
তোমারে খুঁজিগো তাই।
জীবনে তোমার কত কি যে আসে
তোমার পানে ত নাহি যায় ভেসে,
ভয়ে ভয়ে চাই কি যেন কি নাই
বুঝিবা সকলি হারাই।
নিভে যায় যদি জীবনের আলো
জানিব জীবনে বেসেছিত ভালো
জীবনের পরে আঁধারের ঘরে
আলো হয়ে রবে তাই।

সোমদত্ত। সুন্দর! মঞ্জুলে, অতি সুন্দর।

কল্যাণী। তাহ'লে শুনেছিলে, গানখানা বেশ, নয়?

সোমদত্ত। গান! আমি'ত গানের কথা বলিনি।

কল্যাণী। গান নয়! তবে কি?

সোমদত্ত। এই কবিতা—বড় সুন্দর। মঞ্জুলে, এ কবিতা আমি তোমায় উপহার দিলাম। এখন আমার পুরস্কার।

কল্যাণী। সর্ব্বস্ব তোমায় দিতে যাই, নাওনা, অথচ চাওয়াটুকু আছে। বেশ, কি চাই?

সোমদত্ত। একপাত্র সোমরস। আর—

কল্যাণী। আর—

সোমদত্ত। তোমারই কণ্ঠে এই কবিতার আবৃত্তি।

কল্যাণী। কিন্তু তোমার অন্ন—

সোমদত্ত। কল্যাণী, আমার অন্ন কবিতা, আমার অন্ন তুমি।

[ কল্যাণী নীরবে পাত্র পূর্ণ করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া কবিতা

পাঠ করিতে লাগিলেন। সোমদত্ত পাত্রটি পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ]

কল্যাণী। "ভাল যদি মোরে না লাগে অন্তরে মুখেতেই বেসো ভালো,
সেই মোর সুখ ভরে তায় বুক তাহাই প্রাণের আলো।
মধু যামিনীতে সোমপাত্র হাতে আসিয়া দাঁড়ায়ো কাছে,
ঘুমায়ে পড়িলে যেও তুমি চলে অন্তর যেথা আছে।
সারাটি রজনী শুনি প্রিয়বাণী কাটায়ো প্রিয়ের সনে,
তারি মধু লয়ে প্রভাত সময়ে এস মোর জাগরণে!
চাহিনা তোমার অন্তর-সার বাহিরটুকুই দিও,
বাহিরে যা দেখি অন্তরে আঁকি, বাহিরি আমার প্রিয়!
জগৎ অসার কিবা আছে তার মজাতে আমার হিয়া,
সার যদি থাকে আমারই আছে, সে কল্পনার প্রিয়া।"

সোমদত্ত। সুন্দর!

কল্যাণী। এই তোমার সুন্দর কবিতা?

সোমদত্ত। এমন সুন্দর কবিতা আমি জীবনে লিখিনি।

কল্যাণী। এই ছাইভস্ম তুমি আমার নামে লেখো, আবার আমাকেই উপহার দাও। আমি আর্য্যকন্যা হলে—

সোমদত্ত। আর্য্যকন্যা! কল্যাণী, কোন আর্য্যকন্যা আমার এত কাছে পায় নি। আর্য্যকন্যা হলে তুমিও পেতে না। কিন্তু তুমি মিথ্যা রাগ কচ্ছ, এ তোমায় বা কারও উদ্দেশে লেখা নয়—এ কবিতা, শুধু কবিতা, মনোহর কবিতা।

কল্যাণী। কিন্তু তোমার মনে ত এসব জেগেছিল। ছিঃ, তুমি আর্য্য সন্তান, ব্রাহ্মণ।

সোমদত্ত। কল্যাণী!

কল্যাণী। এ কুৎসিত, অনার্য্য কন্যাকে উপহারযোগ্য—

সোমদত্ত। অনার্য্যকন্যা! কল্যাণী, তারা আমার কবিতার বহু ঊর্দ্ধে, তারা ঋষির দর্শনে।

কল্যাণী। আর গন্ধর্ব্বকন্যা! তারা বুঝি তোমাদের কাব্য আর দর্শনচর্চ্চার অবকাশে, নৃত্যগীতে। (প্রস্থান।)

সোমদত্ত। নৃত্য, গীত, হাসি, উন্মাদনা—জীবনের উৎস, কাব্য দর্শনের প্রাণ। কিন্তু ঐ অশ্রু—কল্যাণী! কল্যাণী! কবিতার উপরেও অভিমান। (সহাস্যে প্রস্থান।)

[নেপথ্যে উন্মাদের মত চীৎকার শোনা গেল, "কল্যাণী! কল্যাণী!" বিপরীত দিক হইতে মধুর স্বরে ডাক আসিল, "কল্যাণী!" উভয়দিক হইতে সত্যকাম ও সোমদত্তের প্রবেশ।]

সোমদত্ত। তুমি! বন্ধু, তুমি আমার কল্যাণীকে দেখেছ?

সত্যকাম। না, আমরা এইমাত্র আসছি।

সোমদত্ত। তোমরা! তাহলে একা আসনি, সঙ্গে—

সত্যকাম। সঙ্গে মহারাজ এসেছেন।

সোমদত্ত। মহারাজ! কোথায় তিনি?

সত্যকাম। তিনি বহিকক্ষে অপেক্ষা কচ্ছেন। কিন্তু কল্যাণী—

সোমদত্ত। তুমি একটু অপেক্ষা কর, বন্ধু। আমি আসছি।

(দ্রুত প্রস্থান ও আদিত্যকীর্ত্তির সহিত প্রবেশ।)

আসুন মহারাজ, গৃহে রাজঅতিথি, আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

সত্যকাম। কিন্তু কল্যাণীর কথা যেন কি বলছিলে?

সোমদত্ত। কল্যাণী! চলে গেছে।

সত্যকাম। চলে গেছে, কোথায় ?

সোমদত্ত। জানি না। তবে, সে চলে গেছে।

আদিত্যকীর্ত্তি। চলে গেছে, এখনি ফিরে আসবে। তার জন্ত ভাবনা কি ? কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের আজ বড় দুর্দ্দিন। আমারই ভাই অনার্য্যদলে মিশে, নিজেকে অনার্য্যরাজ বলে পরিচয় দিয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধ্বংস কত্তে চায়।

সোমদত্ত। আর্য্যাবর্ত্ত আমার স্বদেশ নয়, মহারাজ। তার জন্ত চিন্তা করার আমার অবসর নেই।

আদিত্যকীর্ত্তি। সে কি ! তুচ্ছ একটা নর্ত্তকীর জন্ত—

সোমদত্ত। তুচ্ছা নর্ত্তকী, আর্য্যাবর্ত্তের সামান্ত প্রজাও নয়। খানিকটা সুবর্ণের বিনিময়ে ক্রীতা তুচ্ছা গন্ধর্ব্বকন্তা। তবু মহারাজ, সে ত' এই পৃথিবীরই কন্তা।

আদিত্যকীর্ত্তি। না বন্ধু, আমি সেভাবে বলিনি। তোমার জন্ত আমি তার সন্ধান কর্ব্ব, যেমন করে পারি তাকে এনে দেব। কিন্তু তুমি আর্য্যাবর্ত্তের কথা ভাব। আর্য্যাবর্ত্ত তোমার দেশ না হলেও তুমি আর্য্যসন্তান, আর্য্যাবর্ত্তের অতিথি। আর্য্যাবর্ত্ত অতিথির অসম্মান করে নি।

সোমদত্ত। সত্যই আমি অকৃতজ্ঞ। আর্য্যাবর্ত্তে আমি অতিথি। আর্য্যাবর্ত্ত তার শ্রেষ্ঠ রত্ন দিয়ে অতিথির সম্মান করেছিল। আমিই সে রত্নের অবহেলা করেছি। মহারাজ, আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।

আদিত্যকীর্ত্তি। আমি এখনই কল্যাণীর সন্ধান কচ্ছি, বন্ধু।

(প্রস্থান।)

সত্যকাম। তুমি নিশ্চিন্ত হও, ভাই।

[ সোমদত্ত পাত্রস্থ সোমরস পান করিলেন। ]

সোমদত্ত। বৃথা অন্বেষণ বন্ধু, সে আসবে না।

সত্যকাম। না, তাকে আসতেই হবে। নইলে—

সোমদত্ত। নইলে আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। [ হাসিলেন। ] বন্ধু, মঞ্জুলা গেছে, কল্লোলা আসবে। কল্লোলা যাবে, গীতিলা আসবে। গন্ধর্ব্বজননী চিরদিনই সুন্দরী কন্যা প্রসব কর্বেন। আর গন্ধর্ব্ব পিতার সকল সময় অর্থস্বাচ্ছল্য থাকবে না। তাই যাবে আর আসবে—মঞ্জুলা, কল্লোলা, গীতিলা, চটুলা। আমাদের কোনদিনই অভাব হবে না, বন্ধু। তবে অভাব হতে পারে, সোমরস আর কবিতার।

সত্যকাম। বন্ধু, তুমি শিক্ষিত, বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণ। তোমার এই কথা!

সোমদত্ত। আমি শিক্ষিত, সাঙ্গ বেদপাঠ করেছি, ব্রাহ্মণ। কিন্তু বন্ধু, সমাজের রক্তচক্ষু দেখে শিক্ষা, বেদজ্ঞান, ব্রাহ্মণ্য অন্তরের কোন্ অন্ধকার কোণে যে আত্মগোপন করে তার সন্ধানই পাই না।

সত্যকাম। সমাজবিধি বলে—তুমি আর ভালবাসা নিয়ে ব্যঙ্গ করো না, বন্ধু।

সোমদত্ত। ভালবাসা! ( উচ্চহাস্য করিলেন। ) স্পর্দ্ধা তার, সে আমায় ভালবাসে। আমি আর্য্যসন্তান, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পিতৃভূমির সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ—আমায় ভালবাসে এই গন্ধর্ব্বকন্যা, যাদের আমরা স্বর্ণখণ্ড দিয়ে পণ্যের মত ক্রয় করে আনি। [ ভাণ্ড নিঃশেষ করিয়া পান করিলেন। ] বন্ধু, আজ সুরা বড় তীব্র। চোখে ঘুমের আবেশ আসছে। তুমি আশ্রমে যাও, ভাই।

সত্যকাম। না বন্ধু, আমি আজ তোমায় একা ফেলে যাব না।

আমি ত' জানি কত কোমল তোমার ব্রাহ্মণ্যহৃদয়। আমি যে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সোমদত্ত। ব্রাহ্মণ হৃদয়, স্বভাবত কোমল, স্বচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু কি দেখছ সেখানে! সুন্দর একখানি মুখ, তার চেয়েও সুন্দর দুটী কালো চোখ। আর সে চোখে, অশ্রু—বড় বড় দুফোঁটা অশ্রু—মুক্তার মত স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুর ভিতর দিয়ে আমি যে তার হৃদয়ের সবটুকুই দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### পূর্ণিমা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের প্রথমভাগ

রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ রাজপথ

সত্যদাস

সত্যদাস। বহুদিনের আশার স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। আর্য্য অনার্য্যের বিরোধের অবসানে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অবাধে উন্নতির পথে চলেছে। অস্ত্রনির্ম্মাণই একদিন যেখানে শিল্পের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল আজ সেখানে কত নব নব শিল্পের, কৃষিযন্ত্রের নির্ম্মাণ হচ্ছে। যেখানে অনার্য্যরা ক্রীত পশুর মত অন্নের বিনিময়ে পরের আদেশমত পরিশ্রম করত সেখানে আজ তারা নিজের পরিশ্রমে নিজের উন্নতি করে, নিজের ভালমন্দের বিচার নিজে করে। নিজের ঘরে তারা স্বাধীন, স্বরাট। (রুদ্রকের প্রবেশ।) কি সংবাদ? রাত্রি প্রথম প্রহর যে উত্তীর্ণ। আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরে আতিথ্য তাহ'লে বেশ ভালই হয়েছিল।

রুদ্রক। হ্যাঁ, মধুর ব্যবহার, দেবভোগ্য আহার্য্য, পানীয়, নৃত্যগীত —সমাদরের কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু—

সত্যদাস। কিন্তু সোমরস দিলে না। না দিক, পাত্রটি কেড়ে নেয় নি ত' ? সোমরসের অভাব সোমপাত্রেই মিটিও।

রুদ্রক। আপনি পরিহাস কচ্ছেন! অপমানে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। শুধু আপনার জন্য, নইলে আজ আমরা এখানে সৈন্য নিয়েই আসতাম। কিন্তু আর নয়, চূড়ান্ত অপমান হয়ে গিয়েছে।

সত্যদাস। ওরে, তোর অপমান। আমি কি তা সহ্য কত্তে পারি? সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে, আর্য্যাবর্ত্ত কেন, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে পারি। কিন্তু রুদ্রক, এখানে যে আমার আচার্য্য রয়েছেন, আর—হ্যাঁ দেখ, এ তোমার স্বদেশ নয়। তোমার ভয় না থাকলেও আমি এখানে পলাতক অপরাধী। এই পথে সোজা চলে যাও। দু'যোজন দূরে এক পান্থশালা দেখতে পাবে, সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।

রুদ্রক। আবার এ দিকে কেন? দেশেই ফেরা যাক।

সত্যদাস। স্বার্থপর। স্বকার্য্যটুকুই বোঝ। আমার যে এখনও আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। দেখ, একটু ধীরে অশ্ব চালিয়ো। সোমরসের বিরহ, অপমানের জ্বালা—যতই তীব্র হোক—অশ্ব কিন্তু নিরপরাধ। (রুদ্রকের প্রস্থান।) এত চেষ্টায় যে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একটা বালিকার জন্য হয়ত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রিয় শিষ্যের এ অপমান যুবরাজ কখনই ক্ষমা কর্ব্বেন না। একমাসের মধ্যেই তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনী এই সুন্দর নগরীর বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য কর্ব্বে। আর আমি—না, আর্য্যাবর্ত্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ব্ব না।

( কল্যাণীর প্রবেশ। )

কল্যাণী। ভদ্র, বলতে পার অনার্য্যপল্লী কোন দিকে ?

সত্যদাস। কে তুমি, ভদ্রে ? নির্জ্জন রাজপথে, এত রাত্রে—কে তুমি ? অনার্য্যপল্লীতেই বা তোমার কি প্রয়োজন ?

কল্যাণী। অনার্য্যকন্যাদের দেখতে সাধ হয়েছে। দেখব তারা কেমন, তাদের শিক্ষা, আচার কেমন ? তাদের ভিতর এমন কিছু থাকতে পারে যা আর্য্যকন্যাদেরও নেই।

সত্যদাস। তুমি আমার দেশের মেয়েদের দেখতে চাও ? তুমি তাদের প্রশংসা কর ! কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অনার্য্যপল্লীতে ত' তুমি অনার্য্যকন্যার যথার্থ রূপ দেখতে পাবে না। তা যদি চাও, তোমাকে স্বাধীন অনার্য্যদেশে যেতে হবে। আমি অনার্য্যদেশের নায়ক, যদি ইচ্ছা কর, আমিই তোমায় নিয়ে যাব, আমার দেশের মেয়েদের কাছে।

কল্যাণী। বেশ, তাই যাব। কিন্তু তুমি যে সত্য কথা বলছ—

সত্যদাস। আমি ব্রাহ্মণের শিষ্য, তবে অনার্য্য।

কল্যাণী। তোমায় অবিশ্বাস করি না, ভাই।

সত্যদাস। বেশ, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার ?

কল্যাণী। অল্প অল্প পারি।

সত্যদাস। তবে আমার অশ্বে ধীরে ধীরে ঐ অশ্বারোহীর অনুগমন কর, আমিও যাচ্ছি। দাঁড়াও, [ স্বীয় অঙ্গাবরণ খুলিতে খুলিতে ] এইটে পরতে হবে। একে এই রূপ, তার উপর এই বেশ—অনেক পথ যেতে হবে। [ অঙ্গাবরণ লইয়া কল্যাণীর প্রস্থান ] ক্রমশঃই বিপদের জাল বুনে উঠছে। আর নয়, এবার সেই শান্ত কুটীর। অশ্বপদশব্দ ! হায় আচার্য্য ! [ লুকাইলেন। ]

( আদিত্যকীর্ত্তি ও নগরপালের প্রবেশ। )

আদিত্যকীর্ত্তি। রাজধানীর পথ দিয়ে একজন রমণী চলে গেল, অথচ কেউ তাকে দেখে নি। রক্ষীর ব্যবস্থাও ত' এদিকে তেমন দেখছি না।

নগরপাল। এটা নগরের বহির্ভাগ, নিকটে অনার্য্যপল্লী, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এদিকে থাকেন না।

আদিত্যকীর্ত্তি। তাই যত রক্ষী সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের গৃহদ্বারে থাকে। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত বিদেশী নিকটে বাস করেন, তাঁর দ্বারেও ত' রক্ষী দেখছি না।

নগরপাল। তিনি ত কোন দিন জানান নি।

আদিত্যকীর্ত্তি। সুন্দর যুক্তি! যান, সমস্ত রাজধানীতে তার সন্ধান করুন। তাকে চাই-ই। ( প্রস্থান। )

নগরপাল। না, এই গন্ধর্ব্বকন্যাগুলোর অন্ত পাওয়া ভার। এমন সুন্দর, ধনবান, বিদ্বান যুবক, তাকে ফেলে, রাত দুপুরে ছুটলেন কোন্ এঁদো পুকুরে। যত দায় নগরপালের, সুখ শয্যা ছেড়ে ছোটো অভিসারিকার পেছনে, রাজধানীর যত কুৎসিত পল্লীতে। কে ওখানে?

সত্যদাস। আজ্ঞে, আমি একজন শূদ্র।

নগরপাল। শূদ্র! শেষে শূদ্র! তা, কি কচ্ছিলে ওখানে?

সত্যদাস। আজ্ঞে, গরু খুঁজছিলাম। বামুনের গরু, সারা দিন বেশ চরে খুটে খেলে, সন্ধ্যা হতেই নগরের পথে কোথায় যে লুকোল— প্রভু, আজ যে বকুনি খেতে হবে—রাত হলে মার না খাই।

নগরপাল। যা কাজের লোক তুমি, একটা গরু সামলাতে পার না। তা গরু পরে খুঁজো। এখন একটা মেয়েমানুষের খোঁজ দিতে পার?

সত্যদাস। আজ্ঞে, বুড়ো বামুনের বাড়ি থাকি, মেয়েমানুষের খোঁজ ত' রাখি না। ঠাকুর বলে দিয়েছেন, সব জিনিষ খুঁজো কিন্তু ভুলেও যেন ওনাদের খুঁজো না।

নগরপাল। বর্ব্বর আর কাকে বলে! বলি, কোন মেয়েমানুষ দেখেছ?

সত্যদাস। আজ্ঞে, তা দেখেছি। এই সন্ধ্যেকালে কত মেয়েমানুষ নদী থেকে জল নিয়ে গেল দেখলাম। কিন্তু তেনাদের খোঁজ কত্তে পার্ব্ব না। ঠাকুর শুনলে—

নগরপাল। আরে মূর্খ, সে মেয়েমানুষ নয়। এ পথে কিছু আগে কোন পরমাসুন্দরী মেয়েকে যেতে দেখেছ?

সত্যদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ। পরণে নীল বসন—

নগরপাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন দিকে গেল?

সত্যদাস। আজ্ঞে, তিনি বোধ হয় মেয়েমানুষ নয়।

নগরপাল। মেয়েমানুষ নয়! তবে কি মূর্খ? হয়েছে, দুষ্টা অভিসারিকা তোমায় বোকা বানিয়েছে। আমি কিন্তু নগরপাল।

সত্যদাস। নগরপাল! প্রণাম, প্রভু! চিনতে পারি নি, প্রণাম। এখন যখন চিনতে পেরেছি তখন আবার প্রণাম।

নগরপাল। বেশ, বেশ! এখন বল দেখি, কোন দিকে গেল?

সত্যদাস। এ দিক দিয়ে এলেন, আর আমায় দেখে ঐ দিকে উড়ে গেলেন।

নগরপল। উড়ে গেলেন!

সত্যদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি মেয়েমানুষ নন।

নগরপাল। মেয়েমানুষ নন, তবে কি?

সত্যদাস। উপদেবতা।

নগরপাল। উপদেবতা! হা, হা, হা, গন্ধর্ব্বকন্যারা উপদেবতাই বটে, বিশেষ যখন অভিসারে যান। এখন চল, তোমার উপ-দেবতাটীকে দেখে আসা যাক।

সত্যদাস। না, প্রভু, এই নিঝুম রাতে—বাবা।

নগরপাল। এত ভয়! বেশ, আমি একাই যাচ্ছি। তুমি আমার অশ্ব দেখো। পার্ব্বে ত'?

সত্যদাস। আজ্ঞে তা পার্ব্ব। গো, অশ্ব দেখাই ত' আমার কাজ। খুব পার্ব্ব। তাহ'লে প্রণাম প্রভু, প্রণাম। (নগরপালের প্রস্থান।) মূর্খ নগরপাল, তিনি অভিসারিকা নন, তিনি দেবী। যাক্, পদব্রজে যেতে হল না, তোমার অশ্বেই কাজ হবে। (প্রস্থান।)

## তৃতীয় দৃশ্য

### পূর্ণিমা রাত্রি ৩য় প্রহরের শেষভাগ

#### শয্যাশায়ী সোমপ্রকাশ ও শূদ্রদ্বয়

শূদ্র। আপনি অস্থির হবেন না, ঠাকুরমশাই। কি আর আপনার হয়েছে? বুড়োকালে সকলেরই অমন হয়। ওষুধ খেলে কবে সেরে যেত। তা ত' খাবেন না।

সোমপ্রকাশ। কি করে খাই, বাবা। রাজবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছি, রাজবৈদ্যের ঔষধ, কেমন করে খাই।

শুভ্র। আচার্য্যি ঠাকুরকে খবর দেব, তিনি কিন্তু বলেছিলেন—

সোমপ্রকাশ। না, এত পথ হেঁটে তাঁকে খবর দিতে হবে না। তিনি ত সকালেই এসেছিলেন। আজ আর আমার কাকেও দরকার নেই, শুধু—দেখ, আজ শুধু সত্যদাসকেই মনে পড়ছে। সে যদি আসত!

শুভ্র। তার কথা বলবেন না, সে আবার একটা মানুষ! ছোট-কাল থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেন, তা একবার খোঁজ নিলে না।

সোমপ্রকাশ। দু'বছর সে আসে নি। শেষ যে দিন সে আসে—এমনি পূর্ণিমা রাত—আজও সে আসবে, ঠিক আসবে।

শুভ্র। সেবার বড় পালিয়েছে, এবার এলে হয়?

সোমপ্রকাশ। তেমনি লুকিয়ে পা টিপে এসে ডাকবে—পিতা! সে ডাকলে না! দেখ ত, সে এসেছে। দেখ, দেখ, সে এসেছে, এসেছে।

শুভ্র। বয়ে গেছে তার আসতে, ও আপনার ভুল।

সোমপ্রকাশ। ভুল! না, আমার সব ভুল হতে পারে কিন্তু ও ডাক ভুল—না, সেই এসেছে।

( সত্যদাসের প্রবেশ। )

সত্যদাস। পিতা!

সোমপ্রকাশ। বৎস!

সত্যদাস। আশ্রম নির্ম্মাণ শেষ হয়েছে, পিতা। আগামী পূর্ণিমায় উদ্বোধন, আপনাকে নিতে এসেছি।

সোমপ্রকাশ। আমায় নিতে এসেছ। কিন্তু আজ অন্য স্থান থেকে যে আমার নিমন্ত্রণ এসেছে, পুত্র।

সত্যদাস। অন্ত স্থান থেকে! এ কি, গৃহ হতশ্রী কেন? পিতা, আপনি এমন—পিতা! ( বক্ষে মুখ লুকাইলেন। )

সোমপ্রকাশ। আজ আর আশ্রম নয়, তপোবন নয়, ধর্ম্মাধর্ম্মও নয়, আজ শুধু আনন্দ। দেখছ বৎস, কি সুন্দর দেশ! আকাশ কি গাঢ় নীল! সূর্য্য কি উজ্জ্বল! চন্দ্র কত মধুর! একই আকাশে চন্দ্র সূর্য্য রয়েছে অথচ সূর্য্যতেজে চন্দ্র ম্লান হয়ে যায় নি। সামনে কি মনোহর পথ! এই পথে আমি চলব। এ পথে পথশ্রম নেই, বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হয় না। কোথায় এর শেষ, এর শেষে কি আছে জানি না, জানতে ইচ্ছাও হয় না। কে তোমরা? তোমরা কি এ পথে আমার সঙ্গী? কি আনন্দ! হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথা থেকে যেন একটা করুণ সুর ভেসে আসছে না? কে যেন কাঁদছে। ( কান পাতিলেন। )

শূদ্র। ঠাকুরকে উপদেবতায় পেয়েছে, সে দিনও এমনি পেয়েছিল।

২য় শূদ্র। বুড়োকালে যে অনাচারটা কল্লে, হবে না?

১ম শূদ্র। গাঁয়ে খবর দিগে যা, আজ যেন পালাতে না পারে।

( অলক্ষ্যে ২য় শূদ্রের প্রস্থান। )

সোমপ্রকাশ। কে মা, তুই? ছোট ছোট হাত দু'খানি বাড়িয়ে আমায় ধরে রাখতে চাস? যেতে দিবি না? তা কি হয়? পথ যে টানছে—যেতে হবে—আমায় যেতেই হবে। অমন করে আমার দিকে চাস নি। তোর দুঃখ আমি কোনদিনই সহ্য কত্তে পারি নি। কাঁদিস নি মা, তোর জন্তে আমি রেখে গেলাম—এই একে—এর মধ্যে—নিজেকে।

সত্যদাস। পিতা!

সোমপ্রকাশ। ছিঃ বৎস, এই আনন্দের দিনে তোমার চক্ষে অশ্রু। গাও—'বায়ুরনিল—

সত্যদাস। "বায়ুরনিল অমৃতমথেদম্ ভস্মান্তং শরীরং

ওঁ ক্রতোঃ স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর, কৃতম্ স্মর।"

সোমপ্রকাশ। ওঁ ক্রতোঃ স্মর কৃতম্ স্মর।

সত্যদাস। গ্রামে সংবাদ দাও; এঁর শেষ কার্য্য কত্তে হবে।

শূদ্র। কেউ আসবে না। রাত কাটুক, কাল সকালে রাজপুরুষরা এলে, তারপর।

সত্যদাস। কেন?

শূদ্র। উনি অনাচারী, সমাজের শত্রু।

সত্যদাস। অনাচারী, সমাজের শত্রু! কে এ কথা বলে?

শূদ্র। উনি নিজেই বলেছেন।

সত্যদাস। বেশ, আর্য্যাবর্ত্ত যদি এদেহের সম্মান না করে, আমি এ পবিত্র দেহ আমার দেশে নিয়ে যাব।

শূদ্র। কিন্তু তার আগে রাজপুরুষরা এসে, তোমায় বেঁধে নিয়ে যাক্। কেমন! তোর আর তোর বুড়োর সর্ব্বনাশ হয়েছে কি না! আজ দু'বছর তুই পথে পথে বেড়াচ্ছিস, আর বুড়োকেও ভিক্ষে করে খেতে হয়েছে।

সত্যদাস। ভিক্ষা করে খেতে হয়েছে! চিরকাল সত্যের সেবা করে, শেষে—সত্য! তুমি এত সুন্দর! কিন্তু এত নিষ্ঠুর। [তিনি কপালে হস্ত রাখিয়া মস্তক অবনত করিলেন। পরে তীব্র দৃষ্টিতে শূদ্রের প্রতি চাহিলেন।] আর্য্যাবর্ত্ত আমি শশ্মানে পরিণত কর্ব্ব, কিন্তু তার আগে—হীন কুকুরের দল, তোদের সুখের ঘরে আগুন জ্বালব।

শূদ্র। কিন্তু এখন যাবে কোথায়?

[ দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সত্যদাস পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সোমপ্রকাশের দেহ বক্ষে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ]

## চতুর্থ দৃশ্য

### মাঘী পূর্ণিমা রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ

আশ্রমস্থ সত্যকামের কক্ষ

সত্যকাম ও আদিত্যকীর্ত্তি

সত্যকাম। ব্রতউদযাপনের উৎসব ত' শেষ হল, মহারাজ। এখন রাজপুরে ফিরে যান। বহুক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আদিত্যকীর্ত্তি। কিন্তু তোমার যে এখনও আহার হয় নি।

সত্যকাম। তা হোক মহারাজ, আপনি বিলম্ব কর্ব্বেন না। অনার্য্য দেশ থেকে প্রায় তিন সহস্র শ্রমজীবি এসে রাজধানীর উপকণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে, আমার সন্দেহ হয়।

আদিত্যকীর্ত্তি। তুমি অতি সাবধানী। তারা ভাগ্যান্বেষী তরুণ যুবক, অর্থোপার্জ্জনের জন্য এসেছে। আর যদি শত্রুই হয় এক শত সুশিক্ষিত আর্য্যসৈন্য তাদের দমনে যথেষ্ট।

সত্যকাম। তবু আমার অনুরোধ, মহারাজ। আপনি পুরীরক্ষার একটু বিশেষ ব্যবস্থা করুন।

আদিত্যকীর্ত্তি। বেশ, তা কচ্ছি। কিন্তু তোমার এ উৎকণ্ঠা অমূলক। ( প্রস্থান। )

সত্যকাম। অমূলক উৎকণ্ঠা! কিন্তু তবু এত আনন্দের মধ্যে এ কেন? দ্বাদশবৎসরের কঠোর ব্রত উদযাপনের পর আজ প্রথম মিলন রাত্রির নির্ম্মল আনন্দকে এ যেন ম্লান কত্তে চায়, [ পাশ ফিরিয়া দেখিলেন মন্ত্রা দাঁড়াইয়া। ] মন্ত্রা! তুমি! এমন অসময়ে আমার কক্ষে! কি সৌভাগ্য!

মন্ত্রা। আমায় ডেকেছিলে।

সত্যকাম। ডেকেছিলাম তাই, নইলে আসতে না, নয়? [ মন্ত্রা নীরব রহিলেন। ] তা আমি তোমায় ডেকেছিলাম বটে, কিন্তু তুমি যে এমন গোপনে, আমার সামনে এসে দাঁড়াবে তা ভাবিনি।

মন্ত্রা। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের মুখে এই হীন পরিহাস! অনার্য্য হলেও আমি রমণী। অন্ততঃ রমণীর লজ্জা—

সত্যকাম। আমি আচার্য্য, আর্য্যসমাজের পরিচালক। মন্ত্রা, সে আমার দুর্ভাগ্য, তবু তা সত্য। তুমি যাও, ডাকলেও আর এস না।

মন্ত্রা। ডাকলে না এসে থাকতে পার্ব্ব না। কিন্তু ডেকে এনে এমন করে ফিরে যেতে বোলো না।

সত্যকাম। আমি তোমায় ফিরিয়ে দিই নি মন্ত্রা, তুমিই আমায় ফিরিয়ে দিলে।

মন্ত্রা। আমি! তোমায় ফিরিয়ে দিলাম!

সত্যকাম। হ্যাঁ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে।

মন্ত্রা। তাড়িয়ে দিলাম! তোমায় তাড়িয়ে দিলাম, আমি?

সত্যকাম। দু'বছর পরে আজ তুমি আমার কাছে এসেছ। তুমি রমণী, অনার্য্যকন্যা এসব ভাবিনি। আমি দেখলাম যে তুমি এসেছ। এই পূর্ণিমা রাত্রি, প্রকৃতি মধুময়ী, আর সকল মাধুর্য্যের সারভূতা

তুমি, অমৃতের কন্যা, অমৃতরূপিনী—আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—আমার দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল হাতে করে। কত আনন্দে আমি তোমার কাছ থেকে তা নিতে গেলাম। আর তুমি—মন্ত্রা, তুমি জানিয়ে দিলে যে, তুমি তা নও—তুমি সামান্য অনার্য্যকন্যা।

মন্ত্রা। আমি ভুল বুঝেছিলাম, আমায় ক্ষমা কর। আর পারি না, আর ভুল কত্তে পারি না, ভুলের শাস্তিও আর বইতে পারি না। আমি তোমার শিষ্যা, দাসী।

সত্যকাম। তুমি রাজকন্যা, চিরদিন সুখে আদরে ছিলে, তোমার অভিমান হতেই পারে, মন্ত্রা।

মন্ত্রা। না আমি নিরাশ্রয়া, কেউ আমায় আশ্রয় দেয় নি! তুমি দিয়েছ। তার জন্যে কত দুঃখ সহ্য করেছ। এত মহৎ তুমি—আর আমি তোমায় কেবল আঘাতই করি!

সত্যকাম। আঘাত আমায় সকলেই করে। আমি যে তাদের ভালবাসি, তাদের কল্যাণ চাই। তারা চায় আমি তাদেরই স্বার্থ দেখি—কিন্তু আমিও মানুষ, আমারও দেহ আছে, তার ক্ষুধার একমুষ্টি অন্ন, পিপাসার এক গণ্ডুষ জল, এ স্বার্থটুকুও কেউ বোঝে না। শুধু তুমিই আমার সব স্বার্থ দেখে এসেছ। অথচ তোমার কাছে আমি নির্গুণ, উদাসীন। তোমার এ তপস্যার তুলনা নেই। মন্ত্রা, আজ আমি তোমায় ডেকেছিলাম, কেন জান?

মন্ত্রা। না।

সত্যকাম। তোমার তপস্যার ফল দিতে। এই পবিত্র হোমাগ্নির সম্মুখে, পবিত্র বেদমন্ত্রে আজ তোমার আমার মিলনের সব বাধা দূর কর্ব। এস মন্ত্রা।

[ তাঁহার হাত ধরিয়া হোমাগ্নির নিকট গেলেন। অগ্নিতে সোমরস আহুতি দিয়া পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "যদিদম্ হৃদয় মম," ইত্যাদি। পরিশেষে মন্ত্রা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি স্মিত-বদনে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। বল মন্ত্রা, কি তোমার প্রার্থনা ?

মন্ত্রা। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমায় আর কখনও ভুল না বুঝি।

সত্যকাম। বেশ, তাই হবে। আমি তোমায় প্রত্যহ স্মরণ করিয়ে দোবো তাহ'লে আর ভুল হবে না। [ তিনি সহাস্তে শয্যায় উপবেশন করিলেন। ]

মন্ত্রা। আমি জানতাম না যে, তুমি আমায় ভালবাসতে।

সত্যকাম। তুমি আমায় ভুল বুঝছ, মন্ত্রা। আমি কাউকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারি না।

মন্ত্রা। তা আমি জানি।

সত্যকাম। তবে তোমাকেই শুধু ভালবাসতাম না। তুমি সকলের বাইরে। [ হাসিয়া ফেলিলেন। ] সত্যই তুমি সকলের বাইরে, তোমায় ভালবাসার সাহস সকলের হয় না।

মন্ত্রা। পাপের ভয় থাক্‌তে পারে।

সত্যকাম। পাপ! না মন্ত্রা, আমার ভালবাসায় পাপ হতে পারে না।

মন্ত্রা। তা বুঝি হয় না, সেটা কেবল আমার বেলাতেই হয়। তা হবে, শাস্ত্রবিধি যে তোমারই হাতে।

সত্যকাম। সে জন্তে নয় মন্ত্রা, আমি সকলকে ভালবাসি। আর সকলের চেয়ে সত্যকে ভালবাসি। তাই আমার ভালবাসায় কোন

বিচারেরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, আজ থেকে আমি সকলের চেয়ে তোমাকেই ভালবাসবো।

মন্দ্রা। আমার জন্যে তোমার ভালবাসা থেকে সকলকে বঞ্চিত কর্ব্বে? না, আমি তা চাই না। না, না, তুমি তা কোরো না।

সত্যকাম। সে কি মন্দ্রা! হোমাগ্নির সম্মুখে আমি যে আজ সেই সত্যই গ্রহণ করেছি।

মন্দ্রা। তা হোক, তুমি সকলকে দেখো, সকলকে ভালবেসো। আমি যেমন আছি তেমনি থাকবো।

সত্যকাম। এ ঋষির সত্য, মন্দ্রা। আগুন নিয়ে খেলা করো না, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মন্দ্রা। যাই যাবো। আমি আর সে ভয় করি না। কিন্তু তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাসী। একটু বস, তোমার অন্ন নিয়ে আসি।

সত্যকাম। মন্দ্রা, ক্ষুধার্ত্ত আমি, অন্নের জন্যে সকলের দ্বারেই যাই। কিন্তু কে দেবে অন্ন? তারা দরিদ্র—নিজের অন্নই তাদের নেই। যার কিছু আছে সেও লুকিয়ে রাখে—কাল খাব বলে। শুধু তোমারই ভাণ্ডারে অন্ন অফুরন্ত। কিন্তু তুমিও আজ আমার সামনে অন্নভার ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে।

মন্দ্রা। এখন আদেশ হলে স্থূল অন্ন নিয়ে আসি। আমার ভাণ্ডারে যদি কিছু থাকে তা তোমারই। ভয় নেই, নিজে খাব না। তোমার মত অমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাও আমার নেই।

[ সত্যকাম হাসিলেন। মন্দ্রা দ্বারপ্রান্তে গেলেন। ]

সত্যকাম। মন্দ্রা, দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ আসছে না? কারা যেন আর্ত্তনাদ কচ্ছে।

মন্ত্রা। তুমি শুধু আর্ত্তনাদই শুনতে পাও, ও কিছু নয় ( প্রস্থান। )

সত্যকাম। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। বেড়েই চলেছে। কতদিন—আর কতদিন এ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য কর্ব্ব! কবে সমস্ত বিশ্বকে হৃদয়ে পুরে আমার এ বিরাট ক্ষুধা মেটাব? কবে? [ কিছুক্ষণ ধীরভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে সহসা উঠিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট গিয়া বাহিরে চাহিলেন। ] যুদ্ধের কোলাহল! মহারাজ, তোমার অদূরদর্শিতার জন্যে—কিন্তু এ ত' নগরের মধ্যে নয়—নগরের বাইরে, শূদ্র পল্লীতে। অসহায়ের উপর অত্যাচার! ( প্রস্থান। )

[ অন্নথালি হস্তে মন্ত্রার প্রবেশ। তিনি সযত্নে তাহা হোমকুণ্ড-পার্শ্বে রাখিয়া দেখিলেন সত্যকাম নাই। ব্যস্তভাবে গবাক্ষের নিকট গিয়া বাহিরে চাহিলেন। ]

মন্ত্রা। আর্ত্তের ক্রন্দন! সমস্ত দিন উপবাস, কঠোর শ্রম আর এ দিকে আর্ত্তের ক্রন্দন। ( প্রস্থান। )

( জনৈক শিষ্যের সহিত সত্যকামের প্রবেশ। )

সত্যকাম। কোলাহল শুনেই যে ছুটে এসেছ, এতে বড় প্রীত হয়েছি। আমার অশ্ব সজ্জিত করে তোরণদ্বারে অপেক্ষা করো।

[ শিষ্যের প্রস্থান। ]

[ কক্ষ গাত্র হইতে ধনুর্ব্বাণ ও অস্ত্রাদি লইয়া ভূমিতে রাখিয়া বর্ম্ম পরিধান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রার প্রবেশ। ]

মন্ত্রা। এ কি? আমি যে তোমার অন্ন এনেছি।

সত্যকাম। এখন অন্ন নয় মন্ত্রা, এখন অস্ত্র। অসহায়ের উপর অবাধে অত্যাচার চলছে আর আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষেরা সকলে নৃত্য-শালায় উৎসব কচ্ছেন।

মন্ত্রা। তাই তুমি একা চলেছ যুদ্ধ কত্তে।

সত্যকাম। মন্ত্রা, আমি সব ছেড়ে তোমাকেই চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমিই তা চাও নি।

মন্ত্রা। আমি নিষেধ কচ্ছি না, আমি নিজেই তোমার অস্ত্র সাজিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বড় আশা করে অন্ন এনেছি।

সত্যকাম। বেশ, আমি অন্ন গ্রহণ কচ্ছি, তুমি অস্ত্র সাজাও।
[ তিনি বর্ম্ম না খুলিয়া দাঁড়াইয়াই আহার করিতে লাগিলেন। মন্ত্রা তাঁহাকে অস্ত্র পরাইয়া দিতে লাগিলেন। অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পড়িয়া রহিল। তিনি কুণ্ডপার্শ্ব হইতে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করিয়া বাহির হইবেন এমন সময় মন্ত্রা তাঁহার হাত ধরিলেন। ]

মন্ত্রা। এই নৃশংসতার মধ্যে—

সত্যকাম। আমি চিরদিনই নৃশংসতার বিরোধী, কিন্তু রক্ত-পিপাসা এদের এত বেড়ে গিয়েছে যে, নিরস্ত্র অসহায়কেও এরা করুণা করে না। ভয় নেই মন্ত্রা, বৃথা রক্তপাত করে আমি তপস্থার ক্ষয় কত্তে চাই না। আত্মরক্ষার জন্যও আমি কা'কেও আঘাত কর্ব্ব না। তবে নিরস্ত্র অসহায়কে যারা হত্যা করে আমি তাদের আঘাত দিয়েই জানিয়ে দেব যে আঘাতের ব্যথা কত।

মন্ত্রা। এঁ্যা, তুমি—

সত্যকাম। হঁ্যা, আমি তাদের আঘাতই দেব। তুমি জানো না, এতে আমার হৃদয়ে কত ব্যথা লাগে। সকলকে আমি ভালবাসি—নিজের আত্মার মতই ভালবাসি—এই আততায়ীদেরও। সকলকে ভালবাসার যে দুঃখ তা তুমি জানো না। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে আহত যখন মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে মরণের কোলে ঢলে পড়ে, তখন তার সে আঘাত

আমি নিজের বুকে অনুভব করি। তবু আমায় যেতে হবে—তাদের শাসন কত্তে। আমার হৃদয় ভেঙে যাবে—স্নেহের পাত্র তারা—তাদের আঘাত কত্তে—মন্দ্রা, তুমি ত' কখন তীক্ষ্ণ অস্ত্র বুকে নাও নি, সে দৃশ্য চোখেও দেখ নি—সে ব্যথা—তুমি জানো না—মন্দ্রা, তুমি জানো না—

মন্দ্রা। আমি জানি। আমি যে নিজে—[ সত্যকামের বক্ষে মুখ লুকাইলেন। ] এখনও যে তোমার বুকে সে চিহ্ন—

সত্যকাম। সে কথা তোমার এখনও মনে আছে? তোমার স্মৃতিশক্তি ত' খুব প্রখর। [ সস্নেহে তাঁহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন। মন্দ্রার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। ] ছিঃ মন্দ্রা, [ তাঁহার মুখ নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ] আর্ত্তের ক্রন্দনে আকাশের বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি থাকৃতে পাচ্ছি না। তুমিও—ছিঃ, হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও।

( সোমদত্ত ও বেদশ্রীর প্রবেশ। )

বেদশ্রী। সুন্দর! আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী আক্রান্ত। সমস্ত আর্য্য-সন্তান আর্য্যগৌরব রক্ষার জন্যে যখন জীবনপণ করে যুদ্ধ কচ্ছে তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান নায়ক রমণীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ!

সত্যকাম। কে?

সোমদত্ত। মাতা।

সত্যকাম। মাতা! ( সানন্দে অগ্রসর হইলেন। )

বেদশ্রী। বার বছর এই দিনটির দিকে চেয়ে বসে আছি। আজ বুঝলাম বৃথা সে প্রতীক্ষা। তুমি না ঋষির পুত্র—মহান্ আচার্য্যের শিষ্য?

সত্যকাম। হ্যাঁ, আমি ঋষির পুত্র, ঋষির শিষ্য—আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য। কিন্তু এখন যুদ্ধে যাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ কর—

বেদশ্রী। আশীর্ব্বাদ করি যেন ঐ অপবিত্র দেহ নিয়ে, আচার্য্যের আসন কলঙ্কিত কত্তে আর ফিরে না এস।

[ সত্যকাম বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। তুমি ঋষিপত্নী, ঋষির জননী, তোমার বাক্য মিথ্যা হবে না। আমি আর এ আশ্রমে ফির্ব্ব না।

[ তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে সোমদত্ত তাঁহার হাত ধরিলেন। ]

সোমদত্ত। দাঁড়াও বন্ধু, আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব।

সত্যকাম। বেশ, কিন্তু যুদ্ধ এদিকে হচ্ছে না, বন্ধু।

সোমদত্ত। তা জানি। কিন্তু এদিকেও একটা ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। একবার ফিরে চাইলে মরণ পালাবে না।

সত্যকাম। মন্দ্রা! [ মন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইলেন। তিনি স্মিত বদনে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ] বিদায়, মন্দ্রা।

[ সোমদত্তের সহিত প্রস্থান। ]

মন্দ্রা। কি নিষ্ঠুর তুমি, মাতা। পুত্রকে মরণের মুখে পাঠাবার সময়ও মুখে একটা কল্যাণের কথা এলো না। কিন্তু আমি ত' থাক্‌তে পার্ব্ব না, আমিও যাব তার কাছে।

বেদশ্রী। পুত্রের অধঃপতনে মাতৃহৃদয়ের দুঃখ তুমি কি বুঝবে? আমি আমার পুত্রকে মরণের মুখে পাঠাতে পারি। আমি তার মা। কিন্তু তুমি কে? তোমার কি অধিকার—তার কাছে যাবার, তার জন্য কাঁদবার? কুলটা, তুমি তার কে?

মন্দ্রা। আর্ত্তের দুঃখে যখন তাঁর হৃদয় বেদনায় ভরে গিয়েছে তখন একটা সমবেদনার কথা বলি নি। কথার ছলে তার আত্মরক্ষা

করার ইচ্ছাটুকুও কেড়ে নিলাম। আর আশীর্ব্বাদ চাইতে, তুমি দিলে অভিশাপ। তুমি মা, আমি স্ত্রী।

বেদশ্রী। স্ত্রী! মিথ্যা কথা, আমি তার আচার্য্যের মুখে শুনেছি ব্রত পূর্ণ না হলে তার স্ত্রী থাকতে পারে না। আজ ব্রত উদযাপনের দিন।

মন্ত্রা। এই পবিত্র হোমাগ্নি সাক্ষী—তিনি আজই—এইমাত্র আমায় বিবাহ করেছেন।

বেদশ্রী। বিবাহ করেছে!

মন্ত্রা। মাতা, আমি কুলটা নই—তোমার পুত্র ব্যভিচারী নয়।

বেদশ্রী। তোরই অধিকার আছে মা, তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্ব্বার, তার সঙ্গে মর্ব্বার। আমি নিজেই তোকে তার কাছে পাঠাব, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে পার্ব্বি? সে আসবে না বলে গেছে। তাকে আনতে পার্ব্বি ত'?

মন্ত্রা। না।

## পঞ্চম দৃশ্য

### নগরের বহির্ভাগে শূদ্রপল্লীর নিকটস্থ নির্জ্জন পথ

সত্যকাম ও সোমদত্তের প্রবেশ

সত্যকাম। পিছন থেকে এ তীর কেমন করে এল?

সোমদত্ত। সামনে থেকে যে তীর আসে তাকে ভয় হয় না, বন্ধু!

নির্ভয়ে এগিয়ে গেলে তা পাশ দিয়েই চলে যায়। কিন্তু পিছনের তীর —তবে সৌভাগ্যের বিষয় মাথার উপর দিয়েই গেল।

সত্যকাম। কে যেন আসছে—সাবধান। ( মন্দ্রার প্রবেশ ) কে তুমি, সৈনিক ?

মন্দ্রা। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য যুদ্ধে চলেছেন, যুদ্ধ কত্তে জানলেও তিনি আত্মরক্ষা কত্তে জানেন না। তাই আমি—

সত্যকাম। তাই তুমি তাঁর দেহরক্ষী হতে এসেছ। মন্দ্রা, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে আশ্রম ত্যাগ করেছ, ফিরে যাও—এ সাক্ষাৎ মৃত্যু।

মন্দ্রা। তা হবে, তবু ঘরে বসে ভেবে ভেবে মরার চেয়ে যুদ্ধে মরা ভাল।

সোমদত্ত। বন্ধু, এ কাব্য নয়, দর্শনও নয়, এ সুন্দর—শুধু সুন্দর ! দেবী, তুমি তোমার স্বামীর দেহরক্ষার ভার নাও, আমি নিশ্চিন্তে আমার যুদ্ধ পিপাসা মেটাই। দু'বৎসরের পিপাসা। [ কটি হইতে সুরাপাত্র লইয়া সুরাপান করিলেন। ] বন্ধু, আজ সুরা বড় রঙ্গীন, সারা পৃথিবী রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। ( প্রস্থান। )

মন্দ্রা। অন্যায় হয়েছে, শাসন কত্তে হবে ?

সত্যকাম। অন্যায় বটে, তবু মধুর অন্যায়। মন্দ্রা, এমন রাত্রে আজ তুমি আমার পাশে।

মন্দ্রা। আবার পাগলামী আরম্ভ কল্লে ! আচ্ছা, পাপই না হয় হয় না, তা বলে সময়-অসময় ত আছে।

সত্যকাম। মন্দ্রা, এমনি বিষম সময়েই আমার যত পাগলামী আসে। ( উভয়ের প্রস্থান )

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### সত্যদাসের শিবির

সত্যদাস ও তাঁহার অনার্য্য সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ

সৈন্যাধ্যক্ষ। আদেশ প্রত্যাহার করুন, এ যুদ্ধ নয়, নিষ্ঠুর হত্যা।

সত্যদাস। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও শূদ্র জীবিত থাকবে, হত্যা বন্ধ হবে না। কি দেখছ ও দিকে ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। আর্য্য সৈন্যের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। অনার্য্য হলে—

সত্যদাস। এতক্ষণ বিদ্রোহ কত্ত। সেই জন্যই তাদের মহারাজের অধীনে পাঠিয়ে, নিজের কাছে তাঁর সুশিক্ষিত আর্য্যসৈন্য রেখেছি। এরাই প্রকৃত যোদ্ধা। সোমপান করে, উৎফুল্ল হৃদয়ে যখন এরা এগিয়ে চলে তখন মরণভয় কেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয়ও এদের হৃদয়ে জাগে না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। কিন্তু এ যে অসহায় নিরীহদের উপর অত্যাচার।

সত্যদাস। এরা অসহায় বটে, কিন্তু নিরীহ নয়। দাসত্বের মোহে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্যে এরা যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়, তার তুলনায় আমার এ নিষ্ঠুরতা অতি উদার। শূদ্র বলতে আমি এদেশে একজনও রাখব না। এরা পৃথিবীতে বাস কর্ব্বার যোগ্য নয়, এরা থাকলে মানব সমাজ ধ্বংস হবে। ( প্রতিহারীর প্রবেশ ) কি সংবাদ ?

প্রতিহারী। আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য আপনার দর্শনপ্রার্থী।

সত্যদাস। সসম্মানে নিয়ে এস। ( প্রতিহারীর প্রস্থান )

আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য ! তরুণ ঋষি !! সত্যের আলো !!!

( সত্যকাম, মন্ত্রা ও সোমদত্তের প্রবেশ )

স্বাগত ! সুস্বাগত !!

সত্যকাম। তুমি! তুমি এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নায়ক।

সত্যদাস। এ হত্যাকাণ্ড বটে, কিন্তু বীভৎস নয়।

সত্যকাম। হায় বন্ধু, এক দিন তোমার মুখে ব্রাহ্মণ্য হৃদয়ের ক্ষমা ও ত্যাগের প্রতিচ্ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর আজ—

সত্যদাস। আজ সেখানে প্রতিহিংসার কুটিলতা। কিন্তু বন্ধু, এরা কি করেছে জান? এরা আমার আচার্য্যকে মিথ্যা অপবাদে, হীন ষড়যন্ত্রে সর্ব্বস্বান্ত করেছে। শেষ জীবনে তাঁকে ভিক্ষা করে খেতে হয়েছে।

সত্যকাম। তবু এদের ক্ষমা কর বন্ধু, তোমার আচার্য্য যা করেছিলেন।

সত্যদাস। ক্ষমা! এরা ক্ষমার অযোগ্য।

সত্যকাম। বন্ধু, এরা বড় দীন, বড় অসহায়! সত্যকে আশ্রয় কর্ব্বার, এমন কি সত্যকে বিচার কর্ব্বার অধিকার পর্য্যন্ত এদের নেই।

সত্যদাস। কিন্তু বন্ধু, এরা ব্রহ্মদ্বেষী।

সত্যকাম। আমি তা স্বীকার করি।

সত্যদাস। তবু তুমি—

সত্যকাম। হ্যাঁ, তবু আমি তোমার কাছে এদের জীবন ভিক্ষা চাই। দাও, বন্ধু—আমি আজ তোমার কাছে ভিক্ষুক—আমায় ভিক্ষা দাও—এদের জীবন, তার সঙ্গে এদের প্রতি তোমার যে বিদ্বেষ আছে তাও।

সত্যদাস। ভিক্ষা চাও! ভিক্ষা চাও! তুমি ভিক্ষুক! সৈন্যাধ্যক্ষ!

[ মন্ত্রা সতর্কভাবে সত্যকামের পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়ভাবে বর্ষা ধরিলেন ]

সৈন্যাধ্যক্ষ। আদেশ করুন, প্রভু।

সত্যদাস। ইনি তোমাদের প্রভু। ইনিই আদেশ কর্বেন।

( প্রস্থান )

সত্যকাম। সোমদত্ত, তুমি রাজপুরে যাও। আমিও শীঘ্রই যাচ্ছি।

[ সত্যকাম, মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান। সোমদত্ত সুরাভাণ্ডের সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন ও সুরাপান করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সত্যদাস আসিয়া সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন। ]

সোমদত্ত। বন্ধু, রণবাদ্য আর সোমরসের উন্মাদনার মধ্যে আজ কি মনে হচ্ছে, জান ?

সত্যদাস। কি ?

সোমদত্ত। কার হাতখানি আমার পৃষ্ঠে নেই বলে, আমার মরণ ভয়ে কে চকিত নয়নে চারিদিকে চাইছে না বলে, মরণও আজ আমার কাছে ম্লান মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যদাস। বন্ধু, মরণের পর কে এক কোঁটা অশ্রু ফেলবে বা কে বিদ্রূপের হাসি হাসবে তা ভাবি না। ভাবছি, মরণও আমায় বরণ কল্লে না, আমার জন্ত লৌহশৃঙ্খল রেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে ফিরে গেল।

সোমদত্ত। সে কি বন্ধু !

সত্যদাস। পলাতক রাজদ্রোহী, আর্য্যাবর্ত্তে বিচার হয়ে গেছে। আর স্বদেশে, বন্ধু সেখানেও আজ বিশ্বাসঘাতক !

সোমদত্ত। না, আর্য্যাবর্ত্তে তুমি নিরাপদ ; অন্ততঃ আমি থাকতে। কিন্তু আমার থাকাও যে অনিশ্চয়তার মধ্যে। [ সুরাপান করিলেন। ] বন্ধু, তোমার শিবিরে নারীকণ্ঠের আলাপ !

[ সত্যদাস বিস্মিত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী শিবিরে কল্যাণী ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। তিনি মনযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন, পরে সোমদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। ]

সত্যদাস। ও আমার ভগ্নীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু বন্ধু, জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে এসেও কি তুমি প্রণয়ের স্বপ্ন দেখতে চাও?

সোমদত্ত। কবিহৃদয়, সোমরসের সঙ্গে রমণীকণ্ঠের সংযোগে কল্পনার প্রবাহ আসে।

সত্যদাস। অগ্নিদাহের জ্বালা যদি বুঝতে বন্ধু, তবে কল্পনাতেও অগ্নিস্পর্শ কত্তে না।

সোমদত্ত। কাব্য আর দর্শন। কবি চায় সৌন্দর্য্য, দর্শন সত্য। কবি চায় প্রিয়া, দর্শন দেবী। কিন্তু যা সুন্দর তা সত্য হ'ল না। প্রিয়া দেবী হ'ল না, দেবীও প্রিয়া হ'ল না। তবু যদি এখন প্রিয়ার হাতের এক পাত্র সোমরস পেতাম। কিন্তু বন্ধু, দর্শন যেন তাও স্বীকার কত্তে চায় না।

সত্যদাস। রেখে দাও তোমার দর্শন আর দেবী। এখন কবির কথা বল।

সোমদত্ত। ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ধারে উপত্যকার মনোরম দৃশ্যের মধ্যে সে থাকত। কিন্তু বন্ধু, সে কবি নয়, দার্শনিক। চিরদিন সে সত্যের সন্ধান কত্ত আর তার সংবাদ লিখে যেত। কিন্তু তার মধ্যে কি জানি কেন, ছোট্ট একটী খাতায় ক'টা কবিতা লিখে ফেলেছিল।

সত্যদাস। আর কবির প্রিয়া দর্শনের সত্য বুঝলে না, কবিতার খাতাই বুকে তুলে নিলে। তারপর—

সোমদত্ত। তারপর একদিন নির্ঝরিণীর বুকে প্রবল বন্যা এল।

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী অকূল সমুদ্রে পরিণত হ'ল। বহু কষ্টে সে যখন কুটীরের কাছে এল তখন বন্যার জল ভগ্ন কুটীরের থেকে অনেকটা নেমে গিয়েছে। কুটীরে সে কি দেখলে,—জানো?

সত্যদাস। না বন্ধু, আমার কল্পনা অতদূর যেতে সাহস পায় না।

সোমদত্ত। "ভেসে গেছে যত্নে লেখা বেদান্তের কথা,
পড়ে আছে তুচ্ছ ছোট কবিতার খাতা।"

সত্যদাস। কিন্তু কবির প্রিয়া?

সোমদত্ত। ভেসে গেল। সেও এমনি এক পূর্ণিমা রজনী!

সত্যদাস। এমনি পূর্ণিমা রজনী! বন্ধু, তবে বোধ হয়—

সোমদত্ত। [উচ্চহাস্যে।] অগ্নিদাহের জ্বালা! বন্ধু, এও কাব্য, বড় মনোহর কাব্য! সত্য ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে—মরণের মাঝখানে। আজ ঐখানেই সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। (প্রস্থান।)

[সত্যদাস ক্ষণকালের জন্যে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]

সত্যদাস। বন্ধু! একটু দাঁড়াও, তোমার প্রিয়া বুঝি আমারি শিবিরে। (কল্যাণীর প্রবেশ) কল্যাণী, তুমি আমার বন্ধু সোমদত্তকে চেন?

কল্যাণী। তোমার বন্ধু—কোথায় তিনি?

সত্যদাস। যুদ্ধে—কিন্তু তুমি কি তার—কল্যাণী, তুমি তার কেউ হও?

কল্যাণী। আমি তাঁর—না, কই আমি ত' তাঁর কেউ নই।

সত্যদাস। মরণের বুকে সে ঝাঁপ দিয়েছে, সে যেন কার হাতের একপাত্র সোমরস চায়। কল্যাণী, সে কি তুমি?

কল্যাণী। মরণের বুকে, এঁ্যা—

সত্যদাস। হঁ্যা। রূপের আগুন জেলে তোমরা শুধু মহতের হৃদয়ই দগ্ধ কত্তে জান। সে তোমার কেউ নয়, কিন্তু আমার বন্ধু।

( প্রস্থান। )

কল্যাণী। একপাত্র সোমরস—( বসিয়া পড়িলেন। )

( মন্দ্রার প্রবেশ। )

মন্দ্রা। একটু হাস না, সই। চারিদিকে শুধু কান্না, তুই একটু হাস।

কল্যাণী। হাসব! আমি হাসব!

মন্দ্রা। হঁ্যা, তোকে হাসতে হবে। হাসতে হাসতে তোকে যেতে হবে—তারই কাছে।

কল্যাণী। কিন্তু—

মন্দ্রা। এখনও অভিমান। দেখ, অভিমানের অনেক সময় পাবি কিন্তু এখন যদি এক মুহূর্ত্ত হারাস তবে সে ক্ষতি কোন দিনই পূরণ হবে না। এই দুর্য্যোগের রাতের শেষে কি হবে কে জানে। এত কান্নার ভেতর তুই আর কাঁদাস নি। বল যাবি?

কল্যাণী। যাব।

মন্দ্রা। আমায় বাঁচালি, সই। ( প্রস্থান। )

কল্যাণী। আমি যাব। তারই কাছে যাব, তার প্রিয় সোমরস নিয়ে যাব।

( সত্যদাসের প্রবেশ। )

সত্যদাস। কল্যাণী, আর রক্ষা নেই। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান সেনানিবাস অবরোধ কত্তে যে সৈন্য আমরা পাঠিয়েছিলাম, তারা সে

অবরোধ বোধ হয় আর রাখতে পার্ব্বে না। রাজপুরের সামনে শীঘ্রই ভীষণ যুদ্ধ হবে। রাজধানী বীরশূন্য হয়ে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। নূতন আর্য্যসৈন্যেরা এসে সেই শ্মশানের উপর আমাদের জন্য চিতাশয্যা রচনা কর্ব্বে। আমি যুদ্ধে চল্লাম, তুমি কাল প্রাতে আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যের আশ্রয় নিও।

কল্যাণী। না, আমিও যাব, যদি দেখা হয়—

সত্যদাস। তুমি যাবে কল্যাণী, তুমি যাবে। আমি নিজে তোমায় সোমদত্তের কাছে পৌঁছে দেব। কল্যাণী, আমি জানি তুমি তার প্রিয়া। কিন্তু সে যেন জানে যে, তার প্রিয়া দেবী।

## সপ্তম দৃশ্য

### রাজপ্রাসাদের পূর্ব্ব ও উত্তর তোরণের মধ্যবর্ত্তী স্থান

সত্যদাস ও কল্যাণীর প্রবেশ

সত্যদাস। বোধ হয় কারা আমাদের অনুসরণ কচ্ছে। ভয় নেই, আমি তাদের বাধা দিতে থাকলাম। তুমি ঐ তোরণ লক্ষ্য করে প্রাসাদে চলে যাও। আমি লক্ষ্য করেছি সোমদত্ত এই পথে গিয়েছে।

কল্যাণী। কিন্তু ওরা তোমার অনিষ্ট কর্ব্বে না ত’?

সত্যদাস। আমার কথা ভাবতে হবে না—তুমি যাও।

কল্যাণী। না, আমি যাব না। তোমায় এ অবস্থায় ফেলে—না, আমি ওদের বুঝিয়ে বলব।

সত্যদাস। ওরা বুঝবে না, তোমাকেও বন্দী কর্ব্বে। তুমি যাও।

কল্যাণী। কিন্তু তুমি ?

সত্যদাস। কল্যাণী, আমি তোমার কে যে, তুমি আমার কাছে থাকতে চাও ?

কল্যাণী। তুমি আমার ভাই।

সত্যদাস। না—আমি তোমার কেউ নই। তুমি যাও—যে সত্যই তোমায় চায়—তারই কাছে যাও। [ কল্যাণী নতমুখে প্রস্থান করিলেন। সত্যদাস সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সস্নেহে কহিলেন। ] কল্যাণী, বিদায়।

কল্যাণী ( নেপথ্যে )। বিদায়, ভাই।

সত্যদাস। সুন্দরী রমণীকণ্ঠে ভ্রাতৃসম্বোধন তোমার কর্ণে এত মধুর লাগে, ব্রহ্মচারী। ছদ্মবেশী, তুমি এত কৌশলও জান।

( কয়েকজন অনার্য্যসৈন্যসহ আর্য্যসৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ )

সৈন্যাধ্যক্ষ। আপনি একা ? সঙ্গের আর্য্যকন্যা কোথায় ?

সত্যদাস। তাঁকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তা পূর্ব্বেই অনুমান করেছি। আপনি বিশ্বাসঘাতক।

সত্যদাস। বিশ্বাসঘাতক !

সৈন্যাধ্যক্ষ। হ্যাঁ, সেই আর্য্যকন্যা রাজকুমারীকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এসে এখন প্রাসাদে ফিরে গেল। আপনি তাকে সাহায্য করেছেন।

সত্যদাস। সুন্দর অনুমান, আপনার বিচারবুদ্ধি প্রশংসনীয়।

সৈন্যাধ্যক্ষ। আপনি মহারাজের মিত্র, তথাপি সামরিক বিধানে আপনাকে বন্দী কত্তে হবে। এঁকে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাও।

সত্যদাস। বন্ধন! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

সৈন্যাধ্যক্ষ। আপনার অভিরুচি। (সৈন্যদের প্রতি) আক্রমণ কর।

[ সৈন্যেরা একযোগে আক্রমণ করিল। সত্যদাস কৌশলে তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি তরবারি লক্ষ্য করিলেন। উভয়ের তরবারি স্পর্শ করিল। ]

সত্যদাস। মহারাজকে সংবাদ দিন যে, আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান সেনানিবাসের অবরোধ ব্যর্থ হয়েছে। আমি আমার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য সেখানে পাঠিয়েছি।

[ ইত্যবসরে জনৈক সৈনিক তাঁহার বক্ষে বর্ষা নিক্ষেপ করিল। তিনি পড়িয়া গেলেন। ]

সৈন্যাধ্যক্ষ। এ কথা পূর্ব্বে জানান নি কেন?

সত্যদাস। অবসর দিলে কই, বন্ধু। আর পূর্ব্বে জানালে বিশ্বাসও কত্তে না। অর্দ্ধেক সৈন্যে প্রাসাদ অবরোধ করে রাখুন, বাকী অর্দ্ধেক নূতন সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রাখুন।

সৈন্যাধ্যক্ষ। এঁকে আমার শিবিরে নিয়ে যাও। যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। এখন—হয় ত' একজনও স্বদেশে ফিরবে না। ( প্রস্থান। )

সত্যদাস। বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতকতা আমি করেছি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নয়, আমি নিজেকেই প্রতারণা করেছি। প্রিয়তম আত্মা, তোমায় পার্থিব ভোগ দিলাম না। প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়লৌল্যে, প্রতিহিংসার বশে, তোমার পারমার্থিক ভোগও বুঝি কামের আর ক্রোধের অনলে আহুতি দিলাম। কল্যাণী—মন্ত্রা—আর্য্যাবর্ত্তের তরুণ ঋষি—সত্যের আলো!

## রাজপ্রাসাদের উত্তর তোরণের সম্মুখ

### সত্যকীর্ত্তি ও রুদ্রকের প্রবেশ

সত্যকীর্ত্তি। যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে, রুদ্রক। রাজধানীতে আর একজনও যোদ্ধা নেই যে আমাদের বাধা দেয়।

রুদ্রক। অদ্ভুত আপনার বীরত্ব, অদ্ভুত রণকৌশল।

সত্যকীর্ত্তি। না রুদ্রক, আজ এ যুদ্ধ জয় আমার শৌর্য্যে বা রণকৌশলে হয় নি। এর মূলে আছে আমার প্রতিশোধ স্পৃহার প্রেরণা। আর্য্যাবর্ত্ত আমার হৃদয়ে বিষ ঢেলে অন্তরের সুপ্ত দানবকে জাগিয়ে দিয়েছে। সে বিষ আমি আর্য্যাবর্ত্তেরই বুকে ঢেলে দিয়ে দানবের পূজা করেছি। এইবার তোমায় কন্যাদান করে আমার সত্যরক্ষা কর্ব্ব—দেবতার চরণে অর্ঘ দেব। কিন্তু রুদ্রক, প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাদের ফির্ত্তে হবে। তুমি ঐ গুপ্ত পথ দিয়ে অন্তঃপুরে যাও। আমি এই পথে যাব। মঞ্জুকে পেলে, তাকে নিয়ে আমার কাছে আসবে।

রুদ্রক। কিন্তু তিনি যদি—

সত্যকীর্ত্তি। স্বেচ্ছায় না আসে, বলপূর্ব্বক আনবে। কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। সে চিত্র দেখলে মঞ্জু তোমায় অবিশ্বাস কর্ব্বে না। হ্যাঁ দেখ, রাজপ্রাসাদে একজন বীর রমণী আছেন, তাঁকে সাবধানে এড়িয়ে যেও।

রুদ্রক। কে তিনি?

সত্যকীর্ত্তি। তিনি আমার অস্ত্রশিষ্যা—তোমার জননী। ( রুদ্রকের প্রস্থান ) আর্য্যাবর্ত্ত, তুমি আমায় নির্ব্বাসিত করেছ, তবু বিদ্রোহ করি

নি। কিন্তু তুমি আমার মঞ্জুকে ফিরে দাও নি—আমার শিষ্যকে অনার্য্য বলে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাই তোমার এ দুর্দ্দশা।

( সোমদত্তের প্রবেশ )

সোমদত্ত। দাঁড়াও বন্ধু, আর্য্যাবর্ত্তের জন্য জীবন দিতে এখনও একজন আছে।

সত্যকীর্ত্তি। কে তুমি ?

সোমদত্ত। আমি আর্য্যাবর্ত্তের অতিথি—পিতৃভূমিবাসী। আমি জীবিত থাকতে তুমি রাজপুরে প্রবেশ কত্তে পাবে না।

সত্যকীর্ত্তি। বেশ। [ তরবারির আঘাত করিলেন। সোমদত্ত তাহা প্রতিহত করিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে একটা তীর সোমদত্তের স্কন্ধে বিদ্ধ হইল। তিনি পড়িয়া গেলেন। ]

সোমদত্ত। এইবার তুমি যেতে পার, বন্ধু।

সত্যকীর্ত্তি। তুমি বিদেশী, অকারণ প্রাণ হারালে। ( প্রস্থান। )

[ সোমদত্ত তরবারি ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পড়িয়া গেলেন। তরবারি ফেলিয়া দিয়া কটীস্থ সোমপাত্র খুলিয়া দেখিলেন সব সোমরস পড়িয়া গিয়াছে। তিনি উচ্চহাস্য করিলেন। রুদ্রকের প্রবেশ। ]

সোমদত্ত। তুমি! তাহ'লে পেছন থেকে যে তীর আসে তা সব সময় মাথার উপর দিয়েই যায় না। সুকোমল তরুণ হস্তে কখন কখন বজ্রের শক্তি আসে। তবু তোমার হাতের তীর—[ হাসিলেন ]

রুদ্রক। তুমি আমায় চেন নাকি ?

সোমদত্ত। তোমার ঐ সুন্দর চোখ, লাবণ্যমাখা গণ্ড—দেখ, বড় পিপাসা, আমায় এক পাত্র সোমরস দিতে পার ?

রত্নক। সোমরস! তুমি উন্মাদ নাকি? তোমার প্রলাপ শুনবার সময় নেই। ( প্রস্থান। )

সোমদত্ত। উন্মাদের প্রলাপ—শুনবার অবসর নেই। তোমরা চলেছ জয়পতাকা নিয়ে সাফল্যের পথে। কোথায় কোন উন্মাদ নিজেকে হারিয়ে পথের ধারে পড়ে রইল তা দেখবার তোমাদের অবসর কোথায়? এ কি! সোমপাত্র হাতে, মনোহর বেশে কে তুমি অভিসারিকে? মঞ্জুলা, কল্লোলা না গীতিলা? এমন চাঁদিনী রাতে কার অভিসারে চলেছ? [ কল্যাণীর প্রবেশ। তিনি চীৎকার করিলেন, সোমদত্ত হাসিয়া উঠিলেন ] ভয় নেই। আমি তোমায় অভিসারে ডাকি নি। তুমি যেখানে যেতে বেরিয়েছ সেখানেই যাও। তবে একপাত্র সোমরস—আমার শুষ্ক অধরে—এক পাত্র সোমরস—পূর্ণ পাত্র। [ কল্যাণী সোমরস দিলে তাহা পান করিয়া তিনি মধুর হাসিলেন। ] এ মধুযামিনী তোমার যেন বৃথা না যায়—তুমি যাও।

কল্যাণী। না আমি যাব না। [ সোমদত্তের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। সোমদত্ত চমকিত হইলেন। ]

সোমদত্ত। যাবে না? এমন রাত্রি—না, তুমি যাও। আমার কবিতা আজ হাসে না। না-না, তুমি যাও।

কল্যাণী। না, আর অমন করে তাড়িয়ে দিও না। আমি—

সোমদত্ত। তুমি—তুমি কল্যাণী—আমার কল্যাণী। তুমি কেন যাবে? তুমি যে কল্যাণী। অভিমানিনী হলেও তুমি কল্যাণী।

কল্যাণী। আর অভিমান নেই। আমি তোমার ভালবাসা চাই না। চাই শুধু তোমার কাছে থাকতে, তোমার কবিতার সেবা কত্তে।

সোমদত্ত। কল্যাণী, এতদিনে তোমার যথার্থ রূপ দেখতে

পেলাম। তুমি আমার কবিতা—আমার দর্শন। আমার কাব্যের-প্রিয়া, দর্শনের—সত্য।

## নবম দৃশ্য

### মাঘীপূর্ণিমার শেষরাত্রি

### আর্য্যাবর্ত্তের রাজান্তঃপুর

### পুরশ্রী ও সোমশ্রীর প্রবেশ

সোমশ্রী। যতই বল, তিনি আজ আমাদের শত্রু।

পুরশ্রী। কাল যে ভাই ছিল আজ সে শত্রু। আর আজ যে শত্রু কাল সে ভাই হবে না?

সোমশ্রী। হতেও পারে, কিন্তু তার আগে তিনি আর্য্যসন্তানদের রক্তে স্নান কর্ব্বেন।

পুরশ্রী। না হয় ভাইকে বন্দী করে বিজয়ীর বেশে সে এখানে আসবে। কিন্তু সে ত' আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আমি তাকে ভায়ের আদরে বরণ করে নেব।

সোমশ্রী। আর্য্যাবর্ত্ত ধ্বংস করে তার স্বস্তিক পতাকা তুলে ফেলে সেখানে অনার্য্যের হল পতাকা উড়াবেন আর তুমি তাকে ভায়ের আদরে ডেকে নেবে! তা তুমি পার, তোমার কাছে আর্য্যগৌরবের মূল্য কতটুকু?

পুরশ্রী। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ, সে দুঃখ তুই কি বুঝবি? আমি যখন

এখানে আসি, মাতৃহীন তরুণ যুবক সে—তার যত আব্দার আমার কাছেই ছিল।

সোমশ্রী। তুমিই আদর দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করেছ। এত জেদ—

পুরশ্রী। জেদ নয় রে, এ অভিমান। আমার কাছে এলে দেখবি আগের মতই হয়ে যাবে।

সোমশ্রী। আর্য্যাবর্ত্ত যদি তাঁকে বন্দী করে এখানে আনতে পারে, তবেই আমি তাঁকে বরণ করে নেব। নইলে, আর্য্যকন্যা আমি—আর্য্যাবর্ত্তের অপমান সহ্য কর্ব্ব না।

পুরশ্রী। তোর জেদও ত' কম নয়? দেখছি, আদর দিয়ে সেই তোর মাথা খেয়েছে। বাবা, মেয়ে মানুষের এত তেজ।

সোমশ্রী। আমি ঋষির আশ্রম পালিতা নই, রাজার ঘরেই মানুষ হয়েছি। (প্রস্থান।)

পুরশ্রী। ঋষির আশ্রম পালিতা, সবার মুখেই ঐ কথা। কিন্তু কোথায় আজ মহর্ষি আচার্য্যদেব। আর সেই ঋষিকল্প মহারাজ। আশ্রম পালিতা বলেই যে তাঁরা আমায় বরণ করে এনেছিলেন। বেশ, আজ ভায়ের হাতে ভাইকে দিয়ে, স্বামীর কাছে স্ত্রীকে রেখে আমি আবার আশ্রমেই ফিরে যাব। (মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ।) তুই এমন গম্ভীর মুখে কেন? দেখছি, তোদের সবারই বীরভাব। কি হয়েছে, মা বকেছে বুঝি?

মঞ্জুশ্রী। হ্যাঁ। আমি যুদ্ধ দেখছিলাম, বাবা কোথায় জিজ্ঞাসা কত্তে, মা বকে উঠল।

পুরশ্রী। মঞ্জু!

মঞ্জুশ্রী। কি, মা।

পুরশ্রী। আমি তোকে এতদিন সব ভুল শিখিয়েছি, সব ভুল। মানুষ বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায়। ভাল হবার—ভাল করার ক্ষমতা তার নেই। সে ক্ষমতা শুধু ঋষিদেরই আছে। তার চেয়ে যখন যেখানে থাকিস তাদের মনের মতন হতে চেষ্টা করিস, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক। তবে মা, ভাল হবার, ভাল করার কামনা যেন ছাড়িস নি।

[ বাতায়ন পথে রুদ্রকের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। ]

মঞ্জুশ্রী। তবে মার বকুনির ভয়ে বুঝি—বাবাকে ভালবাসব না।

পুরশ্রী। লুকিয়ে বাসিস, মার বকুনি খেয়ে লাভ কি ?

মঞ্জুশ্রী। বাবা এলে আমি এবার তাঁর সঙ্গে চলে যাব। না হয়, অনার্য্যই হব, মার বকুনি ত' খেতে হবে না।

পুরশ্রী। সেই ভাল, বকুনি খাওয়ার চেয়ে অনার্য্য হওয়াই ভাল। কিন্তু অনার্য্যকে বিয়ে কত্তে হবে।

মঞ্জুশ্রী। হয় হবে। তোমাদের চেয়ে অনার্য্যরা ভাল।

পুরশ্রী। তবে আর কি ? দেখ, অনেকক্ষণ মহারাজের সংবাদ পাই নি, আমি আসছি। কোন ভয় নেই, যে যাই বলুক, সে তোর বাবা, এ কথা ভুলিস নি। ( প্রস্থান। )

মঞ্জুশ্রী। ভয়! ভয় আমি কাকেও করি না। অনার্য্য হলেও তারা আমার বাবারই সৈন্য। আমি তাদের রাজার মেয়ে। ( রুদ্রকের প্রবেশ। ) কে ?

রুদ্রক। চুপ! আমি তোমার পিতার আদেশে এসেছি—তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যেতে—এই দেখ। ( চিত্র দেখাইলেন )

মঞ্জুশ্রী। এ তুমি কোথায় পেলে ? চুরি করেছ ?

রুদ্রক। না, উপহার পেয়েছি। চিত্রের নীচে সে কথা লেখা আছে।

মঞ্জুশ্রী। এ চিত্র ত' তিনি কাকেও দেবেন না। তবে কি তিনি আমায়—

রুদ্রক। হ্যাঁ, তিনি ঐ চিত্রের সঙ্গে, যার চিত্র তাকেও আমায় উপহার দিয়েছেন। আর দেরী কোরো না, তিনি তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। ইচ্ছা হয়, আবার ফিরে এস। কিন্তু এখন তোমায় যেতেই হবে।

মঞ্জুশ্রী। বেশ, চল।

[ নেপথ্যে সোমশ্রী। "মঞ্জু!" ]

মঞ্জুশ্রী। মা ডাকছে, তুমি দাঁড়াও।

রুদ্রক। তোমার মা! তাঁর সঙ্গে যেন দেখা না হয়—তোমার পিতার নিষেধ।

মঞ্জুশ্রী। বাবার নিষেধ!

রুদ্রক। হ্যাঁ, এখন উপায়?

মঞ্জুশ্রী। ভয় কি? এই পথে আমার সঙ্গে এস।

[ রুদ্রকের হাত ধরিয়া প্রস্থান। ]

( সোমশ্রীর প্রবেশ। )

সোমশ্রী। কোথায় গেল হতভাগা মেয়ে?

( পুরশ্রীর প্রবেশ। )

পুরশ্রী। যুদ্ধের কোন সংবাদ পেয়েছিস?

সোমশ্রী। আর্য্যগরিমা ডুবে গেছে, আমাদের পরাজয় হয়েছে।

পুরশ্রী। কিন্তু মহারাজ! তাঁর সংবাদ পাচ্ছি না কেন?

সোমশ্রী। তাঁর সংবাদ পাওয়া যায় নি।

পুরশ্রী। সংবাদ নেই? তবে কি—না, তা হতে পারে না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ হতে পারে—কিন্তু—না, তা হয় না। (সত্যকীর্ত্তির প্রবেশ) তুমি এসেছ? যুদ্ধ জয় করে এসেছ?

সত্যকীর্ত্তি। হ্যাঁ, আমি যুদ্ধে জয়ী হয়েই এসেছি।

পুরশ্রী। আর মহারাজ! তোমার ভাই, তাঁকে কি বন্দী করে এনেছ?

সত্যকীর্ত্তি। না, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই আছেন, আর আসবেন না।

পুরশ্রী। এঁ্যা, তুমি তাঁকে—তুমি কেমন করে—

সত্যকীর্ত্তি। দানবের প্রেরণা—তোমার কথা একবারও মনে পড়ে নি—তাই সে দানব এত বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন তোমায় দেখে সে পালিয়েছে—আমাব জন্ত রেখে গেছে—নরকের বিভীষিকা। দেবী, তুমি আমায় আশ্রয় দাও।

পুরশ্রী। তুমি আমার আশার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছ। ভায়ে ভায়ে মিলনের মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম—তুমি ভেঙ্গে দিলে। (প্রস্থান)

সত্যকীর্ত্তি। (একদৃষ্টে তাঁহার গমন পথে চাহিয়া) ভ্রাতৃরক্ত! পিতৃরক্ত! আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। [সোমশ্রী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন।] কে?

সোমশ্রী! আমি!

সত্যকীর্ত্তি। আর্য্যাবর্ত্তের রাজমাতা! গৌরবময়ী আর্য্যকন্তা!

সোমশ্রী। ভ্রাতৃহত্যা করে, আর্য্যগরিমা ধ্বংস করে, আবার আমায় ব্যঙ্গ কচ্ছ।

সত্যকীর্ত্তি। হত্যা! আমি তাকে যুদ্ধে বধ করেছি—তার দেহটাই নষ্ট করেছি। আর তোমরা! তোমরা আমার হৃদয় ধ্বংস করেছ। যে বিষ সেখানে ঢেলেছ তার জ্বালায় সব মহত্ত্বের সঙ্গে আমার হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

সোমশ্রী। না বুঝে তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছি, ক্ষমা কর।

সত্যকীর্ত্তি। ক্ষমা! আর্য্যগরিমার নরকের অন্ধকারে বসে সে ক্ষমা তুমি নিজের কাছেই চেও। কিন্তু এখনও আমার সত্য পালন করা হয় নি। আমার কন্যা কোথায়?

সোমশ্রী। কেন, তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

সত্যকীর্ত্তি। আমি তাকে আমার অনার্য্য শিষ্যকে দান করেছি। আজ রাত্রে বিবাহ দেব।

সোমশ্রী। আর্য্যাবর্ত্তের রাজকুমারীকে অনার্য্য হস্তে দেবে? আর্য্য গরিমা একেবারে ডোবাতে চাও?

সত্যকীর্ত্তি। এ আমার সত্য। আমি সত্য পালন কর্ব্ব।

সোমশ্রী। না, তুমি তা পার্ব্বে না। [কক্ষগাত্র হইতে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যকীর্ত্তি উচ্চ হাস্য করিলেন] আমি ক্ষত্রিয় কন্যা।

[সত্যকীর্ত্তি সহাস্যে অগ্রসর হইলে সোমশ্রী তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিলেন। সত্যকীর্ত্তি তাহা প্রতিহত করিতে সোমশ্রীর হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইল। তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া সোমশ্রীর অতি নিকটে দাঁড়াইলেন।]

সত্যকীর্ত্তি। অস্ত্র নাও, ক্ষাত্রকন্যা।

সোমশ্রী। না।

সত্যকীর্ত্তি। সোমশ্রী, আমার সব গিয়েছে তবু সত্য হারাই নি। আমি মিনতি কচ্ছি, মঞ্জুকে দাও।

সোমশ্রী। স্বেচ্ছায় না দিলে বলেই নিতে পার্ব্বে। বেশ, আমায় হত্যা করেই নিয়ে যাও।

সত্যকীর্ত্তি। এই তোমার শেষ কথা?

সোমশ্রী। হ্যাঁ।

সত্যকীর্ত্তি। মঞ্জুকে আমায় দেবে না?

সোমশ্রী। তার আগে জীবন দেব।

সত্যকীর্ত্তি। বেশ, যে তরবারি ভ্রাতৃরক্ত পান করেছে, নারীর রক্ত পান তার লজ্জার নয়।

( সসৈন্যে সত্যকাম, মন্ত্রী ও নগরপালের প্রবেশ। )

সত্যকাম। বন্দী কর।

[ সৈন্যগণ সত্যকীর্ত্তিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ]

সত্যকীর্ত্তি। কে তুমি?

সত্যকাম। আমি আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য।

সত্যকীর্ত্তি। তুমি কেমন করে পুরে প্রবেশ কল্লে?

সত্যকাম। গুপ্তপথ খুলে রেখেছিলেন। সেই পথে প্রবেশ করেছি।

সত্যকীর্ত্তি। কিন্তু জানো, আমার সহস্র সৈন্য প্রাসাদ অবরোধ করে আছে। আমার একটী সঙ্কেতে তারা এখানে এসে পড়বে।

সত্যকাম। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান বাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আপনার সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করেছে। আপনিও অস্ত্র ত্যাগ করুন, যুবরাজ।

সোমশ্রী। এখন তুমি আমার বন্দী।

সত্যকীর্ত্তি। বন্ধন, মৃত্যু, অপমান একই কথা। বেশ, আমি অস্ত্র ত্যাগ কচ্ছি। [ সোমশ্রীর পদতলে তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলেন। সৈন্যগণের প্রস্থান। ] কিন্তু তুমি আমায় সত্যপালন কত্তে দিলে না, সোমশ্রী। আর্য্যনারী তুমি, আর্য্যগৌরবের জন্য স্বামীর বিরোধিতা কত্তে পার, অথচ সত্যের মর্য্যাদা দিতে শেখনি।

সত্যকাম। কি আপনার সত্য, যুবরাজ? যদি কারও প্রাণহানি না হয়, আমি সে সত্য রক্ষা কর্ব্ব।

সত্যকীর্ত্তি। প্রাণহানি! না আচার্য্য, প্রাণের মিলনের সত্য। অনার্য্যরাজ দণ্ডকের পুত্র আমার প্রিয় শিষ্য রুদ্রককে কন্যাদানের সত্য করেছি। আজ সে সত্য পালনের দিন। আমায় সত্য রক্ষা কত্তে দাও, আচার্য্য। তারপর তোমরা যে শাস্তি দাও আমি সানন্দে তা বহন কর্ব্ব। শুধু তুমি আমার সত্য রক্ষা কর।

( রুদ্রক ও মঞ্জুশ্রীর হাত ধরিয়া পুরশ্রীর প্রবেশ। )

পুরশ্রী। তোমার সত্য আমিই রক্ষা করেছি। এই নাও তোমার কন্যাজামতা।

নগরপাল। কিন্তু দেবী, মহারাজ এ বিবাহ অনুমোদন করেন নি।

সোমশ্রী। আর্য্যাবর্ত্ত এ বিবাহ স্বীকার কর্ব্বে না।

পুরশ্রী। এখনও আমার স্বামীর দেহ ভস্মান্ত হয় নি, এখনও আমি আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্ঞী, আমি এ বিবাহ অনুমোদন করি।

সত্যকাম। আর্য্যসমাজের পক্ষ থেকে আমি এ বিবাহ স্বীকার কচ্ছি।

পুরশ্রী। তুই আর অমত করিস্ নি।

সোমশ্রী। আর্য্যাবর্ত্ত যখন চায় তখন আমিও মত দিলাম।

( প্রস্থান। )

[ মঞ্জা রুদ্রকের পার্শে গিয়া উভয়কে জড়াইয়া ধরিলেন। ]

রুদ্রক। মঞ্জা, তুই এখানে?

মঞ্জা। তুমি এখানে কেন, ভাই?

রুদ্রক। এ যে আমার শ্বশুর বাড়ী। আমি আর্য্যাবর্ত্তের রাজ জামাতা। কিন্তু তুই—

মঞ্জা। আমি আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যাণী।

পুরশ্রী। কুমার!

সত্যকাম। হ্যাঁ, দেবী। মঞ্জা, তুমি এদের নিয়ে যাও, আমাদের রাজকার্য্য আছে। ( মঞ্জা, রুদ্রক ও মঞ্জুশ্রীর প্রস্থান। )

নগরপাল। এই অনার্য্যকন্যা—

সত্যকাম। নগরপাল, অনার্য্যকন্যা হলেও উনি ঋষি।

সত্যকীর্ত্তি। দেবী, তুমি আমার সত্যরক্ষা করেছ, আমার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দিয়েছ।

পুরশ্রী। আমি জানি তুমি নিরপরাধ, অকারণ নির্ব্বাসন দুঃখ ভোগ করেছ।

নগরপাল। না দেবী, প্রকাশ্য বিচারসভায় ভট্টরাজ—

সত্যকীর্ত্তি। ভট্টরাজ! মনে পড়েছে—ভট্টরাজই আমার—কোথায় তিনি? আমি তাঁকে—

( ভট্টরাজের প্রবেশ। )

ভট্টরাজ। এই যে যুবরাজ। আমিই আপনার একমাত্র হিতৈষী।

আমায় পুরস্কার দেবেন? আমি আপনার কন্যার বিবাহে ঋত্বিকের কার্য্য করেছি।

সত্যকীর্ত্তি। হ্যাঁ, পুরস্কার দেব। কিন্তু—

ভট্টরাজ। কিন্তু! ঋত্বিক ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দেবেন, এতেও "কিন্তু"।

সত্যকীর্ত্তি। হ্যাঁ, কিন্তু।

ভট্টরাজ। না যুবরাজ, এতে "কিন্তু" নেই, আচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা করুন।

সত্যকীর্ত্তি। আপনি আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার করেছিলেন যে, সিংহাসনের লোভে আমি বিদ্রোহ করেছিলাম?

ভট্টরাজ। আমি! আপনার নামে মিথ্যা প্রচার করেছি!

নগরপাল। সে কি প্রভু! আপনিই ত' প্রমাণ করেছিলেন যে যুবরাজ ছ'বছর ধরে বিদ্রোহের মন্ত্রণা করে এসেছেন।

ভট্টরাজ। মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা। জানি, শেষে আমারই দোষ হবে। ব্রাহ্মণী—

সত্যকীর্ত্তি। রাখুন আপনার ব্রাহ্মণীর কথা, এখন বলুন আপনি এ মিথ্যা প্রচার করেছিলেন?

ভট্টরাজ। কই, না।

নগরপাল। বিচারের পত্রাদি আছে।

সত্যকীর্ত্তি। ভট্টরাজ!

ভট্টরাজ। হায় ব্রাহ্মণী! হ্যাঁ যুবরাজ, বলেছি। কিন্তু—

সত্যকীর্ত্তি। এতে আবার কিন্তু কি, ভট্টরাজ?

ভট্টরাজ। হ্যাঁ যুবরাজ, কিন্তু। আমি কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু আমি বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

সত্যকীর্ত্তি। প্রকৃতিস্থ ছিলেন না?

ভট্টরাজ। হ্যাঁ, যুবরাজ—বোধ হয় স্বপ্নে বলেছিলাম।

সত্যকীর্ত্তি। স্বপ্নে! মিথ্যাবাদী, প্রতারক, তোমায় শূলদণ্ড দেব।

ভট্টরাজ। রক্ষা করুন যুবরাজ, স্বপ্নে মিথ্যা বলার জন্য—

সত্যকীর্ত্তি। শাস্তি শূলদণ্ড। স্বপ্নেই শূলে যান।

ভট্টরাজ। শূল কি স্বপ্ন হয়? রক্ষা করুন, যুবরাজ। আচার্য্য, আপনি একটু—

সত্যকাম। অধ্যয়নবিহীন যাজক ব্রাহ্মণ দাসজীবী শূদ্রেরও অধম। তথাপি ইনি ভীত—প্রাণদণ্ড কর্ব্বেন না।

সত্যকীর্ত্তি। বেশ, আমি এঁকে মার্জ্জনা কচ্ছি। কিন্তু—

ভট্টরাজ। আর "কিন্তু" আনবেন না, যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। ইনি আর ঋত্বিকের কাজ কত্তে পাবেন না।

ভট্টরাজ। খাব কি করে তাহ'লে। এ যে বিষম "কিন্তু," যুবরাজ।

সত্যকীর্ত্তি। আচ্ছা তার জন্য আপনি অর্থ পাবেন। কত স্বর্ণ চান? শত ভার?

ভট্টরাজ। মাত্র শত?

সত্যকীর্ত্তি। বেশ, সহস্র? দশ সহস্র? লক্ষ?

ভট্টরাজ। লক্ষ! এঁ্যা, লক্ষ! যুবরাজ, লক্ষ ভার স্বর্ণ পেলে আমি সানন্দে ঋত্বিকের কাজ ছেড়ে দেব।

সত্যকীর্ত্তি। আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী!

পুরশ্রী। আর্য্যাবর্ত্তের এক কপর্দ্দকও আজ আমার নয়। তবে আমার নিজের রত্নালঙ্কার আছে, ব্রাহ্মণকে দান কচ্ছি।

সত্যকীর্ত্তি। না না তোমার—

পুরশ্রী। এর আর কোন প্রয়োজন নেই, ভাই।

[ রত্নাভরণ খুলিয়া ভট্টকে দিলেন। অস্ফুট শব্দ করিয়া সত্যকীর্ত্তি সত্যকামের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যকাম তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া একদৃষ্টে পুরশ্রীর প্রতি চাহিলেন। ]

সত্যকাম। নিরাভরণা আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী! তুমি আজ জগদীশ্বরী।

ভট্টরাজ। এ যে লক্ষ ভার স্বর্ণেরও বেশী। ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী –

নেপথ্যে ভট্টগৃহিণী। চেঁচাচ্ছ কেন? তোমায় যুদ্ধ কত্তে হবে না। ( প্রবেশ। ) ওমা, এ যে রাজসভা!

ভট্টরাজ। লক্ষ ভার স্বর্ণ—ব্রাহ্মণী, লক্ষ ভার। যুদ্ধ নয়, প্রাণদণ্ড নয়—দক্ষিণা।

ভট্টগৃহিণী। স্বর্ণ! কার সর্ব্বনাশ কল্লে? রাগ কর্ব্বেন না আচার্য্য, স্বর্ণের কথা শুনলেই ভয় হয় কার সর্ব্বনাশ করে এল। কি বলব, এঁকে স্বামী, তায় বুড়ো হয়েছেন, নইলে ও পাপ অর্থ—

ভট্টরাজ। পাপ অর্থ! এ দক্ষিণা—ব্রাহ্মণী, দক্ষিণা। ঋত্বিকের কার্য্যত্যাগের দক্ষিণা—রত্নালঙ্কার।

ভট্টগৃহিণী। রত্নালঙ্কার! ও, তুমি রাণীকে নিরাভরণা করে পেয়েছ। ফিরিয়ে দাও।

পুরশ্রী। আমি দান করেছি।

ভট্টরাজ। উনি দান করেছেন—দান।

ভট্টগৃহিণী। কই, দেখি! [ ভট্টের হাত হইতে লইয়া বাতায়ন পথে জলে ফেলিয়া দিলেন। ]

ভট্টরাজ। এঁ্যা—কল্লে কি? সর্ব্বস্ব যে গেল—খাব কি?

ভট্টগৃহিণী। ভিক্ষে করে খাবে। চল, এ তোমার স্থান নয়।

ভট্টরাজ। শেষে ভিক্ষায়! (উভয়ের প্রস্থান।)

পুরশ্রী। আমি আর্য্যাবর্ত্ত ছেড়ে যাব। অনুমতি দাও, ভাই।

সত্যকীর্ত্তি। সে কি, তুমি আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী!

পুরশ্রী। আমি অত্যাশ্রমের সঙ্কল্প করেছি।

সত্যকীর্ত্তি। আমায় মার্জ্জনা কর, দেবী।

পুরশ্রী। আমি তোমায় পূর্ব্বের মতই স্নেহ করি, ভাই। কুমার!

সত্যকাম। নিষেধ কর্ব্ব না, দেবী। সর্ব্বহারা তুমি, শান্তির পথে চলেছ। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক। (পুরশ্রীর প্রস্থান।)

নগরপাল, ঘোষণা করে দিন, চরিত্র সংশোধনের জন্য আর্য্যাবর্ত্তের নূতন পুরাতন সব অপরাধীর সব অপরাধ নির্ব্বিচারে মার্জ্জনা করা হল। শতবর্ষের আর্য্য অনার্য্য সংযোগের ফলে যে সমষ্টিগত চাতুর্ব্বণ্য শ্রেণী-বিভাগ ও ব্যক্তিগত জীবনের চতুরাশ্রমীয় কাল-বিভাগ ধীরে ধীরে স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করেছে, আর্য্য অনার্য্য মিলনের প্রচেষ্টায় আমি মানবজাতির উন্নতির সেই স্বাভাবিক গতিকেই বেগবতী করেছি। সেই উন্নতির অনুকূল আমি যে সমাজবিধি প্রণয়ন করেছি—কাল প্রভাতে নূতন ভূপতি, নূতন আচার্য্য, নূতন রাজপরিষদ সেই বিধি অনুযায়ী নূতন গৌরবময় আর্য্যাবর্ত্তের পরিচালনা কর্ব্বেন। আমার কার্য্য আজ শেষ। চলুন ঘোষণাপত্র ও পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। (নগরপালের সহিত প্রস্থান)

(সোমশ্রীর প্রবেশ।)

সোমশ্রী। তুমি আর্য্যদ্রোহী নও, সকলে তোমায় ভুল বুঝেছিল, আমিও ভুল করেছি।

সত্যকীর্ত্তি। সকলে ভুল বুঝলেও আমার আচার্য্য ভুল বোঝেন নি।

সোমশ্রী। আর ভুল কর্ব্ব না, এবার ক্ষমা কর।

সত্যকীর্ত্তি। ক্ষমা আমি তোমায় কচ্ছি। কিন্তু আমি আর্য্যাবর্ত্তে থাকব না। নির্দ্দোষ হলেও রাজ্যলোভে ভ্রাতৃহত্যা করেছি এ অপবাদ আমার কোন দিনই যাবে না।

সোমশ্রী ( তাঁহার হাত ধরিয়া )। আর তোমায় একা ছেড়ে দেব না, তুমি যদি আর্য্যাবর্ত্ত না চাও, আমিও চাই না।

সত্যকীর্ত্তি। স্বামীর চেয়ে, সত্যের চেয়ে তুমি আর্য্যগৌরবকে বড় করে দেখেছিলে, তার জন্যে বহু তপস্যা করেছ। তারই পুরস্কার স্বরূপ গৌরবময় আর্য্যাবর্ত্তের সিংহাসন—তোমার। ( প্রস্থান। )

[ সোমশ্রী পড়িয়া গেলেন। সত্যকামের প্রবেশ। ]

সত্যকাম। আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী।

সোমশ্রী। না, আর্য্যাবর্ত্ত আমার কেউ নয়, আমি আর্য্যাবর্ত্ত চাই না। আমি আমার স্বামীকেই চাই। তাঁকে এনে দাও।

সত্যকাম। তাঁকে হয়ত এনে দিতে পারি ; কিন্তু দেবী, তিনি সত্যনিষ্ঠ—কল্যাণ হোক, অকল্যাণ হোক—তিনি সত্যেরই উপাসক। সে পথ থেকে তাঁর হৃদয় ফিরিয়ে এনে দিতে পারি না।

সোমশ্রী। তবে, আমি কি তাঁকে আর পাব না ?

সত্যকাম। রাজমাতা হয়ে, রাজ্যসুখ ত্যাগ করে তোমায় স্বামী ও সত্যের সাধনা কত্তে হবে। তার ফলে তাঁর সত্য কল্যাণময় হতে পারে, তুমি তাঁকে পেতে পার। আমি শুধু আশীর্ব্বাদ কত্তে পারি, তুমি তপস্যা কর।

সোমশ্রী। বেশ, সেই মিলনের আশায় আমি তপস্যা কর্ব্ব।

সত্যকাম। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার তপস্যা সফল হবে। ( সোমশ্রীর প্রস্থান। ) ঈর্ষার অনলে ভ্রাতৃত্ব দগ্ধ হয়, দম্ভের প্রবাহে দাম্পত্য ভেসে যায়। এরই মাঝে আমার মিলনের মন্ত্র, শান্তির উপনিষদ গীতি। [ গভীর অবসাদে তিনি শয্যার উপরে বসিয়া পড়িলেন। ] নবীন গৌরবে আর্য্যাবর্ত্ত আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। তোমাদের চলার পথ সহজ, সুন্দর, কল্যাণময় হোক। ( মন্ত্রার প্রবেশ। ) আমারই পথে শুধু অন্ধকার।

মন্ত্রা। অন্ধকার! তোমার কাছে অন্ধকার? এ কি, তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে তোমার? বড় পরিশ্রম হয়েছে বুঝি? একটু ঘুমোও।

[ সত্যকাম তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। ]

সত্যকাম। কাঁদবার কি আমার কিছু নেই, মন্ত্রা?

মন্ত্রা। না, কিছু নেই। যদি থাকে তা পরের জন্যে।

সত্যকাম। পরের জন্যে হাসি কান্না আজ শেষ করে দিয়েছি। আজ আমি শুধু আমার, তাই বিশ্বের যত কান্না আজ আমার কাছে এসেছে।

মন্ত্রা। (সাশ্রুনেত্রে) আমি তা রাখব না। তুমি একটু ঘুমোও।

সত্যকাম। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, মন্ত্রা?

মন্ত্রা। আমি যে কখনও তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিনি।

সত্যকাম। এই দুর্য্যোগের রাত্রে আমি যেন কি হারিয়ে ফেলেছি। কি যেন ছিল আজ তা নেই। তার অভাবে সবই যেন আঁধার।

মন্ত্রা। তোমার কাছে আঁধারও আলো হয়ে ওঠে। দুর্য্যোগের মেঘ পৃথিবীকেই ঢাকে; সূর্য্য যেমন উজ্জ্বল তেমনি থাকে।

[ তাঁহার মুখ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্যকাম একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ]

সত্যকাম। মন্ত্রা, দুর্যোগের রাতে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। তুমিই আমার সে হারাধন আবার ফিরিয়ে এনে দিলে। [ তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের বাতায়ন উন্মুক্ত করিলেন। মন্ত্রা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বালসূর্য্যের রক্তিম আভা উভয়ের মুখে প্রতিফলিত হইল। ] মন্ত্রা! ভগবান আদিত্যের উপরি-ভাগে ঐ স্বর্ণময় আবরণ—কি সুন্দর!

মন্ত্রা। কি সুন্দর!

সত্যকাম। তার অভ্যন্তরে?

মন্ত্রা। অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি। এ যে আমি!

সত্যকাম। হ্যাঁ তুমি! প্রিয়তমে, তুমিই সত্যের আলো।

মন্ত্রা। কিন্তু আরও অন্তরে? প্রিয়তম, এ যে তুমি!

( শুভ্র জ্যোতিতে তাঁহাদের আর দেখা গেল না। )

সমাপ্ত

# শুদ্ধিপত্র

১৩ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি—লিখে যাই। ইহার পর ( নর্ত্তকীর প্রবেশ ) হইবে।

২৩ „ ৬ „ —"আদিত্যকীর্ত্তি" স্থলে "বেদজ্যোতি" হইবে।

৪৬ „ ১ „ —"স্বর্গকালে" স্থলে "সর্গকালে" হইবে।

৬১ „ ১ „ —"পৃথিবীতে……ঈর্ষা করে।" এই অংশ পরবর্ত্তী ভট্টরাজের উক্তি "শত্রু আর কে?" এর পর হইবে।

৬৯ „ ১৩ „ —"ঝোপের ভিতর হইতে সত্যকামকে দেখা গেল," স্থলে "সত্যকামের প্রবেশ" হইবে।

১৫৯ „ ৩ „ —"তোমার" স্থলে "আমার" হইবে।

১৬৩ „ ১৫ „ —"আর" স্থলে "তার" হইবে।